

মাধব এবং অদ্বৈতমত অনুসারে মিথ্যাত্বলক্ষণ
বিচার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রে
এম. ফিল. উপাধি প্রাপ্তির
আবশ্যিক অংশ রূপে প্রদত্ত

বিদ্যুৎ মণ্ডল

দর্শন বিভাগ

ক্রমিক সংখ্যা - MPPH194008

নিবন্ধীকরণ সংখ্যা - ১১৯২১৩, ২০১২-১৩

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০১৯

Certified that the thesis entitled, মাধব এবং অদ্বৈতমত অনুসারে মিথ্যাত্বলক্ষণ বিচার submitted by me towards the partial fulfilment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in **Philosophy** of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also to certify that the work has not been submitted by me for the award of any other degree/diploma of the same institution where the work is carried out, or to any other institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar/conference at Department of Philosophy, Jadavpur University, thereby fulfilling the criteria for submission, as per the M. Phil Regulation (2017) of Jadavpur University.

Bidyut Mondal

13.05.2019

Name : BIDYUT MONDAL

Roll No.: MPPH194008

Reg. No.: 119213 of 12-13

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of BIDYUT MONDAL entitled মাধব এবং অদ্বৈতমত অনুসারে মিথ্যাত্বলক্ষণ বিচার, is now ready for submission towards the partial fulfilment of the Degree of Master of Philosophy (Arts) in Philosophy of Jadavpur University.

P. Sarker
13/05/19

Head
Department of Philosophy

Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Rupa Bandyopadhyay
13.05.2019

Supervisor & Convener of RAC
RS

Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Rangadhar Das
13.5.2019

Member of RAC

Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata-700 032

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের এম. ফিল. উপাধি প্রাপ্তির নিমিত্ত এই গবেষণা নিবন্ধের উপস্থাপন করা হইয়াছে। এই মহৎ কর্ম সম্পাদনের পূর্বে সর্বাত্মে শ্রীগুরু চরণে শতকোটি প্রণাম জ্ঞাপন করিতেছি। বর্তমানের এই গবেষণা রচনার নিমিত্ত শঙ্কর ও প্রিয়ভাজনদের নিকট হতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহযোগিতা পাইয়াছি, যাহাদের সহযোগিতা ব্যতীত আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিত না। তাহাদের প্রতি আমি বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিবেদন করিতেছি।

প্রথমে, আমি আমার পিতা শ্রীযুক্ত তপন মণ্ডল ও মাতা শ্রীমতী মালতী মণ্ডল-এর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কারণ, তাহাদের নিস্বার্থ ত্যাগ, আশীর্বাদ এবং নিত্য উৎসাহপ্রদান ব্যতিরেকে এই গবেষণানিবন্ধ রচনা সম্ভব হইত না। এতদ্ব্যতীত আমার জ্যেষ্ঠাভগিনী শ্রীমতী প্রিয়ঙ্কা মণ্ডল এবং তাহাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত সৌরভ বাছাড় যেরূপে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন তাহাঁহার জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

যাঁহাঁর নিরলস প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে এই গবেষণা নিবন্ধের আয়োজন কোনওপ্রকারে সম্ভব হইত না, তিনি আমার পরম পূজনীয় অধ্যাপিকা এবং গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা রূপা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়া। এই মূল্যবান

সহযোগিতার জন্য তাঁহার প্রতিও আমি চিরকৃতজ্ঞ। বিশেষ করে বর্তমানের এই গবেষণাটি সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত তিনি প্রয়োজনীয় গ্রন্থাবলী প্রদান করিয়া এই প্রয়াসকে সার্থক করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক প্রয়াস সরকার মহাশয়ের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার অপরিসীম উৎসাহপ্রদান ও সহযোগিতা এই সমীক্ষাটি সম্পাদনে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কেননা, তাঁহাদের 'Junior Research Fellowship'-এর দ্বারা আমার গবেষণার সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা হইয়াছে।

বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগীয় অধ্যাপক, অধ্যাপক প্রীতম ঘোষাল মহাশয়কে যিনি আমাকে বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি আমার শুভানুধ্যায়ীদিগের যাহাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও সহযোগিতা আমার এই প্রয়াসটি সম্পন্ন করিতে সাহায্য করিয়াছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকাবৃন্দ, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মিবৃন্দের সকলের প্রতিও

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা রহিল। যাঁহাদের নাম অনুল্লিখিত রহিয়া
গেল, তাঁহাদের প্রতিও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রহিল।

পরিশেষে, আমার স্বল্প জ্ঞানের পরিসর হইতে গবেষণা নিবন্ধটি লেখার সময়
আমি যথাসাধ্য যত্ন ও সতর্কতা পালন করিয়াছি, তথাপি যদি কোথাও ভুল-ত্রুটি
থাকিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার দায় নিতান্তই আমার এবং তাহার জন্য আমি
ক্ষমাপ্রার্থী।

২৯ ই বৈশাখ ১৪২৬

বিদ্যুৎ মণ্ডল

যাদবপুর, কলিকাতা

যং ব্রহ্মা বরুনেন্দ্ররুদ্রমরুতস্তুব্রহ্মন্তি
দিব্যৈঃ স্তবৈবেদৈঃ

সাক্ষপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং
সামগাঃ ।

ধ্যানাবস্থিততদগতেন মনসা পশ্যন্তি
যং যোগিনো

যস্যান্তুং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায়
তস্মৈ মনঃ ॥

সূচীপত্র

ভূমিকা	১-৯
১. প্রথম অধ্যায়	১০-১৮
ব্রহ্মসূত্র এবং শাক্তরভাষ্য অবলম্বনে জগতের মিথ্যাভের নিরূপণ	
২. দ্বিতীয় অধ্যায়	১৯-৩৪
মিথ্যাভের প্রথমলক্ষণের বিরুদ্ধে মাধব পূর্বপক্ষ উপস্থাপন	
৩. তৃতীয় অধ্যায়	৩৫-৪৯
অদ্বৈতসিদ্ধি অনুসারে মিথ্যাভের প্রথম লক্ষণের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের সমাধান	

৪. চতুর্থ অধ্যায়

৫০-৬৫

মিথ্যাভের দ্বিতীয় লক্ষণের বিরুদ্ধে ন্যায়ামৃতোক্ত

আপত্তিসমূহ উত্থাপন

৫. পঞ্চম অধ্যায়

৬৬-৯০

অদ্বৈতসিদ্ধি অনুসারে মিথ্যাভের দ্বিতীয়লক্ষণ স্থাপন

উপসংহার

৯১-৯৬

গ্রন্থপঞ্জী

৯৭-১০১

ভূমিকা

অদ্বৈতসিদ্ধান্তে ব্রহ্মকে একমাত্র তত্ত্বরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মই যে একমাত্র তত্ত্ব বা প্রমেয় ইহা প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণের দ্বারা জীবের নিকটে প্রতিভাত হয় না। বদ্ধ অবস্থায় সকল জীবই জগতকে সত্যরূপে এবং অন্যান্য জীবসমূহকে নিজের থেকে ভিন্ন সৎপদার্থরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। সুতরাং সাধারণ জীবের নিকট বদ্ধদশায় দ্বৈতেরই প্রতীতি হইয়া থাকে। অদ্বিতীয় ব্রহ্মই একমাত্র সৎপদার্থ এইপ্রকার অনুভব বদ্ধ জীবের হয় না। এই জন্যই অদ্বৈতসিদ্ধির নিমিত্ত প্রথমেই দ্বৈতমিথ্যাভ্রুসিদ্ধি আবশ্যিক। অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থের রচয়িতা আচার্য মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন-

“তত্রাদ্বৈতসিদ্ধেঃ দ্বৈতমিথ্যাভ্রুসিদ্ধিপূর্বকত্বাৎ দ্বৈত মিথ্যাভ্রুমেব প্রথমম্
উপপাদনীয়ম্।”^১

বস্তুতঃপক্ষে ব্রহ্মই একমাত্র সৎ পদার্থ এইরূপ তত্ত্ব স্থাপনের নিমিত্ত অদ্বৈতবেদান্তীকে প্রদর্শন করিতে হয় যে, ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত জীবের নিকট যে সকল পদার্থ প্রতীয়মান হয়, সেই সমস্ত পদার্থই মিথ্যা এবং সকল জীবই ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। এই দুই সিদ্ধান্তই প্রথমে স্থাপিত না হইলে অদ্বৈতসিদ্ধি সম্ভব নহে। জগৎ কিন্তু সমস্ত জীবের নিকট সৎপদার্থরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এই কারণেই

^১ মধুসূদন সরস্বতী, অদ্বৈতসিদ্ধি, শীতাংশুশেখর বাগ্‌চী(সম্পা.), প্রথম খণ্ড, বারাণসীঃ তারা পাবলিকেশনস্, ১৯৭১, পৃঃ ২৯

জগতের মিথ্যাভ্রুসিদ্ধি করিতে হইলে প্রথমেই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, অদ্বৈতবেদান্তী কী অর্থে জগতকে মিথ্যা বলিয়া থাকেন ? অর্থাৎ দ্বৈতপ্রপঞ্চের মিথ্যাভ্রু সিদ্ধির নিমিত্ত ‘মিথ্যা’ পদের কী প্রকার অর্থ অদ্বৈতীর অভিপ্রেত, এই প্রশ্নের উত্তর প্রথমে অনুসন্ধান করা আবশ্যিক।

আচার্য শঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া সকল অদ্বৈতাচার্যগণই জগতের মিথ্যাভ্রুসিদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ প্রযত্ন করিয়াছেন। আচার্য শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের অদ্বৈতভাষ্যে বিস্তৃতরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, জগতের মিথ্যাভ্রু সিদ্ধান্ত ব্রহ্মসূত্রকারেরও অভিপ্রেত ছিল। ব্রহ্মসূত্রকার মহর্ষি বাদরায়ণও যদি জগতের মিথ্যাভ্রু স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, ব্রহ্মসূত্রে সেইসকল ভাষ্য গ্রহণের অযোগ্য হইবে যেসকল ভাষ্যে জগৎ সৎপদার্থরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং আচার্য শঙ্কর জগতের মিথ্যাভ্রু সিদ্ধির দ্বারা কেবল অদ্বৈত তত্ত্বই প্রতিপাদন করেন নাই, ব্রহ্মসূত্রের অন্যান্য ভাষ্যও খণ্ডন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্যকে অনুসরণ করিয়া পরবর্তী সকল অদ্বৈতাচার্যগণই মিথ্যাভ্রুের স্বরূপ নিরূপণের নিমিত্ত মিথ্যাভ্রুের লক্ষণ বিচার করিয়াছেন এবং জগৎ যে মিথ্যা তাহা অনুমান, শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধও করিয়াছেন। চিৎসুখাচার্য, নৃসিংহাশ্রম, মধুসূদন সরস্বতী প্রমুখ অদ্বৈতাচার্যগণ মিথ্যাভ্রুের বহু লক্ষণ বিচার করিয়াছেন এবং জগতের মিথ্যাভ্রুবিষয়ক একাধিক অনুমান উপস্থাপনপূর্বক বিচার করিয়াছেন।

মিথ্যাভেদ লক্ষণসমূহ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনে এম. ফিল. উপাধির আংশিক পরিপূর্তির নিমিত্ত প্রদেয় বর্তমান গবেষণা নিবন্ধের মুখ্য প্রতিপাদ্য। সময়োপযুক্ত, বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে মিথ্যাভেদ প্রথম এবং দ্বিতীয় লক্ষণ বিষয়ে বিস্তৃত বিচার করা হইবে। জগতের মিথ্যাভেদ বিষয়ে যে সকল প্রমাণ অদ্বৈতগ্রন্থরাজিতে প্রদত্ত হইয়াছে সেইসকল প্রমাণ বিষয়ে বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে কোনও আলোচনা করা হইবে না। পরবর্তীকালে মিথ্যাভেদ প্রমাণ বিষয়ে গবেষণা করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রশ্ন হইতে পারে, মিথ্যাভেদ লক্ষণ বিষয়ে অদ্বৈতগ্রন্থসমূহে বহু বিচার বিদ্যমান হওয়ায় এই বিষয়ে নতুন গবেষণার অবকাশ কোথায় ?

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, অন্যান্য বেদান্তসম্প্রদায় যথা- রামানুজাচার্য প্রবর্তিত শ্রীসম্প্রদায় এবং মধ্বাচার্য প্রবর্তিত মাধ্ব বেদান্তসম্প্রদায়ের আচার্যগণ অদ্বৈতবেদান্তসম্মত মিথ্যাভেদ লক্ষণসমূহ অতিবিস্তৃতরূপে খণ্ডন করিয়াছেন, *ন্যায়সুধা*, *ন্যায়ামৃত* প্রভৃতি মাধ্ব গ্রন্থে, চিৎসুখাচার্য প্রণীত *প্রত্যকতত্ত্বপ্রদীপিকা*, নৃসিংহাশ্রম প্রণীত *অদ্বৈতদীপিকা* প্রভৃতি গ্রন্থে মিথ্যাভেদ যেসকল লক্ষণ উপলব্ধ হয়, সেই সমস্ত লক্ষণই অতিবিস্তৃতরূপে খণ্ডিত হইয়াছে। পরবর্তীকালের অদ্বৈতাচার্যগণ এইসমস্ত মাধ্বগ্রন্থ খণ্ডনপূর্বক মিথ্যাভেদ বিষয়ে অদ্বৈতমত পুনঃস্থাপন করিয়াছেন। মিথ্যাভেদ বিষয়ে মাধ্ব এবং অদ্বৈতাচার্যগণের মধ্যে যে বিশাল বিচার হইয়াছে মূল গ্রন্থসমূহ অবলম্বনে

বঙ্গভাষায় সেই বিচার উপস্থাপন করাই এই গবেষণা নিবন্ধের বিশেষ উদ্দেশ্য, এই বিষয়ে বঙ্গভাষায় এযাবৎ কোনও গ্রন্থ উপলব্ধ না হওয়ায় সম্পূর্ণ মূল গ্রন্থ অবলম্বনে বর্তমান গবেষণা নিবন্ধ লিখিত হইবে। কোনও কোনও স্থলে মধ্বাচার্যগণের দ্বারা উত্থাপিত আপত্তিসমূহের যে সকল উত্তর অদ্বৈতগ্রন্থসমূহে দৃষ্ট হয়, তাহাদের যৌক্তিকতাও যথাসাধ্য বিচারিত হইবে। এই গবেষণা নিবন্ধে মূলতঃ মাধ্ব আচার্য এবং নৃসিংহাশ্রম, মধুসূদন সরস্বতী প্রমুখ নব্য অদ্বৈতাচার্যগণের মত অধিক বিচারিত হইবে, কারণ, নব্য আচার্যগণই অদ্বৈতমত খণ্ডনে সবিশেষ প্রযত্ন করিয়াছেন। প্রাচীন আচার্যগণের মতও গবেষণা নিবন্ধের প্রথমাংশে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইবে।

বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে অধ্যয়বিভাগ এইরূপ-

প্রথম অধ্যায়ে, ব্রহ্মসূত্র এবং শঙ্করভাষ্য অবলম্বনে জগতের মিথ্যাভূ উপস্থাপিত হইবে।

অদ্বৈতসিদ্ধিকার মিথ্যাভূের পাঁচটি লক্ষণ উল্লেখপূর্বক বিচার করিয়াছেন। তন্মধ্যে, প্রথমটি *সদসদ্বিলক্ষণত্বম্* রূপ প্রথম লক্ষণ পদ্মপাদাচার্যরচিত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই দুইটি 'বিবরণ'কার প্রকাশাত্মযতিবিরচিত, চিৎসুখাচার্য চতুর্থ লক্ষণটি প্রদান করিয়াছেন এবং সর্বশেষ অর্থাৎ পঞ্চমটি আচার্য আনন্দবোধ ভট্টারক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। সময়ভাববশতঃ বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে পাঁচটি লক্ষণের বিচার সম্ভব হইবে না। এই পাঁচটি লক্ষণের মধ্যে বর্তমান গবেষণানিবন্ধে প্রথম দুইটি

লক্ষণই বিচারিত হইবে এবং দুইটি লক্ষণের দ্বারাই মিথ্যাভের স্বরূপ সাধিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, *অদ্বৈতসিদ্ধি*-তে উল্লেখিত মিথ্যাভের প্রথম লক্ষণ উপস্থাপন করা হইবে। অতঃপর মিথ্যাভের উক্ত লক্ষণের বিরুদ্ধে মাধবসম্প্রদায় উক্তি আপত্তিসমূহের স্থাপন করা হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়ে, মূলত *অদ্বৈতসিদ্ধি*-সম্মত মিথ্যাভের প্রথমলক্ষণের বিরুদ্ধে মাধবসম্প্রদায় যে সকল আপত্তিসমূহের অবতারণা করিয়াছিলেন, সেইসকল আপত্তি খণ্ডন করিয়া প্রথম মিথ্যাভ লক্ষণের সিদ্ধি করা হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়ে, মিথ্যাভের দ্বিতীয় লক্ষণ উপস্থাপন করা হইবে এবং এই দ্বিতীয়লক্ষণের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষী মাধবসম্প্রদায়ের আপত্তিসমূহ উপস্থাপন করা হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়ে, *অদ্বৈতসিদ্ধি*-সম্মত মিথ্যাভের দ্বিতীয়লক্ষণের বিরুদ্ধে মাধবসম্প্রদায় যে সকল আপত্তিসমূহের অবতারণা করিয়াছিলেন, সেইসকল আপত্তি খণ্ডন করিয়া প্রথম মিথ্যাভ লক্ষণের সিদ্ধি করা হইবে।

পরিশেষে, উপসংহারে গবেষণা নিবন্ধে উপস্থাপিত সিদ্ধান্তসমূহ সংগৃহীত হইবে এবং মাধব ও অদ্বৈত পক্ষের যুক্তিসমূহের বলাবল যথাসম্ভব বিচারিত হইবে।

অদ্বৈতসিদ্ধিতে গ্রন্থকার প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছেন যে, অদ্বৈতসিদ্ধির পূর্বে দ্বৈতমিথ্যাভূত নিশ্চয় আবশ্যিক। এই অভিপ্রায়সাধনার্থে সর্বাত্মে দ্বৈতপ্রপঞ্চরূপ জগতের মিথ্যাভূত প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই কারণে, সিদ্ধান্তী স্বাভিমত মিথ্যাভূত প্রতিপাদনের নিমিত্ত অনুমানপ্রমাণের উপন্যাস করিতে তিনটি অনুমানের অবতারণা করিয়াছেন। উক্ত অনুমানত্রয়ের আকার এইরূপ-

বিমতং জগৎ মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ, শুক্তিরূপ্যবৎ।

বিমতং জগৎ মিথ্যা জড়ত্বাৎ, শুক্তিরূপ্যবৎ।

বিমতং জগৎ মিথ্যা পরিচ্ছিন্নত্বাৎ, শুক্তিরূপ্যবৎ।

এইরূপে তিনটি হেতুর দ্বারা অদ্বৈত বেদান্তী দ্বৈতপ্রপঞ্চের মিথ্যাভূত স্থাপনের প্রয়াস করিয়াছেন। এক্ষণে পূর্বপক্ষী আপত্তি করিয়া থাকেন যে, ঐরূপ অনুমানের দ্বারা দ্বৈতপ্রপঞ্চের মিথ্যাভূত সিদ্ধ করা হইলে প্রথমতঃ ‘মিথ্যা’ পদের অর্থ নিরূপণ আবশ্যিক হইয়া পড়ে। কারণ যাহা ‘মিথ্যা’ পদের অর্থ তাহাই পূর্বোক্ত অনুমানত্রয়ের সাধ্য। এক্ষণে সাধ্য যদি দুর্নিরূপণীয় হয়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত অনুমানত্রয় প্রয়োগ করাই যাইবে না। এই প্রকার মিথ্যাভূতরূপ সাধ্যই প্রপঞ্চরূপ পক্ষে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে সাধন করার প্রয়াস করা হইয়াছে। সুতরাং দ্বৈতবাদী মাধ্বসম্প্রদায় প্রশ্ন করিতেছেন যে, প্রপঞ্চরূপ পক্ষে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে সিদ্ধাধিষিত মিথ্যাভূত কী প্রকার? পূর্বপক্ষী দ্বৈতবাদীর আশয় এই প্রকার-

□ মিথ্যাভূ অত্যন্তাসত্ত্ব হইতে পারে না, কারণ, তাহা হইলে সিদ্ধান্তীৰ মতে অপসিদ্ধান্ত অনিবার্য হইবে। কারণ, অদ্বৈত মতে, যাহা সৎ এবং অসৎ হতে বিলক্ষণ তাহাকেই মিথ্যা বলা হইয়াছে। সুতরাং শশশৃঙ্গ, বক্ষ্যাপুত্র, প্রভৃতি অত্যন্তাসৎ পদার্থকে অদ্বৈতসিদ্ধান্তে তুচ্ছ বা অলীক বলা হইয়াছে, মিথ্যা বলা হয় নাই। এই কারণে অত্যন্তাসত্ত্ব মিথ্যাভূের লক্ষণরূপে পরিগৃহীত হইলে অদ্বৈতসিদ্ধান্তে বিরোধ হইবে।

□ সন্নিবিষ্টত্বকে যদি অদ্বৈতী মিথ্যা পদার্থের লক্ষণ বলেন, তাহা হইলে একটি সৎ পদার্থ অপরাপর সৎ পদার্থ অথবা সদন্তর হইতে বিবিষ্ট হওয়ায় সেই সকল অন্য সৎ পদার্থে মিথ্যাপদার্থের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। এইস্থলে অবশ্য স্মরণ রাখা আবশ্যিক যে, যাঁহারা একাধিক সৎ পদার্থ স্বীকার করেন তাঁহারাই এইরূপ আপত্তি করিতে পারেন। দ্বৈতবাদিগণ যেহেতু একাধিক সৎ পদার্থ স্বীকার করেন, তাঁহাদের এইরূপ আপত্তি করিতে কোন বাধা নেই। কিন্তু অদ্বৈত মতে ব্রহ্মরূপ একটিই পারমার্থিক সত্তা বিদ্যমান হওয়ায়, তাঁহাদের বিরুদ্ধে এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করা যায় কি যায় না তাহা গবেষণানিবন্ধের পরবর্তী অংশে বিচারিত হইবে।

□ অনন্তর ভ্রান্তিবিষয়ত্বকেও মিথ্যাভূের লক্ষণরূপে সিদ্ধান্তী স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ, অদ্বৈত মত অনুসারে, ব্রহ্মচৈতন্যই জগৎ বিষয়ক ভ্রমের

অধিষ্ঠানরূপে ভ্রমজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকেন। সুতরাং ‘ভ্রান্তিবিষয়ত্ব’ ধর্মকে মিথ্যাভের লক্ষণ বলা হইলে ব্রহ্মে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে।

□ অনির্বাচ্যত্বকেও সিদ্ধান্তী মিথ্যাভের লক্ষণরূপে স্বীকার করিতে পারেন না। অদ্বৈত বেদান্তী দ্বৈত মিথ্যাভ সাধক অনুমানসমূহ দ্বৈতসত্যত্ববাদিগণের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন। দ্বৈতসত্যত্ববাদিগণ কোনও অনির্বাচনীয় পদার্থই স্বীকার করেন না। ফলতঃ অনির্বাচ্যত্বকে মিথ্যা পদার্থের লক্ষণ বলা হইলে দ্বৈতবেদান্তীর নিকট ঐরূপ মিথ্যাভ অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় সিদ্ধান্তীর অনুমান সাধ্যপ্রসিদ্ধি দোষে দুষ্ট হইবে। ঐরূপে দ্বৈতবাদী আচার্য ন্যায়ামৃতকার ব্যাসতীর্থের দ্বারা ‘মিথ্যা’ শব্দের বহু অর্থ উল্লেখপূর্বক খণ্ডিত হইয়াছে। এই কারণেই দ্বৈতবাদিগণ মিথ্যাভকে দুর্নিরূপ্য বলিয়া থাকেন।

অতঃপর, অদ্বৈতসিদ্ধিকার প্রদর্শন করিয়াছেন যে ‘মিথ্যা’ শব্দের অর্থ দুর্নিরূপনীয় নহে। অদ্বৈতবেদান্তীগণ মিথ্যাভের পঞ্চবিধ লক্ষণ স্বীকার করিয়া থাকেন। অদ্বৈতসিদ্ধিতে এই পঞ্চপ্রকার লক্ষণই সিদ্ধ করা হইয়াছে। অতিপ্রাচীন অদ্বৈতাচার্য পদ্মপাদাচার্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যের *পঞ্চোপাদিকা* টীকায় বলিয়াছেন “মিথ্যাশব্দঃ অনির্বাচনীয়তাবচনঃ”। *পঞ্চোপাদিকা*কারের ঐরূপ বচনানুসারে সদসত্ত্বানধিকরণত্বকে মিথ্যাভের প্রথম লক্ষণ বলা হইয়াছে। প্রকাশাত্ম্যবিবরণিত *পঞ্চোপাদিকাবিবরণ* টীকা অনুসারে অদ্বৈতসিদ্ধিকার মিথ্যাভের দ্বিতীয় লক্ষণ প্রদান করিয়াছেন-

“প্রতিপল্লোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্”। মিথ্যাত্বের তৃতীয় যে লক্ষণটি অর্থাৎ জ্ঞানত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্যত্বম্, অদ্বৈতসিদ্ধিকার উল্লেখ করিয়াছেন সেই লক্ষণও প্রকাশাত্ম্যবিবরচিত। চতুর্থটি অর্থাৎ “স্বশয়নিষ্ঠাত্যস্তাভাব প্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্” লক্ষণটি স্বয়ং চিৎসুখাচার্য প্রদত্ত এবং মিথ্যাত্বের “সদ্বিবিক্তত্বম্” এই প্রকার পঞ্চম লক্ষণটি আচার্য আনন্দবোধরচিত।

প্রথম অধ্যায়

ব্রহ্মসূত্র এবং শঙ্করভাষ্য অনুসারে জগতের মিথ্যাভূ নিরূপণ

প্রথম অনুচ্ছেদ

ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের প্রারম্ভে আচার্য শঙ্কর যে সকল অহং মমাকার প্রতীতিতে জীব নিজের নিকট প্রকাশিত হইয়া থাকেন, সেই সকল প্রতীতিই যে আধ্যাসিক বা ভ্রমপ্রতীতি ইহা নিরূপণ করিয়াছেন। শঙ্করভাষ্যের যে প্রারম্ভিক অংশে অহং মমাকার প্রতীতির আধ্যাসিকত্ব স্থাপিত হইয়াছে সেই অংশের নামই অধ্যাস ভাষ্য। এই অংশে ভাষ্যকার “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা”-এইরূপ ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য নিরূপণ না করিয়া আত্মা এবং অনাত্মার অধ্যাস প্রতিপাদনের ফলে আচার্য শঙ্করের বিরুদ্ধে আপত্তি হইয়া থাকে যা তাহার ‘ভাষ্য’ ভাষ্যলক্ষণাক্রান্তই নহে। ভাষ্যের লক্ষণে বলা হইয়া থাকে –

“সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র বাক্যেঃ সূত্রানুকারিভিঃ।

স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ।।”^১

অর্থাৎ ভাষ্যকারকে সূত্রের প্রতিটি পদ অবলম্বনপূর্বক সূত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রভাষ্যকার শঙ্করাচার্য ভাষ্যের আরম্ভে প্রথম সূত্রের তাৎপর্যবর্ণন না করিয়া অধ্যাস প্রতিপাদন করিয়াছেন।

এইরূপ আপত্তির উত্তরে শঙ্করভাষ্যের টীকাকারগণ বলিয়াছেন যে, শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে আত্মজ্ঞানই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে—“তরতিশোকমাত্মবিদ্”^২। অর্থাৎ যিনি আত্মবিৎ তিনিই শোকরূপী অবিদ্যাকে অতিক্রম করিতে পারেন। কিন্তু আত্মসাম্বন্ধকারই যদি মোক্ষের সাম্বন্ধ কারণ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় মোক্ষার্থীর প্রবৃত্তি হইবে কেন ? ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় যদি মোক্ষার্থীর প্রবৃত্তিই না হয়, তাহা হইলে বেদান্তদর্শন পাঠে প্রবৃত্তি অনুপপন্ন হওয়ায় বেদান্তশাস্ত্রই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

এইপ্রকার আপত্তি নিরসনকল্পে শঙ্করভাষ্যের টীকাকারগণ বলেন যে, বস্তুতঃপক্ষে জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন এইকারণেই আত্মজ্ঞানলাভের নিমিত্ত ব্রহ্মবিচারে জীবের প্রবৃত্তি উপপন্ন হইতে পারে। অতএব, অদ্বৈতশাস্ত্র ব্যর্থ নহে।

ইহার বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষীগণ আপত্তি করিবেন যে, আত্মাকে ব্রহ্মস্বরূপ বলা যায় না। কারণ, জীবাত্মা নিজেকে অনিত্য, পরিচ্ছিন্ন এবং জ্ঞান-সুখ-দুঃখাদির ধর্মবিশিষ্টরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। অপরপক্ষে, ‘বৃহ’ ধাতুর উত্তর মম প্রত্যয়যোগেনিষ্পন্ন ‘ব্রহ্মান’ পদের অর্থ যাহা সর্বব্যাপী। কিন্তু জীবাত্মা কদাপি নিজেকে সর্বব্যাপীরূপে অনুভব করেন না। আমি এই ভবনে অবস্থান করিতেছে, বর্তমানকালে অবস্থান করিতেছে। এইসকল অহমাকার অনুভবে জীব নিজেকে দেশে এবং কালে পরিচ্ছিন্নরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। সুতরাং শ্রুতিতে ‘তৎ ত্বম্ অসি’, ‘অহম্ ব্রহ্মস্মিঃ’, ‘অহম্ আত্মা’, প্রভৃতি মহাবাক্যে যে জীব এবং ব্রহ্মের

ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে অহমাকার প্রতীতিসমূহ কি উক্ত শক্তি প্রতিপাদিত জীব এবং আত্মার ঐক্য সিদ্ধত্বের বিরোধী ? প্রত্যক্ষ এবং শক্তির এইরূপ বিরোধবশত ন্যায়াদি সম্প্রদায় বলিবেন যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ জ্যেষ্ঠ এবং অন্যান্য প্রমাণের উপজীব্য হওয়ায় উহা অসঞ্জাত বিরোধী এবং অন্যান্য প্রমা উপসঞ্জাত বিরোধী । এই প্রকার অসঞ্জাত-উপসঞ্জাত বিরোধী ন্যায়প্রয়োগ করিয়া পূর্বপক্ষিগণ বলিয়া থাকেন যে, অহমাকার প্রতীতিসমূহের অনুরোধে শক্তির অন্যার্থ কল্পনা করিতে হইবে ।

অধ্যাসভাষ্যে আচার্য শঙ্কর এইপ্রকার পূর্বপক্ষ নিরসণ করিয়াছেন । আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, অহমাকার প্রতীতিসমূহ যথার্থ অনুভব নহে, উহারা আত্মা এবং অনাত্মার অধ্যাসের ফলে উৎপন্ন ভ্রমপ্রতীতি । একটি প্রমাণের সহিত অপর প্রমাণের বিরোধ হইলে তবেই প্রমাণের বলাবল বিচার করিতে হয় । কিন্তু ভ্রম কদাপি অন্য প্রমাণের বিরোধী হইতে পারে না । এইসকল অহম মমাকার প্রতীতি সমূহের ভ্রমত্ব সিদ্ধ হইলে তাহারা জীব এবং আত্মার অভেদ প্রতিপাদক শক্তিবাক্যসমূহের বিরোধী হইতে পারিবে না । ফলতঃ জীব এবং আত্মার অভেদ স্থাপনে কোনো প্রকার অনুপপত্তি থাকিবে না । জীব এবং আত্মার অভেদ সিদ্ধ হইলে তবেই মোক্ষার্থী পুরুষের ব্রহ্মবিষয়ে প্রবৃত্তি বা জিজ্ঞাসা উপপন্ন হইবে ।

অহম মমাকার প্রতীতিসমূহের অধ্যাসিকত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন যে, আত্মা এবং অনাত্মার অধ্যাস যুক্ত্যসহ হইলেও আত্মা এবং অনাত্মা

পরস্পরের উপর পরস্পরের স্বরূপ এবং ধর্মকে আরোপ করিয়া থাকেন এবং এইরূপ আরোপের ফলে আত্মা এবং অনাত্মারূপ ধর্মীদ্বয় পরস্পরের মধ্যে ভেদজ্ঞানের অভাববশতঃ এবং মিথ্যা অজ্ঞানে বশীভূত হইয়া সত্য এবং মিথ্যা পদার্থকে মিথুনীকরণ বা একীভূত করিয়া ‘অহম্ ইদম্’, ‘মমেদম্’ প্রভৃতি নৈসর্গিক বা স্বাভাবিক লোকব্যবহার উৎপন্ন হইয়া থাকে। অধ্যাস ভাষ্যের এইস্থলে আচার্য শঙ্কর কণ্ঠত অজ্ঞানরূপ মিথ্যাপদার্থ স্বীকার করিয়াছেন এবং আত্মারূপ সত্য পদার্থ ও অজ্ঞানরূপ মিথ্যাপদার্থের মধ্যে অধ্যাসের ফলে যে জীবের অহমাকার প্রতীতিসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা নিরূপণ করিয়াছেন। এই অধ্যাসভাষ্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে অহমাকার প্রতীতিসমূহে অহম্ অর্থরূপে যাহা প্রতীয়মান হয় তাহা শুদ্ধ আত্মচৈতন্য নহে। উহা বস্তুতঃপক্ষে আত্মা এবং অন্তঃকরণের মিলিতরূপ। সুতরাং অদ্বৈত সিদ্ধান্ত অনুসারে জীব স্বরূপত চৈতন্যস্বরূপ শুদ্ধ আত্মার সহিত অভিন্ন। ফলতঃ আত্মার সহিত জীবের এবং বিভিন্ন জীবগণের মধ্যে যে ভেদের অনুভব হয়, সে অনুভব প্রকৃতপক্ষে আত্মচৈতন্যে মিথ্যা অজ্ঞানের অধ্যাসবশতই হইয়া থাকে। এইরূপে ভাষ্যের প্রারম্ভে শঙ্করাচার্য অজ্ঞানরূপ মিথ্যাপদার্থ স্বীকার করিয়া, সেই অজ্ঞানই যে সকল শাস্ত্রীয় ব্যবহার এবং সকল প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহারের মূল তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ব্রহ্মসূত্রের সমন্বয়াদিকরণে আচার্য শঙ্কর প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, সমগ্র বেদান্তের একমাত্র তাৎপর্য ব্রহ্মে। অনন্তর প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদের আনুমানিকাদিকরণরূপ প্রথম অধিকরণের অন্তর্গত তৃতীয় সূত্রে এই অবিদ্যাশক্তির স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন এবং তাহা যে মিথ্যা ইহাও প্রতিপাদন করিয়াছেন। তৃতীয়সূত্রে ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন “তদনধিত্বাৎ অর্থবৎ”^৩ অর্থাৎ অবিদ্যা প্রয়োজনবৎ কারণ অবিদ্যা ব্যতিরেকে ঈশ্বর জগৎ উৎপন্ন করিতে পারেন না। এই অবিদ্যা ঈশ্বরের অধীন। বস্তুতঃপক্ষে এই সূত্রে সাংখ্যমত খণ্ডিত হইয়াছে।

সাংখ্য সম্প্রদায় আপত্তি করিতে পারেন যে সুখ-দুঃখ মহাত্মক জগতের উপাদান কারণরূপে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণাত্মক অবিদ্যা স্বীকৃত হইলে সাংখ্যসম্প্রদায় বলিতে পারেন যে, যদি এইরূপ অবিদ্যা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে, প্রধানকারণবাদই স্থাপিত হওয়ায় অদ্বৈতমত সাংখ্যমতে পর্যবসিত হইবে এবং ব্রহ্মকারণবাদ স্থাপিত হইবে না। এইরূপ আপত্তির উত্তরে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন- “অত্র উচ্যতে- যদি বয়ং স্বতন্ত্রাং কাঞ্চিৎ প্রাগবস্থাং জগতঃ কারণত্বেন অভ্যুপগচ্ছেম, প্রসঞ্জয়েম তদা প্রধানকারণবাদম্। পরমেশ্বরাধীনা তু ইয়ম্ অস্মাভিঃ প্রাগবস্থা জগতঃ অভ্যুপগম্যতে, ন স্বতন্ত্রা”^৪। এইরূপ সন্দর্ভে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, যদি অদ্বৈতবেদান্তী কোনো স্বাধীন প্রধানকে বা জগতের প্রাগবস্থাকে জগতের কারণরূপে স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে, অদ্বৈতসম্মত

ব্রহ্মকারণবাদ প্রধানকারণবাদে পর্যবসিত হইবে। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে অদ্বৈতমতে জগতের এই মায়াশক্তিরূপা প্রাগবস্থা স্বাধীন বা স্বতন্ত্র নহে, তাহা পরমেশ্বরের অধীন।

পূর্বপক্ষী পুনরায় প্রশ্ন করিতে পারেন যে, এইরূপ প্রাগবস্থা স্বীকারের প্রয়োজন কী ? এই প্রাগবস্থা স্বীকার না করিলে কী এমন ক্ষতি হইবে ? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী (আচার্য শঙ্কর)—“সা চ অবশ্যাত্মপগন্তব্য্যা, অর্থবতী হি সা। নহি তয়া বিনা পরমেশ্বরস্য স্রষ্ট ত্বং সিধ্যতি, শক্তিরহিতস্য তস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ।”^৫ ভাষ্যকারের তাৎপর্য এই যে, এইরূপ জগতের প্রাগবস্থা অবশ্যস্বীকার্য, যেহেতু তাহা প্রয়োজন সম্পাদিকা।

পূর্বপক্ষী প্রশ্ন করিবেন, কী সেই প্রয়োজন যাহার জন্য অদ্বৈতবেদান্তী এইরূপ অবিদ্যাশক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন ? ইহার উত্তরে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে এই প্রকার অবিদ্যাশক্তি স্বীকৃত না হইলে পরমেশ্বরে জগৎ স্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হইবে না। কারণ, কূটস্থ এবং অসঙ্গ পরমব্রহ্মের জগত স্রষ্টৃত্ব সম্ভব নহে। এই কারণে এইরূপ পরমেশ্বরাধীন শক্তি অবশ্য স্বীকার্য।

বস্তুতঃপক্ষে আচার্য শঙ্কর অবিদ্যারূপ জগতের মিথ্যা উপাদানকারণ সিদ্ধির নিমিত্ত একটি অর্থাপত্তি প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন— ইহা একটি শ্রুতার্থাপত্তি প্রমাণ। ব্রহ্মের অবিদ্যাশক্তির স্বীকার ব্যতিরেকে তাহার শ্রুতিসিদ্ধ, জগৎ উপাদানত্ব অন্যথা অনুপপন্ন হওয়ায় ব্রহ্মে অবিদ্যারূপ বীজশক্তি অবশ্যস্বীকার্য।

বন্ধ-মুক্তির ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্রহ্মে অবিদ্যারূপ বীজশক্তি অবশ্যস্বীকার্য। প্রলয়কালে সকল কার্যদ্রব্য জগতের এইরূপ প্রাগবস্থাতেই লীন হইয়া যায়। এবং পুনরায় কল্পারম্ভে বা পুনঃসৃষ্টিকালে এই অবিদ্যারূপ বীজশক্তি হইতে ভক্ত পুরুষগণের পুনরুৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু মুক্ত পুরুষগণের পুনরুৎপত্তি হয় না। এখন প্রশ্ন হইবে যে, মুক্ত পুরুষগণের পুনরুৎপত্তি হয় না কেন ? ইহার উত্তরে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে— “বিদ্যায়া তস্যাঃ বীজশক্তেঃ দাহাৎ।”^৬ তাৎপর্য এই যে, মুক্তপুরুষগণের মুক্তির অব্যবহিত পূর্বে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয় বলিয়া সেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারাই এই অবিদ্যারূপ বীজশক্তি দগ্ধ হইয়া যায়। এই কারণেই মুক্তপুরুষগণের অবিদ্যা হইতে পুনরুৎপত্তি হয় না।

প্রশ্ন হইবে যে, এই অবিদ্যাশক্তিকে সাংখ্যসম্মত প্রধান হইতে স্বতন্ত্র বলা হইয়াছে কেন ? ইহার উত্তরে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন— “অবিদ্যা ত্বিকা হি বীজশক্তিঃ অব্যক্তশব্দনির্দেশ্যা পরমেশ্বরশ্রয়া মায়াময়ী মহাসুপ্তিঃ, যস্য্যাং স্বরূপপ্রতিবোধরহিতাঃ শেরতে সংসারিণঃ জীবাঃ।”^৭ অর্থাৎ এই অবিদ্যারূপা বীজশক্তি তাহা ‘অব্যক্ত’ শব্দের দ্বারা উল্লেখিত হইয়া থাকে এবং ইহা পরমেশ্বরে আশ্রিত। এবং মায়া যেরূপ মায়াবীর অধীন এই অবিদ্যাশক্তিও সেইরূপ পরমেশ্বরে অধীন। ইহা মহাসুপ্তিস্বরূপা এবং ইহাতে স্বরূপ জ্ঞানরহিত অবস্থায় সংসারী জীবগণ শয়ন করে এবং ইহার দ্বারা আবদ্ধ হইয়ায় জন্ম-মৃত্যু অনুভব করে। মায়াবীর মায়া যেরূপ সৎপদার্থ নহে, এইরূপ অবিদ্যাশক্তিও সেইরূপ ব্রহ্মের ন্যায়

পারমার্থিক সৎ পদার্থ নহে। ব্রহ্ম অবাধিত বলে উহাকে পারমার্থিক সৎ বলা হয়। কিন্তু মুক্তিকালে এই মায়াশক্তি বাধিত হয় বলিয়া ইহা অবাধিত পদার্থ নহে। এই কারণেই ইহাকে প্রধানের ন্যায় সৎ পদার্থ বলা হয় না। এইরূপে আচার্য শঙ্কর মিথ্যা জগতের মিথ্যা উপাদানরূপে অবিদ্যারূপ পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। ইহা সদসৎবিলক্ষণ বলিয়ায় মিথ্যা। ইহা অবাধিত নহে বলিয়ায় সৎ হইতে পারে না। আবার ইহা ‘অহমজ্ঞঃ’ এইরূপ অনুভবে অপরোক্ষরূপে অনুভূত হয় বলিয়া ইহাকে শশশৃঙ্গ-বক্ষ্যাপুত্রের ন্যায় অসৎও বলা যায় না। এইরূপে ব্রহ্মসূত্র আনুমানিকাধিকরণে এবং তাহার ভাষ্যে জগতের মিথ্যা উপাদান কারণরূপে অবিদ্যাশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্র এবং শঙ্করভাষ্যের বহু অধিকরণে যথা বাক্যাশ্রয়াদিকরণ, আরম্ভণাদিকরণ প্রভৃতি অধিকরণে সূত্রকার এবং ভাষ্যকার প্রদর্শন করিয়াছেন যে জগৎ এবং জগতের অন্তর্ভুক্ত পদার্থসমূহ ব্রহ্মের সত্য পরিণাম নহে, কিন্তু মিথ্যা বিবর্ত মাত্র। ভাষ্যকার স্পষ্টরূপে শুক্তিরূপাদি ভ্রমীয় বিষয় এবং জাগতিক পদার্থসমূহের মিথ্যাত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং উক্ত মিথ্যা কার্যসমূহের উপাদানকারণরূপে ‘অব্যক্ত’শব্দ নির্দেশ্য পরমেশ্বরাশ্রয়া মায়াময়ী মিথ্যা অবিদ্যাশক্তি স্বীকার করিয়াছেন।

পরবর্তী অধ্যায়সমূহে এই মিথ্যা পদার্থসমূহের স্বরূপ কী প্রকার, মিথ্যাত্বের কী প্রকার লক্ষণ অদ্বৈতীর অভিপ্রেত, তাহা বিস্তৃতরূপে বিচারিত হইবে।

टीका

१. गौसामी, सीतानाथ, अद्वैतवेदान्तोर सारकथा, कोलकाता, संस्कृत
पुस्तक भाणार, २०१७, पृः १०१
२. छान्दोग्य उपनिषद्
३. ब्रह्मसूत्र १/४/३, पृः ८४१
४. शारीरकमीमांसाभाष्य, पृः ८४२
५. शारीरकमीमांसाभाष्य, पृः ८४२
७. शारीरकमीमांसाभाष्य, पृः ८४३
९. शारीरकमीमांसाभाष्य, पृः ८४३-८४४

দ্বিতীয় অধ্যায়

মিথ্যাভের প্রথমলক্ষণের বিরুদ্ধে মাধব পূর্বপক্ষ উপস্থাপন

পঞ্চপাদিকাকার 'মিথ্যা' শব্দের অর্থ নিরূপণের নিমিত্ত বলিয়াছেন "মিথ্যাশব্দহনির্বচনীয়াবচনো"। এই অর্থে 'মিথ্যা'-পদ অনির্বচনীয় পদার্থকেই বুঝাইয়া থাকে। অর্থাৎ এই মতে, যাহা সদসত্ত্বের অনধিকরণ তাহা অনির্বাচ্য। পঞ্চপাদিকাকারের এই উক্তি অনুসারে অদ্বৈতসিদ্ধিকার মিথ্যাভের প্রথম লক্ষণ উপস্থাপন করিয়াছেন। তিনি মিথ্যাভের প্রথম লক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত বলিয়াছেন- সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপমনির্বাচ্যত্বম্। পঞ্চপাদিকাকারের তাৎপর্য এই যে, যাহা মিথ্যা তাহা সত্ত্বেরও অধিকরণ নহে এবং অসত্ত্বেরও অধিকরণ নহে। তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে যে, মিথ্যাপদার্থকে কী কারণে সত্ত্বের অধিকরণ বলা যায় না? তাহার কারণ হইল, মিথ্যাপদার্থ পরবর্তীকালে যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে। এক্ষণে প্রশ্ন হইবে যে, তাহা হইলে, অদ্বৈতমতে সৎপদার্থের লক্ষণ করা হইয়া থাকে কীরূপে? উক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে, অদ্বৈতমতে ত্রিবিধ সত্ত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। এবং ত্রিবিধ সত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার লক্ষণ স্বীকৃত হইয়া থাকে। অদ্বৈতমতে শুদ্ধচৈতন্যকেই একমাত্র পারমার্থিক সৎ পদার্থরূপে স্বীকার করা হইয়া থাকে। অবাধিতত্বই পারমার্থিক সৎ পদার্থের লক্ষণ। ঘটপটাদি পদার্থকে অদ্বৈতী ব্যাবহারিক সৎ পদার্থরূপে গণ্য করিয়া থাকেন। এইসকল পদার্থ ব্যবহারকালে বাধিত না হইলেও মুক্তিকালে বাধের বিষয় হইয়া থাকে। এই

কারণে ব্যবহারকালাবাধ্যত্বকে ব্যাবহারিক সৎ পদার্থের লক্ষণরূপে স্বীকার করা হইয়া থাকে। ভ্রমস্থলে এবং স্বপ্নস্থলে যেসকল বিষয়ের প্রতিভাস হইয়া থাকে, সেইসকল পদার্থকে অদ্বৈতী প্রাতিভাসিক সৎ পদার্থ বলিয়া থাকেন। ভ্রমের এবং স্বপ্নের বিষয়সমূহ ব্যবহারকালেই বাধিত হয় বলিয়া ব্যবহারকালাবাধ্যত্বই প্রাতিভাসিক সৎ পদার্থের লক্ষণরূপে অদ্বৈতবেদান্তে স্বীকৃত হইয়া থাকে। প্রশ্ন হইবে যে, বাধিত বলিতে অদ্বৈতবেদান্তী কী বুঝিয়া থাকেন ? বস্তুতঃপক্ষে অদ্বৈতমতে অবাধিতত্বরূপ পারমার্থিক সৎ পদার্থের লক্ষণ বাধিতত্বঘটিত হওয়ায় প্রথমেই বাধিত পদার্থের লক্ষণ নিরূপণ আবশ্যিক। বাধিতপদার্থের লক্ষণের নিমিত্ত

অদ্বৈতবেদান্তী

বলেন-

“স্বপ্রকারকপ্রতীতিবিশেষ্যনিষ্ঠত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং বাধিতত্বম্”। অর্থাৎ বাধিতপ্রকারক প্রতীতিবিশেষ্যে যেসকল ত্রৈকালিক নিষেধ থাকে, বাধিত ধর্মটি সেইরূপ ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগী হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোন একটি ধর্ম যে বিশেষ্যের প্রকাররূপে কোন প্রতীতিতে প্রতীয়মান হয়, সেই বিশেষ্যে যদি ঐ প্রকারীভূত ধর্মের ত্রৈকালিকনিষেধ থাকে তবেই সেই ধর্মকে বাধিতধর্ম বলা হইবে এবং ঐরূপ প্রতীতিকে বাধিতপ্রকারকপ্রতীতি বলা হইবে। যথা রজ্জুতে সর্পভ্রমস্থলে ‘অয়ং সর্প’ এইরূপ প্রতীতি উৎপন্ন হয়। উক্ত প্রতীতিতে অয়ং বিশেষ্যরূপে এবং সর্পত্বধর্ম প্রকাররূপে ভাসমান হইয়া থাকে। কিন্তু রজ্জুতে সর্পভ্রমস্থলে অয়ংরূপ বিশেষ্য প্রকৃতপক্ষে রজ্জুঃ হওয়ায় ঐ বিশেষ্যে

সর্পত্বরূপধর্মের ত্রৈকালিক নিষেধই বিদ্যমান। এইজন্য উক্ত প্রতীতিকে বাধিতপ্রকারকপ্রতীতি এবং সর্পত্বধর্মকে মিথ্যা ধর্ম বলা হইয়া থাকে। অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অনুসারে বা শুদ্ধচৈতন্য কোনকালেই বাধিত হয় না বলিয়া তাহাই একমাত্র অবাধিত পদার্থ। অদ্বৈতবেদান্তী শ্রুতি, যুক্তি এবং বিদ্যদনুভবের দ্বারা প্রতিপাদন করেন যে, অন্য সকল পদার্থই কোন না কোন কালে বাধিত হয় বলিয়া তাহাদের পারমার্থিক সৎ পদার্থ বলা যায় না। ঘটপটাদি পদার্থকে এবং ভ্রমীয়বিষয় বা স্বপ্নবিষয়কে শশশৃঙ্গ- বক্ষ্যাপুত্রের ন্যায় অত্যন্তাসৎ পদার্থও বলা যায় না। কারণ, শশশৃঙ্গ-বক্ষ্যাপুত্র অপরোক্ষ অনুভবের বিষয় হয় না। কিন্তু ঘটপটাদি ব্যাবহারিক এবং রজ্জুসর্পাদি প্রাতিভাসিক পদার্থসমূহ অপরোক্ষ অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে। এইরূপে, ঘটপটাদি ব্যাবহারিক পদার্থসমূহ এবং রজ্জুসর্পাদি প্রাতিভাসিক পদার্থসমূহ সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব উভয় ধর্মেরই অনধিকরণ হওয়ায় ইহাদের অনির্বচনীয় মিথ্যা পদার্থই বলিতে হইবে।

অদ্বৈতবেদান্তীর পূর্বপক্ষী মাধব সম্প্রদায়, এইরূপ লক্ষণের বিরুদ্ধে ত্রিবিধ বিকল্প উত্থাপনপূর্বক লক্ষণটি খণ্ডন করিয়াছেন। *ন্যায়ামৃত্ত্বা*স্থে মিথ্যাভেদ প্রথম লক্ষণের বিরুদ্ধে এইসকল বিকল্প উপস্থাপন করা হইয়াছে। উক্ত ত্রিবিধ বিকল্প উত্থাপন করিতে *ন্যায়ামৃত্ত্বাকার* বলিলেন, “তত্রাহদ্যে কিং সত্ত্বে সত্যসত্ত্বরূপবিশিষ্টস্যভাবোহভিপ্রেতঃ ? কিং বা সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপধর্মদ্বয়ম্ ? যদ্বা সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বে সতি

অসত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বরূপং বিশিষ্টম্ ?”^১ অদ্বৈতসিদ্ধিকার মধুসূদন সরস্বতী ন্যায়মতে উল্লেখিত উক্ত ত্রিবিধ বিকল্পকে গ্রহণ করে পূর্বপক্ষীকে প্রশ্ন করিতেছেন যে, এই সদসত্ত্বানধিকরণত্ব কী সত্ত্ববিশিষ্টাসত্ত্বাভাব? অথবা সত্ত্বাত্যন্তাভাবসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্মদ্বয়? অথবা সত্ত্বাত্যন্তাভাববহু সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ বিশিষ্টপদার্থ?^২

প্রথমপক্ষে সদসত্ত্বানধিকরণরূপ অনির্বচনীয়ত্ব কী সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাব ? অর্থাৎ সত্ত্বে সতি অসত্ত্বরূপ যে বিশেষণ তাহার অভাব কী সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাব ? যাহা সৎ চ তৎ অসৎ চ ইতি সদসৎ এবং তাহার ভাব সদসত্ত্ব এইরূপ কর্মধারয় সমাস দ্বারা প্রথমপক্ষকে ব্যাখ্যা করিলে প্রথমপক্ষ এইরূপ হইবে- সৎ চ তৎ অসৎ চ এইরূপ কর্মধারয় সমাসের দ্বারা সদসৎ পদটি নিস্পন্ন হইল, এবং তাহার ভাব হইল সদসত্ত্ব। এইরূপ কর্মধারয় সমাসের দ্বারা সদসত্ত্ব পদটি নিস্পন্ন হইলে, সেইস্থলে অপ্রসিদ্ধপ্রতিযোগিক অভাব নামক দোষ প্রথমপক্ষে উপস্থাপন হইবে। কারণ, পূর্বপক্ষিগণ বলিবেন সত্ত্ব ও অসত্ত্বরূপ বিরুদ্ধধর্ম একই অধিকরণে থাকিতে পারে না। এইভাবে সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাবরূপে সদসত্ত্বানধিকরণত্বকে ব্যাখ্যা করিলে সত্ত্ববিশিষ্ট যে অসত্ত্ব তাহা কুত্রাপি প্রসিদ্ধ নহে। আর সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপে ব্যাখ্যা করা হয় তাহা হইলে প্রথম বিকল্পের তাৎপর্য নিম্নোক্ত প্রকার হইবে-

সৎ এবং অসৎ শব্দের আলোচ্যস্থলে ভাব প্রধান হওয়ায়, সৎ শব্দকে সত্ত্বপূর্ণ রূপেই বুঝিতে হইবে, সেই স্থলে- সত্ত্ব, অসত্ত্ব বিশেষণ হওয়ায় এবং অনধিকরণত্বটি অধিকরণত্বাভাববৃত্তি হওয়ায় প্রথম বিকল্প সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাবে পর্যবসিত হইবে।^৩

অথবা 'উত' শব্দের দ্বারা অদ্বৈতসিদ্ধিকার দ্বিতীয় বিকল্পের অবতারণা করিয়াছেন। এই দ্বিতীয় বিকল্পটিতে সদসত্ত্বানধিকরণত্বকে সত্ত্বাত্যস্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যস্তাভাব এইরূপ ধর্মদ্বয়রূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অর্থাৎ এই স্থলে, প্রথম বিকল্পে, সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অধিকরণত্বাভাববৃত্তিকে সদসত্ত্বানধিকরণত্ব বলা হইয়াছিল, কিন্তু এই দ্বিতীয় বিকল্পে দুইটি অত্যস্তাভাবকে সদসত্ত্বের অত্যস্তাভাবরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রশ্ন হইবে কী কারণে দ্বিতীয় বিকল্পে এইরূপ ধর্মদ্বয়ের দ্বারা সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাভেদের প্রথম লক্ষণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে? ইহার উত্তর এই যে, 'সদসত্ত্ব' এই পদ নিষ্পন্ন করিতে প্রথমে সৎ চ অসৎ চ সদসতি এইরূপে দ্বন্দ্বসমাস করিতে হইবে, তয়োর্ভাবঃ সদসত্ত্বম্। সদসত্ত্বের অনধিকরণত্ব এইরূপ প্রথম লক্ষণে 'ত্ব' এই প্রত্যয়টি দ্বন্দ্বসমাসের অন্তে প্রযুক্ত হইয়াছে। দ্বন্দ্বসমাসের শেষে শ্রুয়মান 'ত্ব' প্রত্যয় সমাসের অন্তর্গত প্রতিটি পদের সঙ্গেই অস্থিত বা অভিসম্বন্ধ হইয়া থাকে। এইরূপে 'ত্ব' প্রত্যয়কে সৎ এবং অসৎ উভয়ের সহিত অস্থিত করিলেই প্রথম লক্ষণ হইতে সত্ত্বের অত্যস্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যস্তাভাবরূপ ধর্মদ্বয় লাভ করা যাইবে। অনধিকরণত্ব

অধিকরণের অত্যন্তাভাব হওয়ায় প্রথম লক্ষণের দ্বিতীয় বিকল্প সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ ধর্মদ্বয়ে পর্যবসিত হইবে।^৪

অথবা কেহ বলিতে পারেন যে, সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ প্রথম লক্ষণের তাৎপর্য হইল- সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ বিশিষ্ট পদার্থ। এইস্থলে ‘সতি’ পদের অন্তর্গত সপ্তমী বিভক্তির দ্বারা সামানাধিকরণত্ব বোদ্ধব্য। অতএব, এইরূপ তৃতীয় ব্যাখ্যা অনুসারে সদসত্ত্বানধিকরণত্বের অর্থ হইবে সত্ত্বাত্যন্তাভাবের সমানাধিকরণ অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব। এইস্থলে ‘সৎ’ পদ ভাবপদার্থমাত্রকেই বুঝাইয়া থাকে। এইরূপ সৎ-এর অনধিকরণত্বের সহিত সমানাধিকরণ অসত্ত্বের অনধিকরণত্ব সদসত্ত্বানধিকরণত্ব। এইস্থলে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস হইয়াছে বলিয়ায় সৎ-পদের উত্তর যে অনধিকরণত্ব ধর্ম রহিয়াছে তাহা সদসত্ত্বানধিকরণত্ব এই প্রকার সমাসবদ্ধপদে লুপ্ত হইয়াছে। এই তৃতীয়পক্ষে অসত্ত্বের অনধিকরণত্বই বিশেষ এবং সত্ত্বের অনধিকরণত্ব ঐ বিশেষ্যের বিশেষণ। এইরূপ বিশেষণ-বিশেষ্যভাব অবলম্বন করিয়াই তৃতীয় বিকল্প উপপন্ন হইয়াছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পক্ষের মধ্যে পার্থক্য ইহাই যে দ্বিতীয় পক্ষে সত্ত্বের অনধিকরণত্বকে অসত্ত্বের অনধিকরণত্বের বিশেষণ বলা হয় নাই। কিন্তু তৃতীয়কল্পে সত্ত্বের অনধিকরণত্বকে অসত্ত্বের অনধিকরণত্বের বিশেষণ বলা হইয়াছে।^৫

‘মিথ্যা’ পদের পঞ্চপাদিকায় প্রদত্ত প্রথম লক্ষণের এইপ্রকার ত্রিবিধ অর্থ প্রদর্শনপূর্বক পূর্বপক্ষী প্রদর্শন করিয়াছেন যে, এই ত্রিবিধ অর্থের কোনওটি অবলম্বন করিয়াই প্রথম লক্ষণ উপপাদন করা যাইবে না। যদি অদ্বৈতবেদান্তী সদসত্তানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্বের প্রথম লক্ষণের দ্বারা সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাবকে বুঝিয়া থাকেন তাহা হইলে জগতের মিথ্যাত্ব সাধনের নিমিত্ত অদ্বৈতবেদান্তী যে অনুমান প্রয়োগ করিয়াছেন সেই অনুমান সিদ্ধসাধনতা দোষে দুষ্ট হইবে। অদ্বৈতী অনুমান করিয়াছিলেন- বিমতং জগত মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ, জড়ত্বাৎ, পরিচ্ছিন্নত্বাৎ। এই অনুমানে মিথ্যাত্বরূপ সাধ্যকে সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাবরূপ প্রথম অর্থে গ্রহণ করা হইলে পূর্বোক্ত অনুমানত্রয় সিদ্ধসাধনতা দোষে দুষ্ট হইবে। কারণ, পূর্বপক্ষীর নিকট যাহা সিদ্ধই রহিয়াছে সিদ্ধান্তী যদি তাহাই সিদ্ধ করিতে অনুমান প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে অনুমানটি সিদ্ধসাধনতা দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িবে। এইস্থলে সিদ্ধান্তী পূর্বোক্ত মিথ্যাত্বসাধক অনুমান মাধ্বসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু মাধ্ব সম্প্রদায়ের মতে জগৎ সৎস্বরূপ বা সদেকস্বভাব। মাধ্বমতে জগৎ সৎস্বরূপই হওয়ায় তাহাতে অর্থাৎ জগতে সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাবই থাকে। সুতরাং মাধ্বমতে জগতরূপপক্ষে সত্ত্ববিশিষ্ট যে অসত্ত্ব সেই বিশিষ্ট পদার্থের অভাব সিদ্ধই হওয়ায়, অদ্বৈত বেদান্তী যদি মাধ্ব সম্প্রদায়ের নিকট অনুমান প্রমাণের দ্বারা তাহা প্রমাণ করিবার প্রয়াস করেন তাহা সিদ্ধসাধনতা দোষে দুষ্ট হইবে।^৬ (বস্তুতঃপক্ষে জগতরূপ আধারে অসত্ত্বরূপ

বিশেষ্যের অভাব থাকায় সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বরূপ বিশিষ্টের অভাব অবশ্যই থাকিবে।) কারণ, বিশিষ্টপদার্থের অভাব তিন প্রকারে সম্ভব—১. বিশেষ্যের অভাব হইলে বিশিষ্ট পদার্থের অভাব হইয়া থাকে, ২. বিশেষণের অভাব হইলে বিশিষ্ট পদার্থের অভাব হইয়া থাকে এবং ৩. বিশেষ্য-বিশেষণ উভয়ের অভাব হইলেও বিশিষ্টের অভাব হইয়া থাকে। আলোচ্য স্থলে জগতে বিশেষ্যের অভাববশত সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাব থাকিবে।

এইরূপ প্রথম বিকল্পের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষী অন্যবিধ দোষেরও অবতারণা করিয়াছেন। ন্যায়াদি শাস্ত্রমতে সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বরূপ প্রতিযোগীর অভাব বিদ্যমান থাকায় এইরূপ অভাবকেও অর্থাৎ সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাবকে অলীক প্রতীযোগিক অভাব বলিতে হইবে। মাধ্বমতে অলীকপ্রতিযোগিক অভাব সিদ্ধ করা হইলেও ন্যায়াদিমতে অলীকপ্রতিযোগিক অভাব স্বীকার করা হয় না, সুতরাং ন্যায়াদিমতে এইরূপ অভাব নিত্যান্ত অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় পূর্বোক্ত অনুমান অপ্রসিদ্ধ প্রতিযোগিক দোষে দুষ্ট হইবে।

অনন্তর পূর্বপক্ষী সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ প্রথম লক্ষণের দ্বিতীয় অর্থ উত্থাপনপূর্বক উক্ত দ্বিতীয় পক্ষের দোষসমূহ উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয়পক্ষ খণ্ডন করিতে পূর্বপক্ষী তিনটি দোষের কথা বলিয়াছেন। এই তিনটি দোষ হইল— ব্যাঘাত, অর্থান্তরতা এবং সাধ্যবৈকল্য। তন্মধ্যে ব্যাঘাতরূপ প্রথম দোষ উত্থাপন করিতে মাধ্বসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে, সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব এই উভয়ধর্ম

পরস্পরবিরহস্বরূপ। দুইটি ধর্ম পরস্পরের বিরহস্বরূপ হইলে একটির নিষেধ
অপরটির দ্বারা ব্যাপ্ত হওয়ায় কোনো অধিকরণেই সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব এই উভয়
ধর্মের নিষেধ করা সম্ভব নয়। কারণ কোনো অধিকরণেই সত্ত্বের অত্যাশ্চাত্য
সিদ্ধ হইলে সেই অধিকরণে অসত্ত্ব সিদ্ধ হইয়া যাইবে। ফলতঃ সেই অধিকরণে
পুনরায় অসত্ত্বের অত্যাশ্চাত্য সিদ্ধ করা হইলে ব্যাঘাত দোষ উপস্থিত হইবে।
অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মাধ্বসম্প্রদায় এই স্থলে সত্ত্ব এবং অসত্ত্বকে
পরস্পরের বিরহরূপ স্বীকার করিয়ায় এইরূপ বিকল্প উত্থাপন করিয়াছেন।

দ্বিতীয়ত বলা হইতেছে যে, সদসত্ত্বানধিকরণত্বটি যদি সত্ত্বাত্যাশ্চাত্য ও
অসত্ত্বাত্যাশ্চাত্যরূপ ধর্মদ্বয় হয়, তাহা হইলে অর্থান্তর দোষ হইবে। যেহেতু
“কেবলো নির্গুণশ্চ”^৭ (“একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাগ্না/
কর্মাধাক্ষঃ সর্বভূতাদিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ”)-এইরূপ শ্রুতির দ্বারা
সিদ্ধ হয় যে, শুদ্ধব্রহ্মচৈতন্যে বাধ্যত্বাভাবরূপ সত্ত্বধর্মটি থাকিতে পারে না, যেহেতু
ব্রহ্ম নির্গুণ নির্বিশেষ। ব্রহ্ম নির্গুণ বলিয়া তাহাতে এই বাধ্যত্বাভাবরূপ সত্ত্ব থাকিতে
পারিবে না। ব্রহ্ম নির্গুণ হইবার সত্ত্বেও তাহাতে সত্ত্বধর্ম না থাকিলেও ব্রহ্মের
সঙ্গপত্বের কোন হানি ঘটিতে পারে না। কাজেই এইরূপ ব্রহ্মে সত্ত্বধর্মের
অত্যাশ্চাত্য বর্তমান। অপরদিকে ব্রহ্মে বাধ্যত্বরূপ ধর্ম থাকিতে পারে না বলিয়া
তাহাতে বাধ্যত্বরূপ অসত্ত্বধর্মের অত্যাশ্চাত্য বর্তমান। সুতরাং এইরূপে নির্গুণ
নির্ধর্মক ব্রহ্মে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এই দুইটি ধর্মের অত্যাশ্চাত্য পরিদৃষ্ট হইবে। সত্ত্ব ও

অসত্ত্ব ধর্মের অত্যন্তাভাব থাকিবার সত্ত্বেও সিদ্ধান্তী ব্রহ্মকে অসৎরূপ না বলিয়া সৎরূপই বলিয়া থাকেন। একইভাবে, প্রপঞ্চোও সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব ধর্মের অত্যন্তাভাব থাকায় প্রপঞ্চো সদ্গুণ থকিবে না কেন ? অথচ সিদ্ধান্তী প্রপঞ্চকে কখনো সৎ বলেন না, বরং প্রপঞ্চের মিথ্যাভাসিদ্ধির নিমিত্ত মিথ্যাভাস পদের লক্ষণ আলোচনা করিতে সদসত্ত্বানধিকরণরূপে মিথ্যাভাসের লক্ষণ করিয়াছেন। তাহা হইলে, যদি সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাব এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয়, প্রপঞ্চো মিথ্যাভাসিদ্ধির নিমিত্ত যে আয়োজন করা হইয়াছে, সেখানে মিথ্যাভাসের বিরোধী প্রপঞ্চো সদ্গুণই প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। অর্থাৎ প্রপঞ্চের যে প্রকার মিথ্যাভাস সিদ্ধান্তী সিদ্ধ করিতে প্রযত্ন হইয়াছিলেন, তার বিপরীত অর্থ সিদ্ধ হওয়ায় অর্থান্তরতা দোষ হইবে।

শুধু তাহাই নহে, এই দ্বিতীয় বিকল্প স্বীকৃত হইলে অনুমানের দৃষ্টান্তে সাধ্যবিকল হইবে। যেহেতু উক্ত শুক্তিরূপ্যরূপ দৃষ্টান্তে সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ সাধ্যটি বর্তমান নয়। কারণ, শুক্তিরূপ দৃষ্টান্ত বাধিত হওয়ায় তাহাতে অবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বের অভাব থাকিলেও বাধ্যত্বরূপ অসত্ত্বের অভাব অসম্ভব হওয়ায়, শুক্তিরজতরূপ অনুমানের দৃষ্টান্তে সত্ত্বাত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্মদ্বয় থাকিতে পারে না, বরং সত্ত্বাত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ সাধ্যের অভাবই থাকিবে। সেই কারণে, সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাব এই দুই ধর্মকে সাধ্য বলা হইলে মাধ্বমতে শুক্তিরূপ্যে সত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকিলেও অসত্ত্বের

অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে না। কারণ, ভ্রমীয় বিষয় অসৎ-ই হওয়ায় উহাতে অসত্ত্বই বিদ্যমান হওয়ায় উহাতে অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকিতে পারিবে না। ফলতঃ উহাতে ধর্মদ্বয়ের অভাবই থাকায় মাধ্বমতে অনুমানের দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হইবে।^৮

দ্বিতীয়কল্পে দূষণত্রয় বলিবার পর পূর্বপক্ষী তৃতীয়কল্প খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পূর্বপক্ষী প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তৃতীয়কল্পেও উক্ত দূষণত্রয় প্রযোজ্য হইয়া থাকে। প্রথমত, ব্যাঘাত দোষ প্রদর্শন করিতে পূর্বপক্ষী বলিয়াছেন যে পূর্বোল্লিখিত সত্ত্বাত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বাত্যন্তাভাব ধর্মদ্বয়রূপ সাধ্যপক্ষে যেরূপ ব্যাঘাত দোষ হইয়া থাকে, সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্ব বিশিষ্টদ্বয় সাধ্যপক্ষেও সেইরূপ দোষ হইবে। কারণ, সত্ত্বধর্মটি অসত্ত্ববিরহস্বরূপ এবং অসত্ত্ব ধর্মটি সত্ত্ববিরহস্বরূপ বা সত্ত্বাত্যন্তাভাবস্বরূপ। এইরূপে সত্ত্বের অত্যন্তাভাব অসত্ত্ব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবই সত্ত্ব হওয়ায় সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব এই ধর্মদ্বয়ের মধ্যে বিশেষণ-বিশেষ্য্যভাব থাকিতেই পারে না। পূর্বপক্ষীর তাৎপর্য এই যে, এইরূপ তৃতীয় বিকল্পে সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্তে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাববত্তকে সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যা ত্বরূপে অঙ্গীকার করা হইয়াছে। কিন্তু কোনও অধিকরণে সত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ বিশেষণ থাকিলে এবং সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত বস্তুতপক্ষে অসত্ত্বই হওয়ায় এইরূপ তৃতীয়পক্ষ অসত্ত্ব সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাবে পর্যবসিত হইবে। কিন্তু কোনও স্থলে অসত্ত্ব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব একত্র থাকিতে পারে

না, যেহেতু অভাব এবং তাহার প্রতিযোগির মধ্যে সহানবস্থান লক্ষণবিরোধ সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন। বরং অভাব এবং তাহার প্রতিযোগীর সহানবস্থান কোনো সম্প্রদায় স্বীকার করেন না। সুতরাং সত্ত্বাত্যস্তাভাববত্ব ধর্মটি অসত্ত্বাত্যস্তাভাববত্বরূপ ধর্মে বিশেষণ হইতে পারে না। এই কারণেই, এইরূপ বিশিষ্ট ধর্মকে মিথ্যা বলা হইলে সেই পক্ষে ব্যাঘাত দোষ অনিবার্য হইবে।

শুধু তাহাই নহে এই পক্ষেও অর্থান্তরতা দোষ অনিবার্য। নিধর্মক ব্রহ্মে সত্ত্বরূপ ধর্মের অভাবই বিদ্যমান। কিন্তু তথাপি ব্রহ্মচৈতন্য সংস্করণ হওয়ায় ব্রহ্মচৈতন্যে সঙ্গপতা বিদ্যমান। অনুরূপভাবে প্রপঞ্চোও সঙ্গপত্ব থাকিতে পারে। কারণ প্রপঞ্চোও সঙ্গপে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং এইরূপ ধর্মকে মিথ্যাত্ব বলা হইলে যে প্রকার মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে সেইপ্রকার মিথ্যাত্ব সিদ্ধি সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত হইতে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে প্রপঞ্চো অসত্ত্বের অত্যস্তাভাব থাকায় প্রপঞ্চোও সঙ্গপতারই সিদ্ধি হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রপঞ্চের সঙ্গপত্ব সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত হইতে পারে না। সুতরাং ‘মিথ্যা’ শব্দের সত্ত্বাত্যস্তাভাববত্বে সতি অসত্ত্বাত্যস্তাভাববত্বরূপ তৃতীয় অর্থ স্বীকার করিলেও অর্থান্তরতা দোষ আবশ্যিক হইয়া পড়িবে।

অনুরূপভাবে, তৃতীয় বিকল্পেও সাধ্যবিকল দোষ অনিবার্য হইবে। কারণ, শুক্তিরজতরূপ দৃষ্টান্তে মাধ্বমত অনুসারে অসত্ত্বই বিদ্যমান। ফলতঃ শুক্তিরজতরূপ দৃষ্টান্তে, মাধ্বমত অনুসারে অসত্ত্ব থাকায়, অসত্ত্বের অত্যস্তাভাব

থাকিতে পারে না। সুতরাং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ বিশেষ্যাংশে শুক্তিরজতের
অভাবই থাকায় উহাতে বিশিষ্ট ধর্মটির অভাব থাকিবে। যেহেতু বিশিষ্টের অভাব
তিন প্রকারে হইতে পারে- বিশেষ্যের অভাববশত, অথবা বিশেষণের
অভাববশতঃ, অথবা উভয়ের অভাববশত বিশিষ্টের অভাব হইয়া থাকে।
আলোচ্যস্থলে বিশেষ্যের অভাববশতঃ বিশিষ্টের অভাব হইবে। এইরূপে
শুক্তিরজতরূপ দৃষ্টান্তে বিশিষ্ট সাধ্যটি না থাকায় এই বিকল্পেও দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল
হইবে। এইরূপে পূর্বপক্ষী সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাভের প্রথমলক্ষণের তিনটি
অর্থ উপস্থাপনপূর্বক উক্ত অর্থত্রয় খণ্ডন করিয়াছেন। উক্ত অর্থত্রয় খণ্ডিত হওয়ায়
পঞ্চপাদিকায় উক্ত মিথ্যাভের প্রথম লক্ষণটি আর গ্রহণযোগ্য হইতে পারিবে না^৯
-পূর্বপক্ষী এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছেন।

টীকা

১. ব্যাসতীর্থ, ন্যায়ামৃত, কে. টি. পাণ্ডুরঙ্গি, প্রথম খণ্ড, ব্যাঙ্গালোরঃ দ্বৈতবেদান্ত স্টাডিজ, অ্যান্ড রিসার্চ ফাউণ্ডেশন্, ১৯৯৪, পৃঃ ৫২-৫৩
২. অদ্বৈতসিদ্ধিতে ন্যায়ামৃতকারের এইরূপ আপত্তি অনূদিত হইয়াছে। মধুসূদন সরস্বতী, অদ্বৈতসিদ্ধি, শীতাংশুশেখর বাগ্‌চী (সম্পা.), বারাণসীঃ তারা পাবলিকেশন্স, ১৯৭১, পৃঃ ৩১, “তদ্বি কিং সত্ত্ববিশিষ্টাসত্ত্বাভাবঃ, উত সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপং ধর্মদ্বয়ম্, আহোস্তিৎ সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বে সত্যসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপং বিশিষ্টম্ ?”
৩. যোগেন্দ্রনাথবাগ্‌চী, বালবোধিনী, মধুসূদন সরস্বতী, অদ্বৈতসিদ্ধির অন্তর্গত, শীতাংশুশেখর বাগ্‌চী (সম্পা.), প্রথম খণ্ড, বারাণসীঃ তারা পাবলিকেশন্স, ১৯৭১, পৃঃ ৩১, “তদ্বি সদসত্ত্বানধিকরণত্বং হি, কিম্ ‘সত্ত্ববিশিষ্টাসত্ত্বাভাবঃ’ সত্ত্বে সত্যসত্ত্বরূপং যদিশিষ্টং তস্য্যভাব ইত্যর্থঃ। সচ্চ তদসচ্চেতি সদসৎ, তস্য ভাবঃ সদসত্ত্বমিতি কর্মধারয়সমাসমঙ্গীকৃত্যপ্রসিদ্ধপ্রতিযোগিকাভাবাভ্যুপগমেনায়ং প্রথমঃ পক্ষোবোধ্যঃ, সত্ত্ববিশিষ্টস্যাসত্ত্বস্য কুত্রাপ্যপ্রসিদ্ধেঃ। সদসদনধিকরণত্বমিতি বা পাটে সদসচ্ছন্দয়োর্ভাবপ্রধাননির্দেশাত্মচ্ছন্দস্য সত্ত্বপরতয়া তস্য চ সত্ত্বস্যাসত্ত্ববিশেষণত্বেহনধিকরণত্বস্য চাধিকরণত্বাভাববত্ত্বে চ সত্ত্ববিশিষ্টস্যাসত্ত্বস্য্যভাবে প্রথমবিকল্পে পর্যবসানাৎ”

৪. যোগেন্দ্রনাথবাগ্‌চী, *বালবোধিনী*, ১৯৭১, পৃঃ ৩১ “উত অথ বা, ‘সত্ত্বাত্যন্তাভাবাহসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপং ধর্মদ্বয়ম্’ সচ্চ অসচ্চ সদসতী তয়োর্ভাবঃ সদসত্ত্বম্। দ্বন্দ্বান্তে শ্ৰয়মাণঃ ত্বপ্রত্যয়োহনধিকরণপদঞ্চঃ প্রত্যেকমভিসম্বন্ধয়তে। তথা চ সত্ত্বানধিকরণত্বমসত্ত্বানধিকরণত্বশ্চেতি ধর্মদ্বয়ং লক্ষম্। অনধিকরণত্বস্য চাধিকরণত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বরূপত্বে পর্য্যবসানেন সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপধর্মদ্বয়ং লভ্যত ইতি ধ্যেয়ম্। দ্বন্দ্বসমাসমঙ্গীকৃত্যয়ং দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ।”

৫. যোগেন্দ্রনাথবাগ্‌চী, *বালবোধিনী*, ১৯৭১, পৃঃ ৩২ “অথ বা সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বে সত্যসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপং বিশিষ্টম্। সতি সপ্তম্যাঃ সমানাধিকরণত্বার্থকত্বাৎ সত্ত্বাত্যন্তাভাবসমানাধিকরণেহসত্ত্বাত্যন্তাভাবোহর্থঃ।”

৬. মধুসূদন সরস্বতী, ১৯৭১, পৃঃ ৩২, “নাদ্যঃ, সত্ত্বমাত্রাধারে জগতি সত্ত্ববিশিষ্টাসত্ত্বানভ্যুপগমাৎ, বিশিষ্টাভবসাধনে সিদ্ধসাধনাৎ।”

৭. শ্বেত. উপঃ, ৬/১১

৮. মধুসূদন সরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ১৯৭১, পৃঃ ৩২-৩৩ “ন দ্বিতীয়ঃ, সত্ত্বাসত্ত্বয়োরেকাভাবেহপরসত্ত্বাবশ্যক্যত্বেন ব্যাঘাতাৎ, নির্দ্বন্দ্বকব্রহ্মাবৎ সত্ত্বরাহিত্যেহপি সদ্ভূতেনামিথ্যাত্তোপপত্ত্যর্থান্তরাচ্চ, শুভিরূপ্যেহবাধ্যত্বরূপসত্ত্বব্যতিরেকস্য সত্ত্বেহপি বাধ্যত্বরূপাসত্ত্বস্য ব্যতিরেকাসিদ্ধয়া সাধ্যবৈকল্যাচ্চ।”

৯. মধুসূদন সরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ১৯৭১, পৃঃ ৩৩ “অতএব্ ন তৃতীয়ঃ পূর্ববৎ
ব্যঘাতাৎ, অর্থান্তরাৎ সাধ্যবৈকল্যাচ্ছেতি চেত?”

তৃতীয় অধ্যায়

অদ্বৈতসিদ্ধি অনুসারে মিথ্যাভের প্রথম লক্ষণের বিরুদ্ধে উত্থাপিত

আপত্তিসমূহের সমাধান

পূর্বপক্ষী মাধব সম্প্রদায় মিথ্যাভের লক্ষণসমূহ খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমেই পঞ্চপাদিকা-গ্রন্থে উল্লিখিত সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাভের প্রথম লক্ষণটির ত্রিবিধ অর্থ প্রদর্শন করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, কোনও অর্থ অবলম্বন করিয়াই লক্ষণের নির্দোষত্ব প্রতিপাদন করা যায় না। সেই অভিপ্রায়েই সিদ্ধান্তী পূর্বপক্ষী প্রদর্শিত দোষের সমাধানের সূচনা করিতে বলিয়াছেন— ‘মৈবম’। অতঃপর সিদ্ধান্তী বলিয়াছেন যে, সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্মদ্বয়ে কোনও দোষ নাই, বরং দোষাভাব রহিয়াছে। অর্থাৎ এই বিকল্প অবলম্বন করিয়াই সিদ্ধান্তী পূর্বপক্ষী প্রদর্শিত দোষসমূহের সমাধান করিয়াছেন।

পূর্বপক্ষী সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্মদ্বয়পক্ষে যে ব্যাঘাত দোষের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা যথার্থ নহে। এই তাৎপর্যেই অদ্বৈতসিদ্ধিতে বলা হইয়াছে “ন চ ব্যাহতিঃ”। অতঃপর উক্ত ব্যাঘাতদোষকে নিরসন করিবার নিমিত্তে তাহার তিন প্রকার অর্থ নির্দেশ করিয়া পূর্বপক্ষীকে প্রশ্ন করিতেছেন—

১. উক্ত ব্যাঘাত কি সত্ত্ব এবং অসত্ত্বের পরস্পরবিরহস্বরূপ হওয়ার জন্য হইতেছে ? অথবা
২. সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্মদ্বয় পরস্পরের বিরহের ব্যাপক বলিয়া ব্যাঘাত

হইতেছে ? অথবা ৩. সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পরেরবিরহের ব্যাপ্য বলিয়া সদসত্ত্বানধিকরণরূপ প্রথম লক্ষণের সত্ত্বাত্যস্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যস্তাভাবরূপ ধর্মদ্বয় পক্ষে ব্যাঘাত হইতেছে ? এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে মূলকার বলিয়াছেন— “সা হি সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরূপতয়া বা, পরস্পরবিরহব্যাপকতয়া বা, পরস্পরবিরহব্যাপ্যতয়া বা।”^১ টীকাকার মূলকারের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন— “সা হি প্রদর্শিতা ব্যহতিঃ কিং সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরূপতয়া ? (১) সত্ত্বস্যাত্যস্তাভাবঃ অসত্ত্বস্যাত্যস্তাভাবঃ সত্ত্বমিতি পরস্পরাত্যস্তাভাবরূপতয়া ব্যাঘাত ইত্যভিপ্রায়ঃ। অথ বা (২) পরস্পরবিরহব্যাপকতয়া ? সত্ত্বাত্যস্তাভাবব্যাপকমসত্ত্বম্ অসত্ত্বাত্যস্তাভাবব্যাপকং সত্ত্বমিত্যভিপ্রায়ঃ। অথ বা (৩) পরস্পরবিরহব্যাপ্যতয়া ? সত্ত্বাত্যস্তাভাবব্যাপ্যমসত্ত্বমসত্ত্বাত্যস্তাভাবব্যাপ্যং সত্ত্বমিত্যভিপ্রায়ঃ। প্রদর্শিতরূপত্রয়ং কিং ব্যাঘাতরূপতর্কং হেতুরিত্যরর্থঃ।”^২ অর্থাৎ পূর্বপক্ষীর আপত্তি উত্থাপনে টীকাকার অদ্বৈতসিদ্ধাকারের মতের সমর্থনে বলিতেছেন যে, পূর্বপক্ষী যে ব্যাঘাত দোষের কথা বলিয়াছেন, তাহা কি সত্ত্বাত্যস্তাভাব অসত্ত্ব এবং অসত্ত্বাত্যস্তাভাব সত্ত্ব এই ধর্মদ্বয়ের পরস্পরের বিরহ/অভাবকে গ্রহণ করিয়া হইতেছে ? অথবা সত্ত্বাত্যস্তাভাবব্যাপক অসত্ত্ব এবং অসত্ত্বাত্যস্তাভাবব্যাপক সত্ত্ব এই অভিপ্রায়ে হইতেছে ? অথবা সত্ত্বাত্যস্তাভাবব্যাপ্য অসত্ত্ব এবং অসত্ত্বাত্যস্তাভাবব্যাপ্য সত্ত্ব এই অভিপ্রায়ে হইতেছে ?

তন্মধ্যে প্রথম বিকল্প যথার্থ নহে তাহা প্রতিপাদনের নিমিত্তে গ্রন্থাকার মদুসূদন সরস্বতী তাঁর গ্রন্থে বলিয়াছেন “[তত্র] ন আদ্যঃ, তদনঙ্গীকারাৎ।”^৩ অর্থাৎ

পূর্বপক্ষী মাধব সত্ত্বের অভাব অসত্ত্ব এবং অসত্ত্বের অভাব সত্ত্ব এইরূপ স্বীকার করিলেও সিদ্ধান্তী এমত স্বীকার করেন না, বরং ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ ধর্মকে বা ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগীধর্মকে সিদ্ধান্তী সত্ত্ব বলিয়া থাকেন। কাজেই, সত্ত্বের ব্যতিরেক বা সত্ত্বের অভাবকে সিদ্ধান্তী কদাপি অসত্ত্বরূপে গ্রহণ করেন না। কিন্তু সিদ্ধান্তী যে কোনও প্রকার ধর্মনিষ্ঠ সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতিবিষয়ত্বের অনধিকরণত্বকেই অসত্ত্ব বলিয়াছেন। অর্থাৎ কোনো স্থলে সদ্ৰূপে প্রতীয়মানত্বের অনধিকরণ হওয়া, ইহাকে সিদ্ধান্তী অসত্ত্বরূপে স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপে প্রতীয়মানত্বের অভাবকেই অসত্ত্ব বলা হইয়াছে। যথা শশবিষাণ প্রভৃতি স্থলে সদ্ৰূপে প্রতীয়মানত্বের অভাবই বিদ্যমান। কিন্তু ঘটাদি পদার্থে সদ্ৰূপে প্রতীয়মানত্ব ধর্মই বর্তমান। প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঘটাদি বস্তু কী কারণে সদ্ৰূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, কিন্তু কী কারণে শশবিষাণ, আকাশকুসুম প্রভৃতি পদার্থ সদ্ৰূপে প্রতীয়মান হয় না? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অন্য কোনো পদার্থেরই নিজস্ব কোনও সত্তা থাকে না। ব্রহ্মাতিরিক্ত সকল সদ্ৰূপে প্রতীয়মান পদার্থই বস্তুতপক্ষে ব্রহ্মে অধ্যস্ত এবং ব্রহ্মের সংস্বরূপের তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃই ঘটাদি পদার্থসমূহ সংরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সুতরাং ঘটাদি পদার্থ ব্রহ্মের সত্ত্বার দ্বারাই সত্ত্বাবোধ হইয়া থাকে। শশবিষাণ প্রভৃতি সদ্ৰূপ ব্রহ্মচৈতন্যে অনারোপিত বলিয়ায় তাহারা সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির বিষয় হইতেই পারে না। এই অভিপ্রায়েই টীকাকার বলিয়াছেন- “শশবিষাণাদীনাং

ব্রহ্মণ্যনারোপিতত্বেন সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতেবিষয়ত্বাভাৰাৎ । ঘটাদিদৃশ্যানাং তু সদ্ৰূপে
ব্রহ্মণি তাদাত্ম্যেনারোপিতত্বাৎ সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতিবিষয়ত্বসম্ভবাৎ ।”^৪

অপরপক্ষে যে কোনও দৃশ্যবস্তুই সৎ ব্রহ্মে আরোপিত হওয়ায়, সমস্ত দৃশ্য
পদার্থে সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতি বিদ্যমান। সুতরাং সিদ্ধান্তীর মতে সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব
পরস্পরের বিরহরূপ না হওয়ায় সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব
এইরূপ ধর্মদ্বয়কেই মিথ্যাভূতরূপে সিদ্ধান্তী স্বীকার করিয়াছেন। সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব
পরস্পরের বিরহ বা অভাবস্বরূপ না হওয়ায় সত্ত্বের অত্যন্তাভাব হইলেই অসত্ত্ব
থাকিবে এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকিলেই সত্ত্ব থাকিবে এইরূপে একই
অধিকরণে সত্ত্বের ও অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব স্বীকার করিলে ব্যাহতি হইবে পূর্বপক্ষীর
এইরূপ আপত্তিও যুক্তিযুক্ত হইবে না।

এই সত্ত্বের এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ সাধ্য বস্তুতঃপক্ষে
ত্রিকালাবাধ্যবিলক্ষণত্বে সতি ক্ৰচিদপি সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বে পর্যবসিত হইবে।
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সিদ্ধান্তীর মতে ত্রিকালাবাধ্যত্বই সত্ত্ব। সুতরাং সিদ্ধান্তীর
মতানুসারে সত্ত্বাত্যন্তাভাব ত্রিকালাবাধ্য বিলক্ষণত্ব ধর্মে পর্যবসিত হইবে। কোনও
উপাধিতে সদ্ৰূপে প্রতীয়মানত্বের অভাবই অসত্ত্ব। সুতরাং কোনও উপাধিতে
সদ্ৰূপের প্রতীয়মানত্বকেই সিদ্ধান্তী অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব বলিয়াছেন। এই
তাৎপর্যেই অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন—“তথা চ ত্রিকালাবাধ্যবিলক্ষণত্বে সতি
ক্ৰচিদপ্যুপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বরূপং সাধ্যং পর্যবসিতম্।”^৫

দ্বিতীয় বিকল্পটির এইপ্রকার পর্যবসিতরূপ স্বীকার করা হইলে, প্রশ্ন হইতে পারে যে, উক্ত পর্যবসিতরূপের অন্তর্গত বিলক্ষণত্ব ধর্মের দ্বারা কি ভেদই বিবক্ষিত ? যদি ইহা ভেদ হয়, তাহা হইলে সত্ত্বপ্রতিযোগিকভেদ এবং অসত্ত্বপ্রতিযোগিকভেদ এই ধর্মদ্বয়কেই জগতের মিথ্যাত্বানুমানের সাধ্য বলিতে হইবে। তাহা হইলে পরবর্তী গ্রন্থের পরবর্তী অংশে যে সৎপ্রতিযোগিকভেদ এবং অসৎপ্রতিযোগিকভেদ এইরূপ ধর্মদ্বয়কে সাধ্য বলা হইয়াছে, সেই বক্ষ্যমান বিকল্পের সহিত পুনরুক্তি দোষ হইবে। এই প্রকার পুনরুক্তি দোষের ভয়ে যদি বলা হয় যে বিলক্ষণত্ব ধর্মের দ্বারা এই স্থলে ভেদ নহে কিন্তু অত্যন্তাভাবই বুঝিতে হইবে তাহা হইলেও পূর্বপক্ষী আপত্তি করিবেন যে, এই দ্বিতীয় বিকল্পের প্রারম্ভে বলা হইয়াছিল যে, সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ ধর্মদ্বয় এই বিকল্পে মিথ্যাত্বানুমানের সাধ্য। কিন্তু দ্বিতীয় বিকল্পের পর্যবসিত অর্থ নিরূপণ করিবার সময় সিদ্ধান্তী 'ত্রিকালাবাধ্যবিলক্ষণত্বে সতি ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বরূপ বিশিষ্ট' ধর্মকে মিথ্যাত্বানুমানের সাধ্য বলিয়াছেন। অতএব সিদ্ধান্তী দ্বিতীয় বিকল্পের উপক্রমে দুইটি পৃথক পৃথক ধর্মকে সাধ্য বলিলেন, কিন্তু ঐ বিকল্পেরই পর্যবসিত অর্থ নিরূপণকালে একটি বিশিষ্ট ধর্মকে সাধ্য বলিলেন। সুতরাং দ্বিতীয়বিকল্পের উপক্রমে যাহা বলা হইল তাহার সহিত উপসংহারে কোনও সঙ্গতি নাই। শুধু তাহা নহে, একটি বিশিষ্ট ধর্মকে দ্বিতীয় বিকল্পের পর্যবসিত অর্থ বলা হইলে সত্ত্বাত্যন্তাভাবত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ বিশিষ্ট ধর্মই

মিথ্যা- এইরূপ তৃতীয় বিকল্পের সহিত দ্বিতীয় বিকল্পে কোনও পার্থক্য থাকিবে না। সুতরাং এইপ্রকার পর্যবসিত অর্থ স্বীকৃত হইলে তৃতীয় বিকল্পের সহিত দ্বিতীয় বিকল্পে পুনরুক্তি হইবে।

এইপ্রকার আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধির টীকাকারগণ বলিয়াছেন এইস্থলে ‘ত্রিকালাবাধ্যবিলক্ষণত্বে সতি’ এইরূপ বিশেষণাংশে ‘বিলক্ষণত্বকে’ অত্যন্তাভাবরূপেই বুঝিতে হইবে। এক্ষণে সত্ত্বার অত্যন্তাভাবে যাহা বিদ্যমান অর্থাৎ ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব বা সত্ত্বাদাত্ত্বরূপ অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব এইরূপ উভয়ত্বের আশ্রয়ই বুঝিতে হইবে। সুতরাং ত্রিকালাবাধ্যত্বের অত্যন্তাভাব এবং সদ্ৰূপে প্রতীয়মানত্ব বা সত্ত্বাদাত্ত্ব এই দুই ধর্মই মিথ্যাত্বানুমাণে সাধ্য হইবে। এইরূপে উভয় ধর্মই মিথ্যাত্বানুমাণে সাধ্য হওয়ায় দ্বিতীয় বিকল্প বিশিষ্ট ধর্মাত্মক তৃতীয় বিকল্পে পর্যবসিত হইল, ইহা বলা যাইবে না। অতএব দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিকল্পের মধ্যে কোনও পুনরুক্তি থাকিবে না।

তদনন্তর ‘এবং চ সতি’ এইরূপ সন্দর্ভের দ্বারা সিদ্ধান্তী দ্বিতীয় বিকল্পের সাধ্যবৈকল্য দোষ পরিহার করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। এইস্থলে সিদ্ধান্তী বলিয়াছেন যে, শুক্তিরূপ্যরূপ দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্যরূপ দোষ নাই। কারণ, পূর্বপক্ষী বাধ্যত্বই অসত্ত্ব এবং অবাধ্যত্বই সত্ত্ব এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলেও সিদ্ধান্তী তাহা স্বীকার করেন না; বরং সিদ্ধান্তী ইতঃপূর্বেই প্রদর্শন করিয়াছেন যে শুক্তিতে

সত্ত্বাভাব এবং অসত্ত্বাভাব উভয়ই বিদ্যমান। কারণ, ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্ব
শুক্তিতে থাকে না এবং কোনও স্থলে সদ্ভূপের প্রতীতির অযোগ্যত্বরূপ অসত্ত্বও
শুক্তিতে থাকিতে পারে না। সুতরাং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব হইবে সদ্ভূপের
প্রতীতিযোগ্যত্ব। ইহা শুক্তিরূপে থাকায় শুক্তিরূপে সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতিবিষয়ত্ব
বর্তমান। বস্তুতঃপক্ষে, শুক্তিরূপে যে সদ্ভূপে প্রতীয়মান হয়- এইবিষয়ে পূর্বপক্ষী
ও সিদ্ধান্তীর মধ্যে কোনও মতপার্থক্য নাই। সুতরাং শুক্তিরূপে সত্ত্বের অত্যন্তাভাব
ও অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব এই উভয় ধর্ম থাকায় উহাতে মিথ্যাভূত্বানুমানের সাধ্য
রহিয়ায় গেল। এইকারণে শুক্তিরূপ্যরূপ দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হইবে না।

সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব পরস্পরের বিরহরূপ না হওয়ায় সত্ত্বের অভাব থাকিলে
অসত্ত্ব থাকিবে এবং অসত্ত্বের অভাব থাকিলে সত্ত্ব থাকিবে, এইরূপে ব্যাঘাত দোষ
উত্থাপন করা যাইবে। তাহা হইলে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পরের বিরহরূপ না হওয়ায়,
যে রূপ প্রপঞ্চঃ ব্যাঘাত দোষ হয় না, সেইরূপে শুক্তিরূপে কোনও প্রকার ব্যাঘাত
দোষ হইবে না। সিদ্ধান্তীর এইরূপ সমাধান ব্যক্ত করিতে মূলাকার বলিয়াছেন—
“নাপি ব্যাঘাতঃ পরস্পরবিরহরূপত্বাভাবাৎ।”^৬

সদসত্ত্বের অনধিকরণরূপ মিথ্যাভূত্বের প্রথম লক্ষণকে সত্ত্ব এবং অসত্ত্বের
পরস্পরের বিরহের ব্যাপকরূপেও ব্যাখ্যা করা যাইবে না। ইতহপূর্বে বলা হইয়াছে
যে, অদ্বৈতবেদান্তীর মতানুসারে সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ
ধর্মদ্বয়কে সিদ্ধান্তী সদসত্ত্বের অনধিকরণত্বরূপ লক্ষণের তাৎপর্য বলিয়া থাকেন।

অর্থাৎ সিদ্ধান্তী মতানুসারে, সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব এইরূপ ধর্মদ্বয়ই সদসত্ত্বানধিকরণত্ব।

যদি মাধ্ব সম্প্রদায় বা অন্য কোনও পূর্বপক্ষী মিথ্যাভেদে এইপ্রকার প্রথম লক্ষণের বিরুদ্ধে ব্যাহতি দোষ উদ্ভাবন করেন, তবে তাহার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তী বলিবেন যে যদি সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব পরস্পরের বিরহরূপ হইত অথবা যদি সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব পরস্পরবিরহের ব্যাপক হইত, কিংবা যদি উক্ত ধর্মদ্বয় সত্ত্ব এবং অসত্ত্বের বিরহব্যাপ্য হইত, তাহা হইলে ব্যাঘাত দোষের সম্ভাবনা থাকিত। অনতিপূর্বেই পূর্বপক্ষী প্রদর্শন করিয়াছেন যে সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব পরস্পরের বিরহস্বরূপ নহে। এক্ষণে, পূর্বপক্ষী প্রদর্শন করিতেছেন যে, সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব পরস্পরের বিরহের ব্যাপকও হইতে পারে না। অসত্ত্ব সত্ত্বাভাবের ব্যাপক হইতে পারে না, কারণ ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বের শুক্তিরূপে অভাব থাকিলেও বাধ্যত্বরূপ অসত্ত্ব শুক্তিরূপে বিদ্যমান। এইরূপে, বাধ্যত্বরূপ অসত্ত্ব ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বের অভাবের ব্যাপক হইলেও সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত অসত্ত্ব ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বের অভাবের ব্যাপক নহে। সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত অসত্ত্ব যদি ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বের অভাবের ব্যাপক হইত, তাহা হইলে “যত্র যত্র ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বস্যাত্যাবঃ তত্র তত্র বাধ্যত্বরূপাসত্ত্বম্”- এইরূপ ব্যাপ্তি স্থাপন করা যাইত। কিন্তু সিদ্ধান্তী প্রদর্শন করিয়াছেন যে, শুক্তিরূপে এইরূপ ব্যাপ্তি ভঙ্গ হইয়া থাকে। কারণ শুক্তিরূপে ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বের অভাব থাকিলেও সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত অসত্ত্ব থাকে না।

সিদ্ধান্তী কোনও উপাধিতে সৎরূপে প্রতীতির অযোগ্যত্বকেই অর্থাৎ প্রতীত্যনহর্ত্বকেই অসত্ত্ব বলিয়াছেন। শুক্তিরজত কিন্তু সৎরূপে প্রতীতির যোগ্য। এই কারণে শুক্তিরজতে সৎরূপে প্রতীত্যনহর্ত্ব বিদ্যমান হইয়া থাকে। সুতরাং শুক্তিরজতে ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বের অভাব থাকিলেও সিদ্ধান্তীর অভিমত অসত্ত্ব থাকে না। কাজেই, “যেখানে যেখানে ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্ব, সেই সেই স্থলে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত অসত্ত্ব” এইরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃপক্ষে শুক্তিরজতে যেরূপ ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্ব থাকে না, সেইরূপ সিদ্ধান্তীর অভিমত অসত্ত্ব না থাকায় শুক্তিরজতেই পূর্বোক্ত ব্যাপ্তির ব্যাভিচার হইয়া থাকে। এই তাৎপর্যেই অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন – “অত এব ন দ্বিতীয়োহপি, সত্ত্বাভাববতি শুক্তিরূপে বিবক্ষিতাসত্ত্বব্যতিরেকস্য বিদ্যমানত্বেন ব্যাভিচারাৎ।”^৭

অনুরূপভাবে, সিদ্ধান্তী প্রদর্শন করিয়াছেন যে, সিদ্ধান্তীর অভিমত অসত্ত্বাভাব স্থলেও সত্ত্ব থাকায় সত্ত্বকেও অসত্ত্ব ব্যাভিচারী বলিতে হইবে। যথা- ব্রহ্মচৈতন্যে সদ্ৰূপে প্রতীতিযোগ্যতা থাকায় সদ্ৰূপে প্রতীত্যনহর্ত্বরূপ অসত্ত্বাভাবই বিদ্যমান, কিন্তু ব্রহ্মে অবাধ্যত্বরূপ সিদ্ধান্তীর অভিমত সত্ত্বও বিদ্যমান। এইরূপে ব্রহ্মরূপ অসত্ত্বের অভাবস্থলে সত্ত্বথাকায় সিদ্ধান্তীর অভিমত সত্ত্বকে অসত্ত্ব ব্যাভিচারী বলিতে হইবে। সুতরাং অসত্ত্ব ও সত্ত্বাভাবের ব্যাপকে নহে এবং সত্ত্বও অসত্ত্বাভাবের ব্যাপক নহে। এইরূপে সত্ত্ব এবং অসত্ত্বরূপ ধর্মদ্বয় পরস্পরের

বিরহের ব্যাপক না হওয়ায় দ্বিতীয় বিকল্প অবলম্বন করিয়াও পূর্বপক্ষী প্রথম লক্ষণের বিরুদ্ধে ব্যাঘাত দোষ উত্থাপন করিতে পারেন না।

এইরূপে, সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব যে পরস্পরের বিরহের ব্যাপকে হইতে পারে না, তাহা প্রদর্শনের অনন্তর সিদ্ধান্তী প্রতিপাদন করিয়াছেন যে সত্ত্ব এবং অসত্ত্বকে পরস্পরবিরহের ব্যাপ্যরূপে গ্রহণ করিয়াও মিথ্যাত্বের প্রথম লক্ষণে ব্যাঘাত দোষ প্রদর্শন করা যায় না। সিদ্ধান্তীর তাৎপর্য এই সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব যদি পরস্পরের বিরহের ব্যাপ্যও হয়, তথাপি একই ধর্মীতে সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব এই উভয় ধর্মেরই অভাব সম্ভব হওয়ায় সত্ত্ব এবং অসত্ত্বকে পরস্পরের বিরহের ব্যাপ্যরূপে গ্রহণ করিয়া ব্যাঘাত দোষের উপস্থাপন করা যাইবে না। তাৎপর্য এই যে ব্যাঘাত প্রদর্শন করিতে হইলে প্রতিপাদন করিতে হইবে যে, সত্ত্বের অভাব থাকিলে অসত্ত্ব থাকিবে এবং অসত্ত্বের অভাব থাকিলে সত্ত্ব থাকিবে। মাধ্বসম্প্রদায় বা পূর্বপক্ষী যদি সত্ত্ব ও অসত্ত্বকে পরস্পরের বিরহের ব্যাপ্য বলেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে বলিতে হইবে যে সত্ত্বের অভাব থাকিলে অসত্ত্ব থাকে এবং অসত্ত্বের অভাব থাকিলে সত্ত্ব থাকে। এক্ষণে ইহা কেহ যদি পূর্বপক্ষীকে তুষ্ট করিবার জন্য স্বীকারও করেন, তথাপি সিদ্ধান্তীর মতে কোনো একটি ধর্মীতে উভয় ধর্মেরই অর্থাৎ সত্ত্ব এবং অসত্ত্বের অভাব সম্ভব হওয়ায় একটির অভাব থাকিলে অন্যটি থাকিবে- ইহা বলা যাইবে না। যেমন একটি দৃষ্টান্ত সহকারে পূর্বপক্ষী নিজের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন—যথা গোট্ব এবং অশত্ব পরস্পরের বিরহের ব্যাপ্য কারণ যেখানে

যেখানে গোত্ব থাকে সেখানে সেখানে অশত্বের অভাব থাকে। অনুরূপভাবে, যেখানে যেখানে অশত্বের অভাব থাকে সেখানে সেখানে গোত্ব থাকে। এইরূপে গোত্ব এবং অশত্ব পরস্পরের বিরহের ব্যাপ্য। কিন্তু গোত্বের অভাব থাকিলে অশত্ব থাকিবে বা অশত্বের অভাব থাকিলে গোত্ব থাকিবে ইহাও বলা যায় না। কারণ, উদ্ভাদিতে গোত্ব এবং অশত্ব উভয় ধর্মেরই অভাব থাকে। এইপ্রকারে গোত্ব এবং অশত্ব পরস্পরের বিরহের ব্যাপ্য হইলেও উভয়ের অভাব একই ধর্মীতে সম্ভব হওয়ায় পরস্পরবিরহ ব্যাপ্যতার দ্বারা কোনো প্রকার ব্যাঘাত প্রদর্শন করাই যায় না। একইভাবে, শুক্তিরজতরূপ একই ধর্মীতে ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বেরও অভাব থাকে এবং কোনও উপাধিতে সক্রপে প্রতীতযোগ্যত্বের অভাবরূপ অসত্ত্বেরও অভাব থাকে। এইভাবে একইধর্মীতে উভয়ের অভাব সম্ভব হওয়ায় কোনও প্রকার ব্যাঘাত হইবে না। বস্তুতঃপক্ষে দুইটি ধর্ম পরস্পরের বিরহের ব্যাপ্য হইলেও তাহাদের অভাব একই ধর্মীতে থাকিতে পারে না। যদি একই ধর্মীতে তাহাদের অভাব থাকে, তাহলে ঐ দুই ধর্মে পরস্পরের অভাবের ব্যাপ্যতাই থাকিবে না। সুতরাং একই ধর্মীতে কোনও দুইটি ধর্মের অভাব থাকিলে, ঐ দুই ধর্মকে পরস্পরের অভাবের ব্যাপ্য বলা যাইবে না। সুতরাং সত্ত্ব এবং অসত্ত্বকে পরস্পরের অভাবের ব্যাপ্য বলিয়া কোনও ব্যাঘাত দোষ প্রদর্শন করা যায় না।^৮

পূর্বে মিথ্যাভুক্তকে সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ ধর্মদ্বয়ের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইলে পূর্বপক্ষী আপত্তি করিয়া ছিলেন যে, উক্ত বিকল্পে

অর্থান্তরতা দোষও হইয়া থাকে। পূর্বপক্ষী আপত্তি করিয়াছিলেন যে, শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য নির্ধমক বা নিগুণ হওয়ায় উহাতে বাধ্যতাব্যবস্থাপ সত্ত্বধর্ম অঙ্গীকার করা যায় না, ব্রহ্মে অসত্ত্ব ধর্মও অঙ্গীকার করা যায় না। সুতরাং নির্ধমক ব্রহ্মচৈতন্যে সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব উভয়ের অভাব থাকিলেও ব্রহ্মচৈতন্যের সঙ্গপত্ত্ব বাধিত হয় না। অনুরূপভাবে, প্রপঞ্চ/জগতে সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব উভয় ধর্মের রাহিত্ব থাকিলেও তাহাতে সঙ্গপত্তা থাকিবে না কেন? জগতে যদি সঙ্গপত্তাই থাকে তাহা হইলে সঙ্গপত্তার বিরোধী মিথ্যাত্ব জগতে থাকিতে না পারায় জগতের মিথ্যাত্বের সিদ্ধি না হইয়া তাহার সঙ্গপত্ত্বরূপ অর্থান্তরের সিদ্ধি হইয়া যাইবে। এই কারণেই পূর্বপক্ষী আপত্তি করিয়াছিলেন যে, মিথ্যাত্বকে সত্ত্বের এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাব্যবস্থাপ ধর্মদ্বয় বলা হইলে অর্থান্তরতা দোষ হইবে।

এইরূপ অর্থান্তরতা দোষ নিবারণ করিতে সিদ্ধান্তী বলিয়াছেন যে, এক সঙ্গপ ব্রহ্মচৈতন্যের দ্বারাই সর্বত্র অর্থাৎ ঘটাদি সকল পদার্থে সংপ্রতীতি উপপন্ন হওয়ায় ব্রহ্মের সঙ্গপত্ত্বের ন্যায় প্রপঞ্চের সঙ্গপত্তা কল্পনায় কোনও প্রমাণ নাই। প্রপঞ্চ এবং প্রপঞ্চের অন্তর্গত ঘটাদি পদার্থে যে সঙ্গপত্ত্বের প্রতীতি হয়, তাহা ব্রহ্মের সং স্বরূপের দ্বারাই উপপন্ন হইয়া থাকে। প্রপঞ্চ যে সংপ্রতীতি হয়, উহা যে আধ্যাত্মিক এবং প্রপঞ্চ ব্রহ্মের সংস্বরূপের অধ্যাসের ফলেই হইয়া থাকে- ইহা অদ্বৈতী প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। শুধু তাহাই নহে প্রপঞ্চ যদি ভিন্ন প্রকার সত্ত্ব স্বীকার করা হইত, তাহা হইলে চৈতন্যে এবং জগতের অন্তর্ভুক্ত পদার্থ

সমূহে যে একই প্রকার সংপ্রতীতি হয়, তাহা উৎপন্ন হইতে পারিত না। অর্থাৎ ব্রহ্মে এবং প্রপঞ্চে ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বা স্বীকৃত হইলে চৈতন্য এবং জগতের মধ্যে যে অনুগত সংপ্রতীতি এবং অনুগত সদ্ব্যবহার হয়, তাহা উপপন্ন হইতে পারিবে না। ইহাই জগতের পৃথক সত্ত্বা স্বীকারের বিরুদ্ধে বাধকযুক্তিস্বরূপ। অতএব সিদ্ধান্তী প্রতিপাদন করিলেন যে, প্রপঞ্চে ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্ত্বা স্বীকারে কোনও সাধক প্রমাণ নাই, বরং বাধক প্রমাণই বিদ্যমান। অতএব, প্রপঞ্চের সঙ্গপত্ত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় অর্থান্তরতা দোষেরও কোনও সম্ভবনা থাকিবে না।^৯

শুক্তিরূপ্যরূপ দৃষ্টান্তে সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব এই উভয়ধর্মেরই অত্যন্তাভাবই বিদ্যমান। কারণ, শুক্তিরূপ্যরূপ দৃষ্টান্ত ‘নায়ং সর্পঃ কিন্তু রজ্জুঃ’ এইরূপ প্রতীতির দ্বারা বাধিত হয় বলিয়া উহাতে ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বের অত্যন্তাভাব বিদ্যমান এবং উহা সঙ্গপে প্রতীতিযোগ্য বলিয়া শুক্তিরূপ্যে সত্ত্বের প্রতীত্যনর্হত্বরূপ অসত্ত্বেরও অভাব বিদ্যমান। এইরূপে শুক্তিতে সত্ত্বাত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বাত্যন্তাভাব এই উভয় ধর্মদ্বয়ই থাকায় উহাতে মিথ্যাত্বানুমানের সাধ্য রহিল। ফলে মিথ্যাত্বের অর্থরূপে দ্বিতীয় বিকল্প গৃহীত হইলে দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হইবে না।

টীকা

১. মধুসূদন সরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, শীতাংশুশেখর বাগচী(সম্পা.), বারানসীঃ তারা পাবলিকেশন্স, ১৯৭১, পৃঃ ৩৪
২. যোগেন্দ্রনাথবাগ্চী, *বালবোধিনী*, মধুসূদন সরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*-র অন্তর্গত, শীতাংশুশেখর বাগ্চী (সম্পা.), প্রথম খণ্ড, বারানসীঃ তারা পাবলিকেশন্স, ১৯৭১, পৃঃ ৩৪
৩. মধুসূদন সরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ১৯৭১, পৃঃ ৩৩, “অতএব্ ন তৃতীয়ঃ পূর্ববৎ ব্যাঘাতাৎ, অর্থান্তরাৎ সাধ্যবৈকল্যাচ্ছেতি চেত?”
৪. যোগেন্দ্রনাথবাগ্চী, *বালবোধিনী*, মধুসূদন সরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*-র অন্তর্গত, শীতাংশুশেখর বাগ্চী (সম্পা.), প্রথম খণ্ড, বারানসীঃ তারা পাবলিকেশন্স, ১৯৭১, পৃঃ ৩৫
৫. মধুসূদন সরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ১৯৭১, পৃঃ ৩৫
৬. মধুসূদন সরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ১৯৭১, পৃঃ ৩৭
৭. মধুসূদন সরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ১৯৭১, পৃঃ ৩৭-৩৮
৮. মধুসূদন সরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ১৯৭১, পৃঃ ৩৮-৩৯, “নাপি তৃতীয়ঃ, তস্য ব্যাঘাতাপ্রয়োজকত্বাৎ গৌত্বাশ্বত্বয়োঃ পরস্পরবিরহব্যাপ্যত্বেহপি তদভাবয়োঃ উদ্ভাদাবেকত্র সহোপলম্বাৎ।”

৯. মধুসূদন সরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ১৯৭১, পৃঃ ৩৯-৪০, “যচ্চ নির্ধর্মকস্য ব্রহ্মণঃ
সত্ত্বরাহিত্যেহপি সদ্ভূতবৎপ্রপঞ্চস্য সদ্ভূতেনামিথ্যাত্তোপপত্ত্যাহর্থান্তরমুক্তম্--
তন্ম, একেনৈব সর্বানুগতেন [সত্ত্বেন] সর্বত্র সৎপ্রতীত্যুপপত্তৌ ব্রহ্মবৎ প্রত্যেকং
প্রপঞ্চস্য সৎ স্বভাবতাকল্পনে মানাভাবাৎ, অনুগতপব্যবহারাভাবপ্রসঙ্গাচ্চ ।”

চতুর্থ অধ্যায়

মিথ্যাভেদ দ্বিতীয়লক্ষণের বিরুদ্ধে ন্যায়ামৃতোক্ত আপত্তিসমূহ উত্থাপন

পঞ্চপাদিকাকার পদ্মপাদাচার্যাকে অনুসরণ করিয়া মিথ্যাভেদ প্রথম লক্ষণ উল্লেখের অনন্তর অদ্বৈতসিদ্ধিকার পঞ্চপাদিকাবিবরণের রচয়িতা প্রকাশাত্ম্যাতিকে অনুসরণ করিয়া মিথ্যাভেদ দ্বিতীয় লক্ষণ প্রদান করিতে বলিয়াছেন, “প্রতিপল্লোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং বা মিথ্যাভেদম্।”^১ উক্ত লক্ষণের সরলার্থ এই যে কোনও প্রতিপল্ল বা প্রতীয়মান উপাধিতে বা অধিকরণে যে ধর্ম প্রকাররূপে ভাসমান হয়, সেই অধিকরণে যদি ঐ ধর্মের ত্রৈকালিক নিষেধ থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ ধর্মকে মিথ্যা ধর্ম বলিতে হইবে। যথা, শুক্তিতে “ইদং রজতম্” এইরূপ প্রতীতিস্থলে ‘ইদং’-রূপ প্রতীয়মান অধিকরণে রজতত্বধর্মের ত্রৈকালিক নিষেধ বিদ্যমান ; যেহেতু উক্ত অধিকরণে অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কোনও কালেই রজতত্বধর্ম থাকে না। এইজন্যেই রজতত্ব ধর্মকে মিথ্যা ধর্ম বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃপক্ষে বিবরণসম্প্রদায় বাধিত পদার্থের যে লক্ষণ প্রদান করিয়া থাকেন, মিথ্যা পদার্থের এইরূপ দ্বিতীয় লক্ষণ তাহারই অনুরূপ। বাধিত পদার্থের লক্ষণ প্রদান করিতে বিবরণসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন, “স্বপ্রকারকপ্রতীতিবিশেষ্যনিষ্ঠত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং বাধিতত্বম্।” শুক্তিতে যে রজতত্বপ্রকার “ইদং রজতম্” ইত্যাকার অনুভব হয়, সেই অনুভব পরবর্তীকালে “নেদং রজতম্, কিন্তু শুক্তিঃ” এইপ্রকার বাধকপ্রত্যয়ের দ্বারা বাধিত

হইয়া থাকে। অতএব শুদ্ধিতে রজতত্বপ্রকারকপ্রতীতিই বাধিতপ্রকারকপ্রতীতি। উক্ত বাধিত পদার্থের লক্ষণের অন্তর্গত ‘স্ব’ পদের অর্থ যাহা উক্ত লক্ষণের লক্ষ্য বা বাধিত ধর্ম। সুতরাং শুদ্ধিতে “ইদং রজতম্” ইত্যাকার অনুভবই স্বপ্রকারকপ্রতীতি এবং ‘ইদম্’ উক্ত প্রতীতির বিশেষ্য। কিন্তু ইদমে রজতত্বধর্মের ত্রৈকালিকনিষেধ থাকায় রজতত্বধর্মকে বাধিতধর্ম বলা হইয়া থাকে। মিথ্যাত্বের এইপ্রকার দ্বিতীয় লক্ষণ এবং বাধিতধর্মের লক্ষণ বিচার করিলে সিদ্ধ হইয়া থাকে যে অদ্বৈতমতে যাহা বাধিত হইয়া থাকে, তাহা অবশ্যই মিথ্যা পদার্থ হইবে। শুদ্ধচৈতন্যের কোনওকালে বাধ হয় না বলিয়াই শুদ্ধচৈতন্যকে অবাধিত পদার্থ বলা হয় এবং অবাধিতত্বই পারমার্থিকসৎ পদার্থের লক্ষণরূপ অদ্বৈতমতে স্বীকৃত হইয়া থাকে।

এইরূপ দ্বিতীয়মিথ্যাত্ব খণ্ডনের অবতারণা করিতে *ন্যায়ামৃত্কার* বলিয়াছেন, “ন দ্বিতীয়ঃ, ত্রৈকালিকনিষেধস্য তাত্ত্বিকত্বেহদ্বৈতহানেঃ। প্রাতিভাসিকত্বে সিদ্ধসাধনাৎ। ব্যবহারিকত্বেহপি তস্য বাধ্যত্বেন তাত্ত্বিকস্যাবিরোধিত্বেনার্থান্তরাৎ।”^২ *ন্যায়ামৃত্কার* সিদ্ধান্তীকে প্রশ্ন করিতেছেন যে প্রতীয়মান উপাধিতে শুদ্ধিরজতাদি পদার্থের যে ত্রৈকালিকনিষেধ সিদ্ধান্তী স্বীকার করিয়াছেন সেই ত্রৈকালিকনিষেধ কি পারমার্থিক, প্রাতিভাসিক অথবা ব্যবহারিকপদার্থ? উক্ত ত্রৈকালিকনিষেধকে তাত্ত্বিক বা পারমার্থিকপদার্থ বলা হইলে শুদ্ধচৈতন্যব্যতিরেকে দ্বিতীয় পারমার্থিকসৎ পদার্থ স্বীকৃত হওয়ায়

অদ্বৈতহানি হইবে। সিদ্ধান্তী যদি উক্ত ত্রৈকালিকনিষেধকে প্রাতিভাসিক সৎ পদার্থ বলেন, তাহা হইলে অদ্বৈতমতে সিদ্ধসাধনতা দোষ হইবে। কারণ অদ্বৈত বেদান্তী জগৎ এবং জগতের অন্তর্ভুক্ত কার্যসমূহের মিথ্যা হইয়া সিদ্ধ করিবার নিমিত্তই মিথ্যা হইবার লক্ষণনিরূপণে প্রযত্ন করিয়াছেন। মিথ্যা হইবার দ্বিতীয় লক্ষণ অনুসারে প্রতীয়মান উপাধিতে বা অধিকরণে যে সকল পদার্থের ত্রৈকালিক নিষেধ বিদ্যমান, সেই সকল ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগিতাই মিথ্যা হইয়াছে। ব্রহ্মচৈতন্যরূপ অধিষ্ঠানে জগৎ এবং জগতের অন্তর্ভুক্ত কার্যসমূহের ত্রৈকালিকনিষেধ থাকে বলিয়াই জগৎ এবং জগতের অন্তর্ভুক্ত কার্যসমূহকে অদ্বৈতী মিথ্যা বলিয়া থাকেন। জগৎ এবং জগতের অন্তর্ভুক্ত পদার্থসমূহের এইপ্রকার ত্রৈকালিকনিষেধ প্রাতিভাসিকসৎ পদার্থ হইলে মাধ্বমতের কোনওপ্রকার হানি হয় না। কারণ মাধ্বমতে জগৎ এবং জগতের অন্তর্ভুক্ত কার্যসমূহের পারমার্থিকসত্তাই স্বীকৃত হইয়া থাকে। মাধ্বসম্প্রদায় দ্বৈতবাদী। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম যেরূপ সৎ পদার্থ, জগৎ এবং জগতের অন্তর্ভুক্ত কার্যসমূহও সেইরূপ সৎ পদার্থ। কোনও সৎ পদার্থের প্রাতিভাসিক নিষেধ করা হইলে সেই পদার্থের বাস্তবিক বা পারমার্থিকসত্তার কোনও হানি হয় না। সুতরাং, ত্রৈকালিকনিষেধকে প্রাতিভাসিক সৎ পদার্থ বলা হইলে মাধ্বমতের কোনও বিরোধিতা হয় না এবং মাধ্বসম্প্রদায়ের মতে জগতের যে বাস্তবিক বা পারমার্থিকসত্তা সিদ্ধ হই রহিয়াছে, তাহাই সাধিত হয়। ফলতঃ এই বিকল্পে অদ্বৈতমতে সিদ্ধসাধনতাদোষ অনিবার্য।

অগত্যা অদ্বৈতবেদান্তী যদি উক্ত ত্রৈকালিকনিষেধকে ব্যবহারিকসংপদার্থ বলেন, তাহা হইলে উক্ত নিষেধও ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইবে ; যেহেতু অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অনুসারে সকল ব্যবহারিকসং পদার্থই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকালে বাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত নিষেধ যদি স্বয়ং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবাধ্য হয়, তাহা হইলে উহা মাধ্বসম্মত প্রপঞ্চের পারমার্থিকসত্ত্বের বিরোধী হইবে না। কারণ, যে নিষেধ স্বয়ং কোনওকালে বাধিত হয়, তাহা কোনও পারমার্থিক সং পদার্থের বিরোধী হয় না। ইহার ফলে অদ্বৈতবেদান্তী প্রপঞ্চের যে মিথ্যা সিন্ধ করিবেন সেইরূপ মিথ্যা প্রপঞ্চের সত্যত্বের অবিরোধী হইবে। কিন্তু প্রপঞ্চের সত্যত্বের অবিরোধী মিথ্যাসিন্ধি অদ্বৈতীর অভিপ্রায় হইতে পারে না। ফলতঃ ত্রৈকালিকনিষেধকে ব্যবহারিকসংপদার্থ বলা হইলে অদ্বৈতীর অভিপ্রেত মিথ্যাত্ব সিন্ধি না হইয়া অন্যপ্রকার মিথ্যাত্ব বা অর্থান্তরেরই সিন্ধি হইবে। এইপ্রকার অর্থান্তরের সিন্ধি হইলে বিবরণমত অর্থান্তরতাদোষে দুষ্ট হইবে। শুধু তাহাই নহে, প্রপঞ্চের ত্রৈকালিকনিষেধ যদি ব্যবহারিকসংপদার্থ এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবাধ্য হয়, তাহা হইলে “নেহ নানাস্তি”^৩ প্রভৃতি যে সকল শ্রুতির দ্বারা প্রপঞ্চের নিষেধ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, সেই সকল শ্রুতি ব্যবহারিকসংপদার্থের বা বাধিত পদার্থের প্রতিপাদক হইবে। কোনও বাক্য যদি বাধিত বা মিথ্যা পদার্থের প্রতিপাদক হয়, তাহা হইলে সেই বাক্যের তত্ত্বাবেদকপ্রামাণ্য থকিতে পারে না ; যেহেতু মিথ্যা বা বাধিতপদার্থের জ্ঞাপক প্রমাণের সাংব্যবহারিকপ্রামাণ্যই অদ্বৈতসিদ্ধান্তে স্বীকৃত

হইয়া থাকে। অতএব “নেহ নানাস্তি” শ্রুতি প্রপঞ্চের ব্যবহারিকনিষেধমাত্রের প্রতিপাদক হইলে উক্ত শ্রুতির তত্ত্বাবেদকপ্রামাণ্যই অস্বীকৃত হইবে। এইরূপ আপত্তি উপস্থাপন করিতেই *ন্যায়ামৃত্কার* বলিয়াছেন, “অদ্বৈতশ্রুতেরতত্ত্বাবেদকত্বাপাতাচ্।”^৪

এতদ্ব্যতীত, উক্ত ত্রৈকালিকনিষেধকে ব্যবহারিকসংপদার্থ বলা হইলে সিদ্ধান্তীকে জগতপ্রপঞ্চের পারমার্থিকসত্তাই স্বীকার করিতে হইবে। এইপ্রকার আপত্তি উপস্থাপন করিতে *ন্যায়ামৃত্কার* বলিলেন, “তৎপ্রতিযোগিনোহপ্রাতিভাসিকস্য প্রপঞ্চস্য পারমার্থিকত্বাপত্তেচ্।”^৫ *ন্যায়ামৃত্কার*ের তাৎপর্য এই যে, কোন পদার্থ ব্রহ্ম প্রমাভিন্ন প্রামাঞ্জানের দ্বারা বাধিত হইলে তাহাকে প্রাতিভাসিক সংপদার্থ বলা হইয়া থাকে ; যথা, শুক্তিরজত “নেদং রজতম্, কিন্তু শুক্তিঃ”, এইপ্রকার ব্রহ্মপ্রমাভিন্ন প্রামাঞ্জানের দ্বারা বাধিত হয় বলিয়া শুক্তিরজত অদ্বৈতসিদ্ধান্তে প্রাতিভাসিকসংপদার্থরূপেই পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু জগৎ বা জগতের অন্তর্ভুক্ত পদার্থসমূহ ব্রহ্মপ্রমাভিন্ন প্রামাঞ্জানের দ্বারা বাধিত হয় না ; ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকালেই জগতের বাধ হয়। সুতরাং অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অনুসারে জগতের প্রাতিভাসিক সত্তা স্বীকৃত হইতে পারে না। এক্ষণে জগতের ত্রৈকালিকনিষেধ যদি ব্যবহারিকসং পদার্থ হয়, তাহা হইলে জগতকে ব্যবহারিকসং পদার্থ বলা যাইবে না। কারণ, যাহা ব্যবহারিক নিষেধের প্রতিযোগী, তাহা স্বয়ং ব্যবহারিক সংপদার্থ হইতে পারে না। যথা শুক্তিরজতের

নিষেধকে অদ্বৈতী ব্যবহারিক সংপদার্থ বলেন। কিন্তু উক্ত নিষেধের প্রতিযোগীকে অদ্বৈতসিদ্ধান্তে প্রাতিভাসিকসং পদার্থরূপেই গণ্য করা হয়। তুল্যযুক্তিবলে জগৎ ব্যবহারিক নিষেধের প্রতিযোগী হওয়ায় উহা স্বয়ং ব্যবহারিকসং পদার্থ হইতে পারে না। ন্যায়ামৃতকার ইহা পূর্বেই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে জগতকে অদ্বৈতী প্রাতিভাসিকসং পদার্থও বলিতে পারেন না। অগত্যা পরিশেষন্যায়ে সিদ্ধান্তীকে স্বীকার করিতে হইবে যে জগৎ পারমার্থিকসং পদার্থ। এইরূপেই ন্যায়ামৃতকার প্রতিপাদন করিলেন যে জগতের ত্রৈকালিকনিষেধের ব্যবহারিকত্ব সিদ্ধ হইলে জগতের পারমার্থিকত্বাপত্তি হইবে এবং জগৎ পারমার্থিক সং পদার্থ হইলে অদ্বৈতহানি অনিবার্য হইবে। এইরূপে ন্যায়ামৃতকার ফলতঃ ইহাও প্রদর্শন করিলেন যে, অদ্বৈতবেদান্তী ত্রৈকালিকনিষেধের পারমার্থিকত্ব, প্রাতিভাসিকত্ব এবং ব্যবহারিকত্ব এইরূপ ত্রিবিধ বিকল্পের কোনওটি অবলম্বন করিয়াই অদ্বৈতী মিথ্যাত্বের দ্বিতীয় লক্ষণ উপপাদন করিতে পারেন না।

সিদ্ধান্তীকে পূর্বোক্ত ত্রৈকালিকনিষেধের ব্যবহারিকত্বপক্ষ স্বীকার করিয়াই এইসকল আপত্তির সমাধান করিতে হইবে ; কারণ ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে উক্ত নিষেধকে পারমার্থিকসং পদার্থ বলা হইলে দ্বৈতাপত্তি এবং অদ্বৈতহানি অনিবার্য হইবে। উক্ত নিষেধকে প্রাতিভাসিকসং পদার্থ বলা হইলেও প্রপঞ্চের বাস্তবিক সত্তাই স্বীকার্য হওয়ায় দ্বৈতাপত্তি দুস্পরিহর হইবে। অগত্যা সিদ্ধান্তী যদি প্রপঞ্চের ত্রৈকালিকনিষেধকে ব্যবহারিক পদার্থরূপেই স্বীকার করেন, তাহা হইলে

উক্ত নিষেধও ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বাধ্য হইবে। নিষেধই যদি নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে নিষেধের প্রতিযোগীর পারমার্থিকসত্তাই স্বীকৃত হইবে। যথা কোনও স্থলে কাহারও যদি “রজতাভাবোহস্তি” এইরূপে রজতের নিষেধের জ্ঞান হয় এবং অনন্তর উক্ত নিষেধেরও নিষেধ হইয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত অধিকরণে রজতের সত্তাই স্বীকৃত হইবে। অনুরূপভাবে ব্রহ্মে যে প্রপঞ্চের নিষেধস্বীকার সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত, সেই নিষেধও যদি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে জগৎ অনিষিদ্ধ হওয়ায় জগতের পারমার্থিকসত্তাই স্বীকার্য হইবে।

ন্যায়মুক্তকার পুনরায় অদ্বৈতীকে প্রশ্ন করিবেন যে প্রপঞ্চের কীপ্রকার স্বরূপের নিষেধ সিদ্ধান্তির অভিপ্রেত ? ন্যায়মুক্তকারের তাৎপর্য এইরূপ। সিদ্ধান্তীকে যদি প্রপঞ্চের নিষেধ করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে প্রপঞ্চ কোনও ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক ধর্মবিশিষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়, যে ধর্ম বা রূপ ব্রহ্মজ্ঞানকালে নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। অথবা সিদ্ধান্তীকে বলিতে হইবে যে জগতের যে পারমার্থিকরূপ কদাপি প্রতীতই হয় না, সেই পারমার্থিকরূপই ত্রৈকালিকনিষেধের দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়া থাকে ? ইহার মধ্যে প্রথম বিকল্প সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত হইতে পারে না ; কারণ আকাশাদি ব্যবহারিক প্রপঞ্চের উৎপত্তি “তস্মাদ্ভৈতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভতঃ”^৬ এইরূপ তৈত্তিরীয় শ্রুতির দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রাতিভাসিক রজতাদিরও যে উৎপত্তি হয়, তাহা সিদ্ধান্তী অর্থাৎপ্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা উপপাদন করিয়া থাকেন। সিদ্ধান্তী বলেন

যে, প্রাতিভাসিক রজতের উৎপত্তি স্বীকার ব্যতিরেকে “নেদং রজতম্, কিন্তু শুক্তিঃ” এইরূপে যে “ইদং রজতম্” ইত্যাকার রজতভ্রম বা রজতখ্যাতির বাধ হয়, সেই খ্যাতিবাধ অন্যথা অনুপপন্ন হইবে। এইপ্রকার খ্যাতিবাধান্যানুপপত্তিরূপ অর্থাপত্তি প্রমাণবলেই অবিদ্যারূপ উপাদানকারণ হইতে ভ্রমীয়রজত এবং ভ্রমজ্ঞানের উৎপত্তি অবশ্যস্বীকার্য। এইরূপে ব্যাবহারিক জগৎ এবং প্রাতিভাসিক রজতাদির উৎপত্তি প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় উক্ত উভয়বিধ প্রপঞ্চই স্বীয় প্রতীতিকালে অসদ্বিলক্ষণরূপে বিদ্যমান। শুধু তাহাই নহে, ব্যাবহারিক এবং প্রাতিভাসিক প্রপঞ্চ উভয়ই অর্থক্রিয়াকারী। ব্যাবহারিকরজত ভূষণাদির কারণ হইয়া থাকে এবং প্রাতিভাসিক রজত রাগ, লোভ, প্রবৃত্তি প্রভৃতির জনক হয়। উভয়বিধ প্রপঞ্চই স্বীয় প্রতীতিকালে অসদ্বিলক্ষণরূপে প্রতীয়মান হওয়ায় এবং অর্থক্রিয়াকারী হওয়ায় স্বীয় প্রতীতিকালে উক্ত উভয়বিধ প্রপঞ্চেরই সত্তা স্বীকার্য। অতএব উক্ত উভয়বিধ প্রপঞ্চের ত্রৈকালিক নিষেধ সম্ভবই নহে।

অপরপক্ষে, জগতের পারমার্থিকত্বরূপেরই যদি ত্রৈকালিকনিষেধ হয়, তাহা হইলে অবাধ্যত্বই পারমার্থিকত্ব হওয়ায় প্রথমে জগতের অবাধ্যত্ব নিরূপণ করিতে হইবে। কিন্তু বাধ্যত্বরূপ প্রতিযোগী নিরূপিত না হইলে অবাধ্যত্বরূপ পারমার্থিকত্ব নিরূপিত হইতে পারে না। সুতরাং সিদ্ধান্তীকে জগতের বাধ্যত্বরূপ মিথ্যাত্ব নিরূপণের নিমিত্ত জগতের পারমার্থিকত্ব প্রতিপাদন করিতে হইবে এবং উহার অবাধ্যত্বরূপ পারমার্থিকত্ব প্রতিপাদনের জন্য জগতের বাধ্যত্বরূপ মিথ্যাত্ব নিরূপণ

করিতে হইবে। ফলতঃ, সিদ্ধান্তীর মতে অন্যান্যশয়দোষ অনিবার্য হইবে। এইসমস্ত আপত্তি উত্থাপন করিতে ন্যায়ামৃতকার বলিয়াছেন, “কিং চ নিষেধপ্রতিযোগিত্বং কিং স্বরূপেণ ? কিং বা অসদ্বিলক্ষণস্বরূপানুমর্দেন পারমার্থিকত্বাকারেণ ? নাদ্যঃ। শ্রুত্যাदिसिद्धोत्पत्त्यादिकस्यार्थक्रियासमर्थस्याविद्योपादानकस्य तद्बुद्धाननाशस्य च विद्यदादे रूपादेश्च शीकाले विद्यमानेनासद्विलक्षणस्वरूपेण त्रैकालिकनिषेधायोगात्।”^৭

অনন্তর ন্যায়ামৃতকার আপত্তি করিয়াছেন যে অদ্বৈতবেদান্তী প্রাতিভাসিক শুক্তিরূপাদি এবং ব্যাবহারিক ঘটাদি পদার্থের স্বরূপতঃ নিষেধ স্বীকার করেন, তাহা হইলে রজতাদি এবং ঘটাদি এই উভয়প্রকার পদার্থকেই শশশৃঙ্গ বা খপুষ্পের ন্যায় অত্যন্তসৎ পদার্থ বলিতে হইবে। এইপ্রকার আপত্তি উপস্থাপন করিতেই ন্যায়ামৃতকার বলিয়াছেন, “অত্যন্তাসত্ত্বাপাতাচ্—প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বমপি হন্যত্রাসত্ত্বেন সম্মতস্য পটাদেঃ সর্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বপর্যন্তমিতি ত্বন্মতম্। অন্যথা অন্যত্র তৎসত্ত্বাপাতাৎ, ন হি তেষামন্যত্র সত্ত্বা সংভবিনীতি ত্বদুক্তেশ্চ। তথা চ কথং নাত্যন্তাসত্ত্বাপত্তিঃ ? ন হি শশশৃঙ্গাদীনামপীতোহন্যদস্তত্ত্বমস্তি।”^৮(ব্যাসতীর্থ, ১৯৯৪, পৃঃ ৬৭)

ন্যায়ামৃতকারের তাৎপর্য এইরূপ। ঘটাদি সাবয়ব ব্যাবহারিকপদার্থসমূহ স্বীয় অবয়ব কপালাদি আশ্রিত হইয়া থাকে। অবয়বসমূহই সাবয়বদ্রব্যসমূহের আধার

বা আশয় হইয়া থাকে। এইরূপ আধার বা আশয়কেই ঘটাদি ব্যাবহারিক পদার্থের প্রতিপল্লোপাধি বা প্রতীয়মান উপাধি। স্বীয় আধার বা আশয় হইতে অতিরিক্ত স্থলে ঘটাদির অসত্ত্বা নিশ্চিতই। অদ্বৈতবেদান্তী ইহা স্বীকার করেন যে স্বীয় আধার বা আশয়ব্যতিরিক্তস্থলে ঘটাদি অসৎই হইয়া থাকে। *ন্যায়ামৃত*কার এইস্থলে চিৎসুখাচার্যকৃত *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকার* সন্দর্ভ উদ্ধার করিয়াছেন, “ন হি তেষামন্যত্র সত্ত্বা সম্ভবিনী।” এই সন্দর্ভে চিৎসুখাচার্য স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন যে স্বীয় আশয় বা আধার হইতে অন্যত্র কোনও স্থলে ঘটাদি পদার্থের সত্ত্বা স্বীকার করা যায় না। সুতরাং অদ্বৈতী স্বয়ং ইহা স্বীকার করিয়াছেন যা প্রতীয়মান উপাধি ব্যতিরিক্তস্থলে ঘটাদি পদার্থের সত্ত্বা স্বীকার্য নহে। এক্ষণে প্রতীয়মান উপাধিস্থলেও যদি ঘটাদি পদার্থের ত্রৈকালিকনিষেধ স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে সর্বত্রই ঘটাদিপদার্থের ত্রৈকালিকনিষেধ স্বীকার করিতে হইবে। যদি সর্বত্রই ঘটাদি পদার্থের ত্রৈকালিকনিষেধ স্বীকৃত না হয়, কিন্তু প্রতিপন্ন উপাধিতে ঐ সকল পদার্থের ত্রৈকালিক নিষেধ স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে প্রতিপন্ন উপাধি হইতে অতিরিক্তস্থলে ঘটাদিপদার্থের সত্ত্বা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইহাও যে অদ্বৈতীর অভিপ্রেত হইতে পারে না, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন পদার্থের যদি সর্বত্রই ত্রৈকালিকনিষেধ থাকে, তাহা হইলে উহা অবশ্যই শশশৃঙ্গাদির ন্যায় অত্যন্ত অসৎ হইবে। শশশৃঙ্গ, খপুস্প প্রভৃতি পদার্থের সর্বত্র নিষেধ বা অভাব থাকে বলিয়াই উহাদের অত্যন্ত অসৎ বলা হয়। সুতরাং, প্রতিপন্ন উপাধিতে শুক্তিরজতাদি

প্রাতিভাসিক পদার্থের এবং ঘটাদি ব্যাবহারিকপদার্থের ত্রৈকালিকনিষেধ স্বীকৃত হইলে শশশৃঙ্গাদি অত্যন্তাসৎ পদার্থ এবং মিথ্যাপদার্থের মধ্যে কোনওপ্রকার বৈলক্ষণ্য থাকিবে না।

মাধ্বসম্প্রদায়ের এইসকল আপত্তির উত্তরে যদি বলা হয় যে শশশৃঙ্গাদি অত্যন্তাসৎ পদার্থ নিরুপাখ্য ; কারণ কোন শব্দের দ্বারা উহাদের উল্লেখ করা যায় না। কিন্তু ‘শুক্তিরজত’ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা শুক্তিরজতাদির উল্লেখ সম্ভব। ইহাই শশশৃঙ্গাদি এবং শুক্তিরজতাদির মধ্যে প্রভেদ। এইপ্রকার উত্তর খণ্ডন করিতে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, “ন চ নিরুপাখ্যত্বমেব তেষামসত্ত্বম্, নিরুপাখ্যপদেনৈব খ্যায়মাবত্বাৎ।”^৯ তাৎপর্য এই যে ‘শুক্তিরজত’ প্রভৃতি পদের দ্বারা যেরূপ শুক্তিরজতাদির উপাখ্যান বা উল্লেখ সম্ভব, সেইরূপ নিরুপাখ্য পদের দ্বারাও শশশৃঙ্গাদির উপাখ্যান সম্ভব হওয়ায় শশশৃঙ্গাদিকেও নিরুপাখ্য বলা যায় না। অতএব নিরুপাখ্যত্বধর্মের দ্বারাও শশশৃঙ্গাদি এবং শুক্তিরজতাদির বৈলক্ষণ্য নিরূপণ করা যায় না।

শশশৃঙ্গাদি অসৎ পদার্থ এবং শুক্তিরজতাদি এবং ঘটাদি মিথ্যাপদার্থের মধ্যে বৈলক্ষণ্য নিরূপণ করিতে কেহ বলিতে পারেন যে, শশশৃঙ্গাদি কদাপি প্রতীয়মান হয় না, কিন্তু শুক্তিরজতাদি প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এইরূপ অপ্রতীয়মানত্বই শশশৃঙ্গাদির অসত্তা এবং এইপ্রকার প্রতীয়মানত্ব – অপ্রতীয়মানত্বরূপ ধর্মদ্বয়ের দ্বারাই শশশৃঙ্গাদি অত্যন্তাসৎ পদার্থ এবং ঘটপটাদি ও

শুক্রিরজতাদি মিথ্যা পদার্থের মধ্যে বৈলক্ষণ্য করা সম্ভব। এইরূপে অত্যন্তাসৎ পদার্থ এবং মিথ্যা পদার্থের মধ্যে বৈলক্ষণ্য নিরূপণের প্রয়াস করা হইলে তাহার বিরুদ্ধে

ন্যায়ামৃতকার

বলিয়াছেন,

“অসতোহপ্রতীতাবসদ্বৈলক্ষণ্যজ্ঞানস্যাসৎপ্রতীতিনিরাসস্য, অসৎপদপ্রয়োগস্য চাযোগাচ্চ।”^{১০} ন্যায়ামৃতকারের অভিপ্রায় এই যে, পূর্বোক্তপ্রকারে যদি বলা হয় যে কুত্রাপি শশশৃঙ্গাদির প্রতীতি হয় না এবং এইরূপ অপ্রতীয়মানতাই শশশৃঙ্গাদির অসত্তা, তাহা হইলে প্রপঞ্চ বা প্রপঞ্চের অন্তর্ভুক্ত পদার্থসমূহে অসৎপদার্থের ভেদের জ্ঞানও হইতে পারিবে না। কারণ, ভেদের জ্ঞান সর্বদাই প্রতিযোগীর জ্ঞানসাপেক্ষ। প্রতিযোগীর জ্ঞান না হইলে ভেদের জ্ঞান হইতেই পারে না। শশশৃঙ্গাদি অসৎ পদার্থ কদাপি প্রতীয়মান না হইলে প্রপঞ্চও অসৎপ্রতিযোগিকভেদজ্ঞানও অসম্ভব হইবে।

এতদ্ব্যতীত, যদি শশশৃঙ্গাদি অসৎ পদার্থের কদাপি প্রতীতি না হয়, তাহা হইলে “অসতঃ প্রতীতির্ন স্যাৎ”, এইরূপে অসৎ প্রতীতির নিরসনও সম্ভব হইবে না। কারণ যদি কোনো পদার্থের জ্ঞানই অসম্ভব হয়, তাহা হইলে ওই পদার্থের কদাপি প্রতীতি হয় না। এইরূপে উক্ত পদার্থের প্রতীতির নিষেধও সম্ভব হইবে না।

শুধু তাহাই নহে, অসৎ পদার্থসমূহের যদি কদাপি, কুত্রাপি প্রতীতিই না হয়, তাহা হইলে ‘অসৎ’ পদের দ্বারা ঐ সকল পদার্থের অভিধানও করা যাইবে না বা ঐ সকল পদার্থবিষয়ে ‘অসৎ’ পদের প্রয়োগও সম্ভব হইবে না।

ন্যায়ামৃতকারের এইসকল আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন যে শশশৃঙ্গাদি পদার্থ কদাপি প্রতীয়মান হয় না, ইহা তাঁহারা বলিতে পারেন না। কিন্তু শশশৃঙ্গাদি কদাপি অপরোক্ষ প্রতীতির বিষয় হয় না। এইরূপ অপরোক্ষরূপে অপ্রতীয়মানত্বই শশশৃঙ্গাদির অসত্তা। কিন্তু শুক্রিরজতাди প্রাতিভাসিক পদার্থ এবং ঘটাদি ব্যবহারিক পদার্থ অপরোক্ষরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। সুতরাং, অদ্বৈতী অসৎ এবং মিথ্যা পদার্থের বৈলক্ষণ্য নিরূপণ করিতে পারেন না, ইহা ন্যায়ামৃতকার বলিতে পারেন না।

সিদ্ধান্তীর এইরূপ উত্তরও যে গ্রহণযোগ্য নহে, তাহা প্রতিপাদন করিতে ন্যায়ামৃতকার বলিয়াছেন, “নাপ্যপরোক্ষতোহপ্রতীয়মানত্বমসত্ত্বম্, নিত্যাতীন্দ্রিয়েহপি সত্ত্বাৎ।”^{১১} ন্যায়ামৃতকারের আশয় এইরূপ – অসৎ পদার্থসমূহ অপরোক্ষরূপে প্রতীয়মান হয় না বলিয়ায় উহাদের অসৎ বলা হয়, এইরূপ সিদ্ধান্তও অদ্বৈতী স্বীকার করিতে পারেন না ; কারণ তাহা হইলে ধর্মাধর্মাদি নিত্যপরোক্ষ বা অতীন্দ্রিয়পদার্থসমূহকেও অসৎ বলিতে হইবে। ধর্মাধর্মাদি নিত্যপরোক্ষ বা অতীন্দ্রিয় পদার্থসমূহ যে অপরোক্ষরূপে প্রতীয়মান হয় না, ইহা সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করিবেন। কিন্তু অপরোক্ষ প্রতীতির অবিষয় হওয়া

সত্ত্বেও সিদ্ধান্তী বা অন্যান্য সম্প্রদায় এই সকল পদার্থকে অসৎ বলেন না। সুতরাং, অপরোক্ষরূপে অপ্রতীয়মানত্বই অসত্তা, সিদ্ধান্তীর এইরূপ উত্তরও গ্রহণযোগ্য নহে।

অনন্তর *ন্যায়ামৃত্কার* বলিয়াছেন যে, কোনও উপাধিতে সদ্ধ্রুপে অপ্রতীয়মানত্বই অসত্তা, এইরূপেও অদ্বৈত বেদান্তী শশশৃঙ্গাদির অসত্তা প্রতিপাদন করিতে পারেন না। কারণ শুক্তিরূপ্যাди এবং ঘটাদি পদার্থের এইপ্রকার অসদ্বৈলক্ষণ্য শূন্যবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও স্বীকার করিয়া থাকেন। কারণ শূন্যবাদিগণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, জগতের অন্তর্ভুক্ত কোনও পদার্থই সৎ নহে, অসৎ নহে, সদসৎ নহে বা সদসদ্ বিলক্ষণও নহে। সুতরাং অদ্বৈতী যদি শশশৃঙ্গাদির এইপ্রকার অসত্তা স্বীকার করেন এবং শুক্তি রূপ্যাди প্রাতিভাসিক পদার্থ এবং ঘটাদি ব্যাবহারিক পদার্থে এইপ্রকার অসদ্বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদন করেন, তাহা হইলে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত শূন্যবাদে পর্যবসিত হইবে। এইপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিতে *ন্যায়ামৃত্কার* বলিয়াছেন, “নাপি ক্বচিদপ্যুপাধৌ সত্ত্বেনাপ্রতীয়মানত্বমসত্ত্বম, জগতি শুক্তিরূপ্যাদৌ চৈবংবিধাসদ্বৈলক্ষণ্যস্য শূন্যবাদেহপি সত্ত্বাৎ।”^{১২}

মাধ্বসম্প্রদায় মিথ্যাভ্বের দ্বিতীয় লক্ষণের বিরুদ্ধে অন্যান্য আপত্তিও উত্থাপন করিয়াছেন। এই অধ্যায়ে মিথ্যাভ্বের দ্বিতীয় লক্ষণের বিরুদ্ধে *ন্যায়ামৃত্কার*ের মূল আপত্তিসমূহই আলোচিত হইল। পরবর্তী অধ্যায়ে আচার্য মধুসূদন সরস্বতীকৃত অদ্বৈতসিদ্ধি অবলম্বনে এই সকল আপত্তিই সমাহিত হইবে।

টীকা

১. যোগেন্দ্রনাথবাগচী, *বালবোধিনী*, মধুসূদন সরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*-র অন্তর্গত, শীতালঙ্কেশখর বাগচী (সম্পা.), প্রথম খণ্ড, বারাণসীঃ তারা পাবলিকেশন্স, ১৯৭১, পৃঃ ৫৩
২. ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত*, কে. টি. পাণ্ডুরঙ্গি, প্রথম খণ্ড, ব্যাঙ্গালোরঃ দ্বৈতবেদান্ত স্টাডিজ, অ্যান্ড রিসার্চ ফাউণ্ডেশন্, ১৯৯৪, পৃঃ ৬৭
৩. বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ৪/৪/১৯
৪. ব্যাসতীর্থ, ১৯৯৪, পৃঃ ৬৬
৫. ব্যাসতীর্থ, ১৯৯৪, পৃঃ ৬৬
৬. তৈত্তিরীয় উপনিষৎ
৭. ব্যাসতীর্থ, ১৯৯৪, পৃঃ ৬৭
৮. ব্যাসতীর্থ, ১৯৯৪, পৃঃ ৬৭
৯. ব্যাসতীর্থ, ১৯৯৪, পৃঃ ৬৭
১০. ব্যাসতীর্থ, ১৯৯৪, পৃঃ ৬৭
১১. ব্যাসতীর্থ, ১৯৯৪, পৃঃ ৬৭

১২. ব্যাসতীর্থ, ১৯৯৪, পৃঃ ৬৭

পঞ্চম অধ্যায়

অদ্বৈতসিদ্ধি অনুসারে মিথ্যাত্বের দ্বিতীয়লক্ষণ স্থাপন

‘প্রতিপনোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্’ মিথ্যাত্বের এইপ্রকার দ্বিতীয় লক্ষণ খণ্ডনের নিমিত্ত মাধবসম্প্রদায় বহু আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। আচার্য ব্যাসতীর্থ *ন্যায়ামৃত* গ্রন্থে উক্ত দ্বিতীয় লক্ষণের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মূল আপত্তিসমূহ পূর্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। বর্তমান অধ্যায়ে আচার্য মধুসূদন সরস্বতীকৃত *অদ্বৈতসিদ্ধি* অবলম্বনে উক্ত আপত্তিসমূহের সমাধান আলোচিত হইবে।

উক্ত লক্ষণখণ্ডনের প্রারম্ভেই *ন্যায়ামৃত*কার অদ্বৈতবেদান্তীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে প্রতিপন্ন উপাধিতে যে ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগিত্বকে মিথ্যাত্বের দ্বিতীয় লক্ষণরূপে স্বীকার করা হইয়াছে, সেই ত্রৈকালিকনিষেধ কি তাত্ত্বিক বা পারমার্থিক, প্রাতিভাসিক অথবা ব্যাবহারিক? অনন্তর আচার্য ব্যাসতীর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, উক্ত ত্রৈকালিকনিষেধ তাত্ত্বিক বা পারমার্থিকপদার্থ হইলে ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় পারমার্থিকপদার্থ স্বীকৃত হওয়ায় অদ্বৈতহানি অনিবার্য হইবে। উক্ত ত্রৈকালিকনিষেধকে যদি অদ্বৈতবেদান্তী প্রাতিভাসিকপদার্থ বলেন, তাহা হইলে প্রাতিভাসিকনিষেধ মাধবসম্প্রদায়সম্মত জগতের বাস্তবিক বা পারমার্থিকসত্তার বিরোধী না হওয়ায় মাধবসম্মত জগতের পারমার্থিকসত্তাই সিদ্ধ হইবে। এইরূপে

মাধ্বমতে যাহা সিদ্ধই, তাহাই অদ্বৈতীর দ্বারা সাধিত হওয়ায় অদ্বৈতমতে
 সিদ্ধসাধনতা দোষ হইবে। এইসকল আপত্তি পরিহারের নিমিত্ত যদি উক্ত
 ত্রৈকালিকনিষেধকে ব্যবহারিকসং পদার্থ বলা হয়, তাহা হইলে উক্ত নিষেধ স্বয়ং
 বাধ্য হওয়ায় উহা প্রপঞ্চের মাধ্বসম্মত পারমার্থিকসত্তার অবিরোধী হইবে এবং
 এইরূপে প্রপঞ্চের তাত্ত্বিকসত্তার অবিরোধী মিথ্যাভূই সিদ্ধ হওয়ায় অদ্বৈতমতে
 অর্থান্তরতা দোষ হইবে। নিষেধপ্রতিপাদক “নেহ নানাস্তি কিংচন”^১ প্রভৃতি শ্রুতি
 ব্যবহারিকনিষেধের প্রতিপাদক হওয়ায় ঐ সকল শ্রুতির তত্ত্বাবেদকপ্রামাণ্য
 থাকিবে না। এতদ্ব্যতীত, উক্তপ্রকার ব্যবহারিকনিষেধের প্রতিযোগী প্রপঞ্চ
 ব্যবহারিক হইতে পারিবে না। প্রপঞ্চ ব্রহ্মপ্রমাণিত প্রমার দ্বারা বাধ্যও না হওয়ায়
 অগত্যা প্রপঞ্চের পারমার্থিকভূই অদ্বৈতীকে স্বীকার করিতে হইবে। এইসকল
 আপত্তির দ্বারা *ন্যায়ামৃত্কার* কেবল ইহাই প্রতিপাদন করেন নাই যে অদ্বৈত
 বেদান্তী দ্বিতীয়মিথ্যাভুলক্ষণের ঘটক ত্রৈকালিকনিষেধের স্বরূপ প্রতিপাদন করিতে
 পারেন না ; *ন্যায়ামৃত্কার* বস্তুতঃপক্ষে ইহাই প্রতিপাদন করিলেন যে
 ত্রৈকালিকনিষেধের পারমার্থিকত্ব, প্রাতিভাসিকত্ব বা ব্যবহারিকত্ব, এই ত্রিবিধ
 বিকল্পের মধ্যে যে কোনও বিকল্পই গৃহীত হউক, শেষ পর্যন্ত জগতের মাধ্বসম্মত
 পারমার্থিকসত্তাই সিদ্ধ হইবে। এই সমস্ত আপত্তির অনুবাদপূর্বক খণ্ডন করিতে
 অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন, “ননু প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধস্য তাত্ত্বিকত্বে
 অদ্বৈতহানিঃ, প্রাতিভাসিকত্বে সিদ্ধসাধনম্, ব্যবহারিকত্বেহপি তস্য বাধ্যত্বেন

তাত্ত্বিকসত্ত্বাবিরোধিতয়া অর্থান্তরম্ অদ্বৈতশ্রুতেরুক্তাবেদকত্বং চ
তৎপ্রতিযোগিনোহপ্রাতিভাসিকস্য প্রপঞ্চস্য পারমার্থিকত্বং চ স্যাদिति চেন্ন,
প্রপঞ্চনিষেধাধিকরণীভূতব্রহ্মাভিন্নত্বান্নিষেধস্য তাত্ত্বিকত্বেহপি
নাদ্বৈতহানিকরত্বম্।”^২ অদ্বৈতসিদ্ধিকারের তাৎপর্য এই যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা
প্রপঞ্চের যে নিষেধ হইয়া থাকে সেই নিষেধকে যদি পারমার্থিকপদার্থরূপে
স্বীকারও করা হয়, তাহা হইলেও অদ্বৈতহানি হইবে না। কারণ, ‘ব্যবহারে ভাউ
নয়ঃ’ এইরূপ ন্যায় অনুসারে অদ্বৈতী অনুপলক্ষিকে অভাবগ্রাহক স্বতন্ত্রপ্রমাণরূপে
স্বীকার করিলেও অভাবকে অদ্বৈতবেদান্তী স্বতন্ত্র পদার্থরূপেই স্বীকার করেন না।
ন্যায়াদিসম্প্রদায় উৎপত্তির পূর্বে কার্যের যে প্রাগভাব স্বীকার করেন, সেই প্রাগভাব
অদ্বৈতমতে উপাদানস্বরূপ। ন্যায়াদিসম্প্রদায়সম্মত ধ্বংসাব্যবহায়ে অদ্বৈতী
শেষস্বরূপ বলিয়া থাকেন। অত্যন্তাভাব সিদ্ধান্তীর মতে অধিকরণস্বরূপ হইয়া
থাকে। অদ্বৈতমতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা অবিদ্যার নাশ বা অন্তময়রূপ মোক্ষ
উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিবরণমতে ব্রহ্মচৈতন্যই অবিদ্যার আশ্রয় বা অধিষ্ঠান
হওয়ায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা অবিদ্যার নাশ হইলে শুদ্ধচৈতন্যরূপ ব্রহ্মই কেবল
অবশিষ্ট থাকেন। জীবন্মুক্তিকালে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা অবিদ্যার যে নাশ হয়,
সেই নাশ ব্রহ্মচৈতন্যরূপ অধিষ্ঠান হইতে কোনও অতিরিক্ত পদার্থ নহে, উহা
ব্রহ্মস্বরূপ। ফলতঃ উক্ত নিষেধের পারমার্থিকত্ব স্বীকৃত হইলে কেবল

ব্রহ্মচৈতন্যেরই পারমার্থিকসত্তা স্বীকৃত হইবে এবং দ্বৈতাপত্তি বা অদ্বৈতহানির কোনোপ্রকার সম্ভবনা থাকিবে না।

এইরূপ আপত্তির উত্তরে মাধ্বসম্প্রদায় বলিতে পারেন যে প্রপঞ্চ যদি তাত্ত্বিক বা পারমার্থিক নিষেধের প্রতিযোগী হয়, তাহা হইলে প্রপঞ্চকেও তাত্ত্বিক বা পারমার্থিক পদার্থই বলিতে হইবে ; যেহেতু সত্য নিষেধের প্রতিযোগীও সত্যই হইয়া থাকে। নচেৎ সত্যনিষেধের প্রতিযোগীকে অসৎ বলিতে হইবে এবং অসৎ বা অলীক প্রতিযোগিতাক অভাব স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সিদ্ধান্তীও অলীক প্রতিযোগিতাক অভাব স্বীকার করেন না। সুতরাং নিষেধের পারমার্থিকত্ব স্বীকৃত হইলে প্রপঞ্চেরও পারমার্থিকত্ব অবশ্যস্বীকার্য হইবে।

এইপ্রকার আপত্তি খণ্ডনের নিমিত্ত অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন, “ন চ তাত্ত্বিকত্বাভাবপ্রতিযোগিনঃ প্রপঞ্চস্য তাত্ত্বিকত্বাপত্তিঃ, তাত্ত্বিকত্বাভাবপ্রতিযোগিনি শুক্তিরজতাদৌ কল্পিতে ব্যাভিচারাত্।”^৩ অদ্বৈতসিদ্ধিকারের অভিপ্রায় এই যে তাত্ত্বিকনিষেধের প্রতিযোগী তাত্ত্বিকপদার্থই হইবে, এইপ্রকার নিয়মই স্বীকার করা যায় না। শুক্তিতে রজতভ্রমের অনন্তর শুক্তিরজতের যে নিষেধ হয়, সেই নিষেধকে তাত্ত্বিকই বলিতে হইবে, কারণ উক্ত নিষেধ পরবর্তীকালে কোনও বাধকপ্রত্যয়ের দ্বারা বাধিত বা নিষিদ্ধ হয় না। কিন্তু উক্ত নিষেধের প্রতিযোগী শুক্তিরজতকে কেহই তাত্ত্বিক বলেন না। মাধ্বসম্প্রদায় শুক্তিরজতকে অসৎ পদার্থ বলেন এবং সিদ্ধান্তী শুক্তিরজতকে সদসদ্বিলক্ষণ, অনির্বচনীয়, মিথ্যা পদার্থরূপেই স্বীকার

করেন। কিন্তু শুক্তিরজত যে তাত্ত্বিক বা পারমার্থিক পদার্থ নহে, ইহা মাধ্ব এবং অদ্বৈত, উভয়সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন। অতএব তাত্ত্বিক নিষেধের প্রতিযোগী তাত্ত্বিকপদার্থ হইবে, এইরূপ ব্যাপ্তি শুক্তিরজতে ব্যাভিচারিত। এইকারণেই প্রপঞ্চ তাত্ত্বিকনিষেধের প্রতিযোগী হওয়ায় স্বয়ং তাত্ত্বিক হইবে, *ন্যায়ামৃত্কারের* এইরূপ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে।

বস্তুতঃপক্ষে প্রপঞ্চের নিষেধকে অদ্বৈত বেদান্তী অতাত্ত্বিকই বলিয়া থাকেন। এইপ্রকারব নিষেধ অতাত্ত্বিক হইলেও উহা ব্রহ্মপ্রমাণিত প্রমাণদ্বারা বাধ্য না হওয়ায় উহাকে প্রাতিভাসিক বলা যাইবে না ; ফলতঃ উহাকে ব্যাবহারিকই বলিতে হইবে। এই তাৎপর্যেই *অদ্বৈতসিদ্ধিকার* বলিলেন, “অতাত্ত্বিক এব বা নিষেধাহয়ম্, অতাত্ত্বিকত্বেহপি ন প্রাতিভাসিকঃ, কিং তু ব্যাবহারিকঃ।”^৪

প্রশ্ন হইবে যে প্রপঞ্চের নিষেধ যদি ব্যাবহারিক হয়, তাহা হইলে ঐরূপ নিষেধ স্বয়ং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের দ্বারা বাধ্য হইবে। প্রপঞ্চের নিষেধ স্বয়ং বাধ্য হইলে *ন্যায়ামৃত্কার* উক্ত প্রকার নিষেধস্বীকারের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সকল আপত্তিরই বা কী গতি হইবে ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের নিমিত্ত *অদ্বৈতসিদ্ধিকার* *ন্যায়ামৃত্কারের* দ্বারা উত্থাপিত সকল আপত্তিরই সমাধান করিয়াছেন। *ন্যায়ামৃত্কার* আপত্তি করিয়াছিলেন যে প্রপঞ্চের নিষেধ স্বয়ং বাধ্য হইলে উহা মাধ্বসম্মত প্রপঞ্চের তাত্ত্বিকসত্তার অবিরোধী হইবে ; ফলতঃ তাত্ত্বিকসত্তার অবিরোধী প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব স্থাপিত হওয়ায় অদ্বৈতীর

অভিপ্রেত মিথ্যাত্ব স্থাপিত হইবে না। ফলতঃ অদ্বৈতমতে অর্থান্তরতা দোষ হইবে। এইপ্রকার আপত্তির সমাধান করিতে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন, “ন চ তর্হি নিষেধস্য বাধ্যত্বেন তাত্ত্বিকসত্ত্বাবিরোধিত্বাদর্থান্তরমিতি বাচ্যম্, স্বাপ্নার্থস্য স্বাপ্ননিষেধেন বাধদর্শনাৎ। নিষেধস্য বাধ্যত্বং পারমার্থিকসত্ত্বাবিরোধিত্বে ন তদ্রম্, কিং তু নিষেধাপেক্ষয়া ন্যূনসত্ত্বাকত্বম্, প্রকৃতে চ তুল্যসত্ত্বাকত্বাৎ কথং ন বিরোধিত্বম্ ?”^৫ অদ্বৈতসিদ্ধির উক্ত সন্দর্ভের আশয় এই যে নিষেধ স্বয়ং বাধ্য বা নিষেধ্য হইলে ঐ নিষেধ স্বীয় প্রতিযোগীর পারমার্থিকসত্ত্বার অবিরোধী হইবে, এইরূপ নিয়মই স্বীকার করা যায় না। প্রায়শঃই স্বপ্নে দৃষ্ট পদার্থসমূহ স্বপ্নকালেই নিষদ্ধ হইয়া যায়; স্বপ্নকালেই স্বপ্নদ্রষ্টার অনুভব হয় যে দৃষ্টপদার্থসমূহ স্বপ্ন অর্থ, উহার ঘটাদি পদার্থের অনুরূপ নহে। বস্তুতঃ জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি, এই ত্রিবিধ অবস্থার মধ্যেও অবস্থাভেদ শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণে উক্ত হইয়াছে। জাগ্রদবস্থা জাগ্রজ্জাগ্রৎ, জাগ্রৎস্বপ্ন, জাগ্রৎসুযুপ্তিভেদে ত্রিবিধ হইতে পারে। অনুরূপভাবে স্বপ্নাবস্থাও স্বপ্নজাগ্রৎ, স্বপ্নস্বপ্ন এবং স্বপ্নসুযুপ্তিভেদে ত্রিবিধ হইতে পারে। সুযুপ্ত্যবস্থাও সুযুপ্তিজাগ্রৎ, সুযুপ্তিস্বপ্ন এবং সুযুপ্তিসুযুপ্তিভেদে ত্রিবিধ হইয়া থাকে। সুতরাং স্বপ্নাবস্থার মধ্যেও স্বপ্নদর্শন সম্ভব এবং ঐরূপ স্বপ্ন স্বপ্নাবস্থার মধ্যেই বাধিত হইয়া যায়। ঐরূপ বাধ বা নিষেধও স্বপ্নেরই অন্তর্গত হওয়ায় স্বপ্নভঙ্গকালে ঐরূপ নিষেধও স্বয়ং বাধ্য বা নিষেধ্যই হইয়া থাকে। কিন্তু স্বপ্নদশান্তর্গত নিষেধ স্বয়ং বাধ্য হইলেও ঐরূপ নিষেধের প্রতিযোগীর পারমার্থিকত্ব সিদ্ধ হয় না। স্বপ্নদৃষ্ট

যে সকল রথগজাদি পদার্থ স্বপ্নমধ্যেই বাধিত হইয়া যায়, সেই সকল পদার্থকে পূর্বপক্ষী বা সিদ্ধান্তী বা অন্য কোনও সম্প্রদায় বস্তুসং বা পারমার্থিকসংপদার্থরূপে স্বীকার করেন না। বস্তুতঃপক্ষে নিষেধের বাধ্যত্বের দ্বারা ঐরূপ নিষেধের পারমার্থিকসত্ত্বাবিরোধিত্ব সিদ্ধই হয় না। কোনও নিষেধ যদি নিষেধান্তরের দ্বারা বাধিত হয়, তাহা হইলে কেবল বাধক নিষেধ অপেক্ষা বাধ্যনিষেধের ন্যূনসত্ত্বাকত্বই সিদ্ধ হয়। ইহার বিরুদ্ধে যদি মাধ্বসম্প্রদায় বলেন যে যদি ব্রহ্মচৈতন্যের কদাপি প্রাতিভাসিকনিষেধ হয়, তাহা হইলে সেই নিষেধ স্বয়ং বাধিত হওয়ায় উহা ব্রহ্মের পারমার্থিকসত্ত্বার অবিরোধীই হইয়া থাকে। সুতরাং যে নিষেধ স্বয়ং নিষিদ্ধ হইয়া থাকে তাহা নিষেধের প্রতিযোগীর পারমার্থিকসত্ত্বার অবিরোধীই হইয়া থাকে। মাধ্বসম্প্রদায়ের এইরূপ আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিয়া থাকেন যে ব্রহ্মচৈতন্যের প্রাতিভাসিকনিষেধস্থলে নিষেধ তাহার প্রতিযোগী অপেক্ষা ন্যূনসত্ত্বাক হওয়ায় ঐরূপ নিষেধ তাহার প্রতিযোগীর পারমার্থিকসত্ত্বার অবিরোধী হইয়া থাকে। কিন্তু প্রপঞ্চ স্বয়ং ব্যবহারিক হওয়ায় প্রপঞ্চের নিষেধ স্বয়ং ব্যবহারিক হইলেও তুল্যসত্ত্বাক বলিয়া প্রপঞ্চের বিরোধী হইতে পারিবে।

মাধ্বসম্প্রদায় ইহাও আপত্তি করিয়াছিলেন যে নিষেধের নিষেধ স্বীকৃত হইলে বা নিষেধ স্বয়ং নিষিদ্ধ হইলে নিষেধের প্রতিযোগীর সত্ত্ব সিদ্ধ হইবে। এইপ্রকার আপত্তির উত্তরে *অদ্বৈতসিদ্ধিকার* বলিয়াছেন, “ন চ নিষেধস্য নিষেধে প্রতিযোগিসত্ত্বাপত্তিরিতি বাচ্যম্; তত্র হি নিষেধস্য নিষেধে প্রতিযোগিসত্ত্বমায়াতি,

যত্র নিষেধস্য নিষেধ বুদ্ধ্যা প্রতিযোগিসত্ত্বং ব্যবস্থাপ্যতে, নিষেধমাত্রং নিষিধ্যতে, যথা রজতে “নেদং রজতম্”, ইতি জ্ঞানান্তরম্ “ইদং নারজতমিতি” জ্ঞানেন রজতং ব্যবস্থাপ্যতে, যত্র তু প্রতিযোগিনিষেধোরুভয়োরপি নিষেধস্তত্র ন প্রতিযোগিসত্ত্বম্; যথা ধ্বংসসময়ে প্রাগভাবপ্রতিযোগিনোরুভয়োর্নিষেধঃ।”^৬

অদ্বৈতসিদ্ধিকারের তাৎপর্য এই যে নিষেধের নিষেধ দ্বারা সর্বত্র প্রতিযোগিসত্ত্ব উপস্থিত হয় না। কোনও কোনও স্থলে অবশ্যই নিষেধের নিষেধদ্বারা প্রতিযোগীর সত্ত্ব আপতিত হয়; কিন্তু এইরূপ বহু স্থল বিদ্যমান যে সকল স্থলে নিষেধের নিষেধদ্বারা প্রতিযোগীর সত্ত্ব সিদ্ধ হয় না। প্রশ্ন হইবে যে কোন্ স্থলে নিষেধের নিষেধদ্বারা প্রতিযোগীর সত্ত্ব আপতিত হয় এবং কোন্ স্থলেই বা নিষেধের নিষেধদ্বারা প্রতিযোগিসত্ত্ব সিদ্ধ হয় না, তাহা কী প্রকারে ব্যবস্থাপিত হইবে ?

পূর্বোক্ত সন্দর্ভে অদ্বৈতসিদ্ধিকার এইরূপ প্রশ্নের সুস্পষ্ট সমাধান প্রদান করিয়াছেন। অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে সেই সকল স্থলেই নিষেধের নিষেধের দ্বারা প্রতিযোগিসত্ত্ব ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে, যে নিষেধের নিষেধবুদ্ধির দ্বারা প্রতিযোগীর সত্ত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। যথা “ইদং রজতম্” এইরূপ জ্ঞানোৎপত্তির অনন্তর যদি “নেদং রজতম্” এইরূপে ভ্রমাত্মক নিষেধ হয় এবং উক্ত ভ্রমাত্মক নিষেধের অনন্তর পুনরায় ঐ ভ্রমাত্মক নিষেধের একটি যথার্থ নিষেধ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ যথার্থ নিষেধ রজতের সত্ত্বকেই ব্যবস্থাপিত করিবে। কারণ “নেদং রজতম্” এইরূপ ভ্রমাত্মক নিষেধের যে যথার্থ নিষেধ হয়, তাহার আকার হইয়া

থাকে, “ইদং নারজতম্” বা “ইহা অরজত নহে”। এই দ্বিতীয় যথার্থ নিষেধ স্পষ্টতঃই প্রতিপাদন করিয়া থাকে যে জ্ঞাতার পুরোবর্তী পদার্থ অরজত নহে, উহা রজতই। অতএব এই সকল স্থলে দ্বিতীয় নিষেধ বা নিষেধের নিষেধটি স্পষ্টতঃই প্রতিযোগীর সত্ত্ব সিদ্ধ করে। অপরপক্ষে যে সকল স্থলে নিষেধের নিষেধদ্বারা পূর্ববর্তী নিষেধ এবং তাহার প্রতিযোগী উভয়েরই নিষেধ হয়, সেই সকল স্থলে দ্বিতীয় নিষেধ প্রতিযোগীকে সংক্রমে প্রদর্শন করে না। ফলতঃ ঐ সকল স্থলে দ্বিতীয় নিষেধের দ্বারা প্রথম নিষেধের প্রতিযোগীর সত্ত্ব ব্যবস্থাপিত হয় না। যথা, ঘটের উৎপত্তিকালে ঘটের দ্বারা ঘটপ্রাগভাবের নিষেধ হয়। পুনরায় ঘটধ্বংসের দ্বারা ঘটের নিষেধ হইলে ঐরূপ ধ্বংসভাবের দ্বারা পূর্বে নিষিদ্ধ ঘটপ্রাগভাব পুনরুজ্জীবিত হয় না বা ঘটধ্বংস ঘটের নিষেধ করিলেও ঘটের উৎপত্তিকালে নিষিদ্ধ ঘটপ্রাগভাবের সত্ত্ব ব্যবস্থাপিত করিতে পারে না। অতএব যে সকল স্থলে নিষেধের নিষেধ পূর্ববর্তী নিষেধের প্রতিযোগীকে সংক্রমে প্রদর্শন করে, কেবল সেই সকল স্থলেই নিষেধের নিষেধদ্বারা প্রতিযোগিসত্ত্ব ব্যবস্থাপিত হয়। কিন্তু যে সকল স্থলে ঘটধ্বংসরূপ দ্বিতীয় নিষেধের দ্বারা পূর্ববর্তী নিষেধ এবং তাহার প্রতিযোগী উভয়ই নিষিদ্ধ হয়, সেই সকল স্থলে দ্বিতীয় নিষেধের দ্বারা প্রথম নিষেধের প্রতিযোগীর সত্ত্ব সিদ্ধ হয় না। দ্বিতীয় প্রকার নিষেধের নিষেধ যে প্রথম প্রকার নিষেধের নিষেধের ন্যায় প্রথম নিষেধের প্রতিযোগীর সত্ত্ব ব্যবস্থাপিত করে না, তাহা প্রদর্শন করিতে *অদ্বৈতসিদ্ধিকার* বলিয়াছেন, “যত্র তু

প্রতিযোগিনিষেধয়োরুভয়োরপি নিষেধস্তত্র ন প্রতিযোগিসত্ত্বম্, যথা ধ্বংসসময়ে
 প্রাগভাবপ্রতিযোগিনোরুভয়োরনিষেধঃ।”^৭ প্রকৃতস্থলেও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকালে
 প্রপঞ্চের যে নিষেধ হয়, সেই নিষেধও ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই নিষিদ্ধ হইয়া থাকে।
 কিন্তু নিষেধের নিষেধ এইস্থলেও নিষেধের প্রতিযোগী প্রপঞ্চকে সঙ্গ্রহে প্রদর্শনও
 করে না বা প্রপঞ্চের সত্ত্ব ব্যবস্থাপিত করে না। প্রশ্ন হইতে পারে যে অদ্বৈতবেদান্তী
 কী কারণে স্বীকার করেন যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা প্রপঞ্চ এবং প্রপঞ্চের নিষেধ
 উভয়েরই নিষেধ হইয়া থাকে ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেই
 অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন, “এবং চ প্রকৃতেহপি নিষেধবাধকেন প্রতিযোগিনঃ
 প্রপঞ্চস্য তন্নিষেধস্য চ বাধনান্ন নিষেধস্য বাধ্যত্বেহপি প্রপঞ্চস্য তাত্ত্বিকত্বম্,
 উভয়োরপি নিষেধ্যতাবচ্ছেদকস্য দৃশ্যত্বাদেস্কল্যত্বাৎ।”^৮ অদ্বৈতসিদ্ধিকারের আশয়
 এই যে প্রকৃতস্থলে নিষেধেরও বাধক ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা প্রপঞ্চ এবং তাহার
 নিষেধ উভয়েরই বাধ হইয়া থাকে, কারণ দৃশ্যত্ব প্রভৃতি নিষেধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম
 প্রপঞ্চ এবং তাহার নিষেধ উভয়স্থলেই তুল্যরূপে বিদ্যমান। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের
 দ্বারা প্রপঞ্চ এবং প্রপঞ্চের নিষেধ উভয়ই বাধিত বা নিষিদ্ধ হওয়ায় এইস্থলেও
 নিষেধের নিষেধদ্বারা প্রথম নিষেধের প্রতিযোগিসত্ত্ব ব্যবস্থাপিত হয় না। ফলতঃ
 প্রপঞ্চনিষেধ বাধিত হইলেও প্রপঞ্চের তাত্ত্বিকপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয় না।

ন্যায়ামৃতকার অদ্বৈতীর বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়াছিলেন যে প্রপঞ্চের নিষেধ
 স্বয়ং বাধ্য হইলে ঐপ্রকার প্রপঞ্চনিষেধের প্রতিপাদক “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন”^৯

প্রভৃতি শ্রুতিসমূহ বাধিতার্থবিষয়কজ্ঞানের করণ হওয়ায় অপ্রমাণই হইবে। ফলতঃ
অদ্বৈতমত স্বীকৃত হইলে সমগ্র শ্রুতিরই অপ্রামাণ্যশঙ্কা উপস্থিত হইবে।

এইরূপ আপত্তির উত্তর প্রদান করিতে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন, “ন
চাতাত্ত্বিকনিষেধবোধকত্বে শ্রুতেরপ্রামাণ্যাপত্তিঃ, ব্রহ্মভিন্নং প্রপঞ্চনিষেধাদিকম্
অতাত্ত্বিকমিত্যতাত্ত্বিকত্বেন বোধয়ন্ত্যাঃ শ্রুতেরপ্রামাণ্যাসম্ভবাৎ।”^{১০}

অদ্বৈতসিদ্ধিকারের তাৎপর্য এই যে “নেহ নানাস্তি কিংচন” শ্রুতি ইহাই প্রতিপাদন
করিয়া থাকে যে ভাবাভাবাত্মক অখিল প্রপঞ্চ, যাহা ব্রহ্মভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া
থ্যাকে, তাহাই মিথ্যা। প্রপঞ্চনিষেধবোধকশ্রুতি সকল দৃশ্যপদার্থকেই মিথ্যারূপে
প্রতিপাদন করায় স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ জাতীয় শ্রুতিসমূহ
মিথ্যাপদার্থমাত্রেরই মিথ্যাভ্বে রোধক ? যাহা মিথ্যাপদার্থমাত্রের মিথ্যাভ্বে রোধক
তাহা কেবল পারমার্থিকসৎ পদার্থেরই সত্ত্বের সূচনা করিয়া থাকে। সুতরাং
ঐসকল শ্রুতি কীপ্রকারে মিথ্যা হইবে ?

ইহার বিরুদ্ধে মাধ্বসম্প্রদায় বলিতে পারেন যে মিথ্যাত্ববিশিষ্ট প্রপঞ্চনিষেধ
“নেহ নানাস্তি” ইত্যাদি শ্রুতি মিথ্যাত্বই প্রতিপাদন করায় ঐ সকল শ্রুতি প্রমাণ
এইরূপ সমাধান ন্যায়াদিসম্প্রদায়ের পক্ষে সঙ্গত হইলেও অদ্বৈত বেদান্তী এইরূপ
উত্তর প্রদান করিতে পারেন না। কারণ ন্যায়মতে যথার্থ অনুভবকে প্রমা বলা হয়
এবং “তদ্বতি তৎপ্রকারকোহনুভবো যথার্থঃ” এইরূপেই যথার্থ অনুভবের লক্ষণ
প্রদত্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ কোনো করণ মিথ্যাত্ববিশিষ্ট প্রপঞ্চনিষেধে

মিথ্যাভূপ্রকারক অনুভব উৎপন্ন করিলে সেই জ্ঞানকরণকে প্রমাণ বলিতে ন্যায়াদিসম্প্রদায়ের পক্ষে কোন বাধা নাই। কিন্তু “তদ্বতি তৎপ্রকারকোহনুভবো যথার্থঃ”, প্রমাপ্রতীতির এইরূপ লক্ষণ অদ্বৈতবেদান্তীর অভিপ্রেত নহে। অদ্বৈতমতে “অনধিগতাবাধিতার্থবিষয়কজ্ঞানত্বং প্রমাত্মম্”, প্রমা প্রতীতির এইপ্রকার লক্ষণই স্বীকৃত হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তীর মতে বিষয়মহিমাতেই জ্ঞানের প্রমাত্ব বা অপ্রমাত্ব নিরূপিত হইয়া থাকে, করণমহিমায় নহে। প্রপঞ্চনিষেধ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা বাধ্য হওয়ায় উহাকে বাধিতার্থই বলিতে হইবে। “নেহ নানাস্তি” ইত্যাদি শ্রুতি বাধিতার্থেরই বোধক হওয়ায় ঐ সকল শ্রুতিকে অদ্বৈতী প্রমাণ বলিতে পারেন না।

অদ্বৈতসিদ্ধির বালবোধিনীটীকায় এইরূপ আপত্তির সমাধানের নিমিত্ত বলা হইয়াছে, “তথাচ তদ্বতি তদ্বোধকত্বমেব প্রামাণ্যম্, মিথ্যাভূবতি প্রপঞ্চতন্নিষেধাদৌ মিথ্যাভূবোধনে শ্রুতের্ব্যাবহারিকাপ্রামাণ্যাসম্ভবাৎ। যদ্যপি “নেহ নানে”ত্যাди শ্রুতের্ব্রহ্মপ্রমাবাধ্যনিষেধপ্রতিপাদকতয়া কালত্রয়াবাধ্যবস্তুপ্রতিপাদকতুলক্ষণং তত্ত্বাবেদকত্বরূপং প্রামাণ্যং নাস্তি, তথাপি মিথ্যাভূবতি প্রপঞ্চতন্নিষেধাদৌ মিথ্যাভূপ্রতিপাদনাৎ ব্যবহারিকং প্রামাণ্যমুক্তশ্রুতীনামিষ্টমেব। অত্র প্রপঞ্চতন্নিষেধাদীত্যত্র ‘আদি’পদেন নিষেধস্য নিষেধোগ্রাহ্যঃ।”^{১১} বালবোধিনীকারের তাৎপর্য এই যে অদ্বৈত প্রমাপ্রতীতিকে দ্বিবিধ বলিয়া থাকে। যে সকল জ্ঞান ব্রহ্মসাক্ষাৎকারপর্যন্ত অবাধিত থাকে, সিদ্ধান্তী সেই সকল জ্ঞানের

সাংব্যাবহারিক প্রামাণ্য স্বীকার করেন এবং ঐ সকল জ্ঞানকে ‘ব্যাবহারিকপ্রমা’ রূপে অভিহিত। ব্রহ্মাত্মৈকত্বপ্রতিপাদক “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি মহাবাক্যের যাহা বিষয় তাহাই কেবল কালক্রমে অবাধিত হওয়ায় কেবল “তত্ত্বমস্যা”দি বাক্যেরই কালক্রয়াবাধ্যত্বরূপ তত্ত্বাবেদকপ্রামাণ্য অদ্বৈতসিদ্ধান্তে স্বীকৃত হইয়া থাকে। “নেহ নানাশ্চি” প্রভৃতি শ্রুতির কেবল সাংব্যাবহারিকপ্রামাণ্যই অদ্বৈতীর ইষ্ট। অদ্বৈতসিদ্ধির অন্তর্গত “ব্রহ্মাভিন্নং প্রপঞ্চতন্নিষেধাদিকমতাত্ত্বিকম্ অতাত্ত্বিকত্বেন বোধয়ন্ত্যাঃ শ্রুতেরপ্রামাণ্যাসম্ভবাৎ।”^{১২} এইরূপ সন্দর্ভে ‘তন্নিষেধাদি’ পদের অন্তর্গত ‘আদি’ শব্দের দ্বারা মধুসূদন সরস্বতী প্রপঞ্চনিষেধের নিষেধকে বুঝাইয়াছেন।

ন্যায়ামৃতকার অদ্বৈতীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে “নেহ নানাশ্চি কিঞ্চন” শ্রুতি কীরূপ ধর্মের দ্বারা অবছিন্নরূপে প্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া থাকে ? যে ব্যাবহারিক বা প্রাতিভাসিকস্বরূপে ঘটাদি এবং শক্তিরজতাদির প্রতিভাস হইয়া থাকে, সেই রূপেই কি ঘটাদি এবং শক্তিরজতাদির নিষেধ অদ্বৈতীর অভিপ্রেত ? অথবা যে পারমার্থিকরূপে উহাদের কদাপি প্রতীতিই হয় না, সেইরূপে উহাদের নিষেধই অদ্বৈতীর অভিপ্রেত ? অনন্তর ন্যায়ামৃতকার প্রদর্শন করিয়াছিলেন এই উভয়বিধ বিকল্পের কোনটিই অদ্বৈতীর অভিপ্রেত হইতে পারে না। কারণ “তস্মাদদ্বৈতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ”^{১৩} ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা আকাশাদি এবং অর্থাপত্তি প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা শক্তিরূপাদি প্রাতিভাসিকপদার্থের উৎপত্তি সিদ্ধ

হইয়া থাকে। *ন্যায়ামৃত্কার* ইহাও প্রদর্শন করিয়াছেন যে ব্যবহারিক এবং প্রাতিভাসিক উভয়বিধ প্রপঞ্চই স্ব স্ব অর্থক্রিয়া নির্বাহ করিতে সমর্থ। সুতরাং স্বীয় প্রতীতিকালে ব্যবহারিক ঘটাদি এবং প্রাতিভাসিক শুক্তিরূপ্যাди সংরূপে বা অসদ্বিলক্ষণরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অতএব, ব্যবহারকালে বা প্রতিভাসকালে ঘটাদি বা শুক্তিরূপ্যাদির নিষেধ সম্ভবই নহে। এই কারণেই ঘটাদি ব্যবহারিক প্রপঞ্চ এবং শুক্তিরূপ্যাди প্রাতিভাসিকপ্রপঞ্চের ত্রৈকালিকনিষেধ যুক্তিযুক্ত নহে। অপরপক্ষে, পারমার্থিকরূপে উভয়বিধ প্রপঞ্চের নিষেধ অদ্বৈতীর অভিপ্রেত হইলে অন্যান্যাশ্রয়দোষ হইবে। কারণ তাহা হইলে মিথ্যাভূতিরূপণের নিমিত্ত অদ্বৈতীকে পারমার্থিকভূতিরূপণ করিতে হইবে। কিন্তু অবাধিতভূতরূপ পারমার্থিকত্বের নিরূপণ বাধ্যত্ব বা মিথ্যাভূতরূপ প্রতিযোগীর নিরূপণ বিনা সম্ভব না হওয়ায় এই বিকল্পে অন্যান্যাশ্রয়দোষ সুস্পষ্টই।

এইপ্রকার আপত্তির উত্তর প্রদান করিতে *অদ্বৈতসিদ্ধিকার* বলিয়াছেন, “মৈবম্, স্বরূপেণৈব ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বস্য প্রপঞ্চো শুক্তিরূপ্যে চাস্পীকারাৎ। তথা হি শুক্তৌ রজতভ্রমানন্তরমধিষ্ঠানতত্ত্বসাম্বন্ধাৎকারে রূপ্যং নাস্তি, নাসীৎ, ন ভবিষ্যতি—ইতি স্বরূপেণৈব, “নেহ নানে”তি শ্রুত্যা চ প্রপঞ্চস্য স্বরূপেণৈব নিষেধপ্রতীতেঃ।”^{১৪} *অদ্বৈতসিদ্ধিকারের* আশয় এই যে ঘটাদি এবং শুক্তিরূপ্যাди যে যে স্বরূপে প্রতীয়মান হয়, সেই সেই স্বরূপেই তাহার নিষেধ সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত। শুক্তিরূপ্যাди দৃষ্টান্তেও ইহাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। শুক্তিতে

রজতভ্রমের অনন্তর শুক্তিরূপ অধিষ্ঠানের তত্ত্বজ্ঞান হইলে “রজতং নাস্তি, নাসীৎ, ন ভবিষ্যতি”, এইরূপে রজতের ত্রৈকালিক নিষেধ হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তীকৃত শুক্তিরজতে স্বরূপতঃ ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগিত্বই অনুভবসিদ্ধ হওয়ায় সিদ্ধান্তী স্বরূপতঃই শুক্তিরূপের ত্রৈকালিকনিষেধ স্বীকার করেন। অতএব, শুক্তিরূপ্যরূপ দৃষ্টান্তে ইহাই স্থাপিত হইল যে স্বরূপাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্রৈকালিকনিষেধই মিথ্যাভ্বের ঘটক। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে ব্যবহারিক ঘটাদি পদার্থস্থলেও সিদ্ধান্তী বলিয়া থাকেন, যে পদার্থ যে রূপে প্রতীয়মান হয়, সেই সেই স্বরূপের দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেইরূপ প্রতিযোগিতাকত্রৈকালিকনিষেধই ঘটাদি পদার্থের মিথ্যাভ্বের ঘটক। “নেহ নানাস্তি” ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারাও ব্যবহারিক প্রপঞ্চের অন্তর্ভুক্ত ঘটাদি পদার্থসমূহ স্ব স্ব রূপেই প্রতিষিদ্ধ হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তীর এইরূপ আশয় *বালবোধিনী*তে অতি স্পষ্টরূপেই প্রতিপাদিত হইয়াছে, “ত্রৈকালিক নিষেধপ্রতিযোগিত্বং কিং স্বরূপেণ উত পারমার্থিকত্বেনেতি বিকল্প্য পূর্বপক্ষিণা কল্পদ্বয়েহপি দূষণমুক্তম্। ইদানীং সিদ্ধান্তী স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বকল্পং সমাধাতুমাহ—*মৈবমিতি*। স্বরূপাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্রৈকালিকনিষেধো মিথ্যাভ্বেঘটকঃ, দৃষ্টান্তীকৃতে শুক্তিরজতে স্বরূপেণ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বস্যেবানুভবসিদ্ধত্বাৎ, দৃষ্টান্তানুসারেণ পক্ষীকৃতপ্রপঞ্চেষুহপি স্বরূপতঃত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বমেবাস্তীকরণীয়ম্।”^{১৫}

ন্যায়ামৃত্কার কীরূপে শুভিরূপ্যাদি প্রাতিভাসিক এবং রজতাদি
 ব্যাবহারিকপ্রপঞ্চের নিষেধ হয় এই প্রশ্ন উত্থাপনকালে অদ্বৈতীর নিকট যে
 বিকল্পদ্বয় উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দ্বিতীয় বিকল্প ছিল, যে
 পারমার্থিকরূপে শুভিরূপ্য প্রতীয়মানই হয় না, সেই পারমার্থিকরূপেরই কি নিষেধ
 হইয়া থাকে ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরেই অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন, “ন চ তত্র
 লৌকিকপরমার্থরজতমেব স্বরূপেণ নিষেধপ্রতিযোগীতি বাচ্যম্,
 ভ্রমবাধয়ৌর্বৈয়ধিকরণ্যাপত্তেঃ, অপ্রসক্তপ্রতিষেধাপত্তেচ।”^{১৬} অদ্বৈতসিদ্ধিকারের
 আশয় এই যে লৌকিক বা আপগম্ভ রজতকে ত্রৈকালিকনিষেধের বিষয় বলা
 হইলে ভ্রম এবং ভ্রমের নিষেধের বৈয়ধিকরণ্যাপত্তি হইবে। কারণ ভ্রমে
 প্রাতিভাসিক রজতেরই প্রতীতি হইয়া থাকে। এক্ষণে বাধকজ্ঞানে যদি আপগম্ভ
 রজত বা ব্যাবহারিকরজতই বিষয় হয়, তাহা হইলে ভ্রমজ্ঞান এবং বাধকজ্ঞানের
 বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু ভ্রমজ্ঞান এবং বাধকজ্ঞানের বিষয় অভিন্ন না
 হইলে বাধকজ্ঞানের দ্বারা ভ্রমজ্ঞানের বাধই অসম্ভব হইবে। কারণ দুইটি
 ভিন্নবিষয়ক জ্ঞানের মধ্যে বাধ্য-বাধকভাব সম্ভবই নহে। যথা ঘটজ্ঞান পটজ্ঞানের
 বাধক হয় না। শুধু তাহাই নহে, প্রাতিভাসিকরজতকে ভ্রমজ্ঞানের এবং লৌকিক
 আপগম্ভরজতকে বাধকপ্রত্যয়ের বিষয় বলা হইলে অপ্রসক্তের প্রতিষেধ স্বীকার
 করিতে হইবে। কারণ ভ্রমস্থলে প্রাতিভাসিকরজতের প্রতীতি হওয়ায়
 পারমার্থিকরজত বা সত্যরজত ঐস্থলে প্রসক্তই নহে। এইস্থলে উল্লেখ করা

আবশ্যিক যে লৌকিক বা আপগম্ভ রজতকে মাধ্বসম্প্রদায় পারমার্থিকসংই বলিবেন। অদ্বৈতী অবশ্য লৌকিক রজত বা আপগম্ভ রজতকে ব্যবহারিকসং পদার্থই বলিয়া থাকেন। কিন্তু লৌকিক বা আপগম্ভ রজত পারমার্থিক হউক বা ব্যবহারিক হউক, ভ্রমস্থলে উহা প্রসক্তই নহে। কারণ উক্ত রজত যদি পারমার্থিক হইত, উহার কদাপি নিষেধই হইত না ; অপরপক্ষে উহা যদি ব্যবহারিক হইত, তাহা হইলে ব্যবহারদশায় উহার বাধ হইত না। সুতরাং যদি লৌকিক আপগম্ভ রজতকে নিষেধের বিষয় বলা হয়, তাহা হইলে অপ্রসক্তেরই প্রতিষেধ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু অপ্রসক্তের প্রতিষেধ কেহই স্বীকার করেন না।

ন্যায়ামৃতকার ইহাও আপত্তি করিয়াছিলেন যে “তস্মাদ্বৈতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্বৃতঃ”^{১৭} এইরূপ শ্রুতির দ্বারা ব্যবহারিক পদার্থসমূহের এবং অর্থাপত্তি প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা শুক্তিরূপের উৎপত্তি সিদ্ধ হয়। ঘটাদি ব্যবহারিক পদার্থ এবং শুক্তিরূপাদি প্রাতিভাসিক পদার্থসমূহের অর্থক্রিয়াকারিত্বও সর্বজনানুভবসিদ্ধ। উহাদের উৎপত্তি প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় ব্যবহারিক এবং প্রাতিভাসিক এই উভয়প্রকার প্রপঞ্চের নিষেধ সর্বথা অসঙ্গত।

এইপ্রকার আপত্তির উত্তর প্রদান করিতে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন, “ন চ তর্হি উৎপত্ত্বাদ্যসম্ভবঃ, ন হ্যনিষিদ্ধস্বরূপত্বম্, উৎপত্ত্বাদিমত্ত্বে তদ্রম্;”^{১৮} অদ্বৈতসিদ্ধির উক্ত সন্দর্ভের তাৎপর্য এই যে অনিষিদ্ধস্বরূপত্ব উৎপত্ত্বাদিমত্ত্বের ব্যাপকও নহে, ব্যাপ্যও নহে। সুতরাং কোন পদার্থ উৎপত্তিনাশবিশিষ্ট হইলেই উহা

অনিষিদ্ধস্বরূপ হইবে, ইহা পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন না। বস্তুতঃপক্ষে উৎপত্তিবিনাশশীলত্ব বা উৎপত্তিবিনাশশীলত্বের অভাব পদার্থের স্বভাবেরই অন্তর্গত। পদার্থের স্বরূপগত এইপ্রকার ভেদ অদ্বৈতীও স্বীকার করেন। যে পদার্থ যে রূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপে তাহার নিষেধই অদ্বৈতীর অভিপ্রেত।

অনন্তর নিষেধের প্রতিযোগী কে হইবে, এই বিষয়ে প্রকৃত *বিবরণসিদ্ধান্ত* প্রকাশ করিতে *অদ্বৈতসিদ্ধিকার* বলিলেন, “ন চ ‘ত্রৈকালিকনিষেধং প্রতি স্বরূপেণাপগম্ভং রূপ্যম্, পারমার্থিকত্বাকারেন প্রাতিভাসিকং বা প্রতিযোগি’ ইতি মতহানিঃ স্যাদिति বাচ্যম; অস্যাচার্যবচসঃ পারমার্থিকলৌকিকরজতাদাত্ম্যেন প্রতীতং প্রাতিভাসিকমেব রজতং প্রতিযোগীত্বার্থঃ।”^{১৯} *ন্যায়ামৃত*কার অদ্বৈতীর বিবরণে আপত্তি করিয়া থাকেন যে বাধকালে লৌকিক আপগম্ভ রজত বা পারমার্থিক রজতের নিষেধ হয় না, ইহা অদ্বৈতী বলিতে পারেন না; কারণ বিবরণাচার্য স্বয়ং বলিয়াছেন যে ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতি আপগম্ভ রূপ্য বা পারমার্থিক রজতই প্রতিযোগী হইয়া থাকে। সুতরাং *অদ্বৈতসিদ্ধিকার* যদি বলেন যে লৌকিক আপগম্ভ রূপ্য নিষেধের প্রতিযোগী নহে, তাহা হইলে সিদ্ধান্তহানি অনিবার্য হইবে। ইহার উত্তরে *অদ্বৈতসিদ্ধিকার* বলিয়াছেন যে বস্তুতঃপক্ষে ভ্রমজ্ঞানে যে প্রাতিভাসিক শুক্তিরজত প্রতীয়মান হয় উহা আপগম্ভ লৌকিকরজতের সহিত তাদাত্ম্যাপন্নরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে; শুক্তিরজত যদি আপগম্ভ লৌকিকরজতের সহিত তাদাত্ম্যাপন্নরূপে প্রতীয়মান না হইত, তাহা

হইলে ঐরূপ রজতগ্রহণে রজতার্থী ব্যক্তির প্রবৃত্তিই হইত না। বস্তুতঃপক্ষে ভ্রমকালে শুক্তিরূপ্য কেবল আপণস্থ বা লৌকিকরূপ্যের সহিত তাদাত্ম্যাপন্নরূপেই প্রতীয়মান হয় না, উহা পারমার্থিকরূপেও প্রতীয়মান হয়। কারণ শুক্তিরূপ্যের প্রতীতিকালে ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়ায় সকল ব্যবহারিক পদার্থই পারমার্থিকরূপেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং স্বরূপতঃ যাহা প্রাতিভাসিকসং পদার্থ তাহাই ব্যবহারিকরজতের সহিত তাদাত্ম্যাপন্নরূপে এবং সত্য পদার্থরূপে ভ্রমস্থলে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে ঘটাদিব্যাবহারিকপদার্থসমূহ তাহাদের অনুভবকালে পারমার্থিকসংপদার্থের সহিত তাদাত্ম্যাপন্নরূপেই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং ব্যবহারিকসংপদার্থের সহিত তাদাত্ম্যাপন্নরূপে প্রতীয়মান প্রাতিভাসিক সং পদার্থ বা পারমার্থিকসংপদার্থের সহিত তাদাত্ম্যাপন্নরূপে প্রতীয়মান ব্যবহারিকসং পদার্থই মিথ্যাভ্রমঘটক ত্রৈকালিকনিষেধের প্রতিযোগী।

ন্যায়ামৃতকার অদ্বৈতীর বিরুদ্ধে ইহাও আপত্তি করিয়াছিলেন যে প্রতিপন্ন উপাধিতে যদি শুক্তিরূপ্যের স্বরূপতঃ নিষেধই সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে শুক্তিরূপ্য অত্যন্ত অসং পদার্থই হইবে ; যেহেতু প্রতিপন্ন উপাধি বা আশ্রয় হইতে ভিন্নস্থলে রজতের সত্ত্ব কেহই স্বীকার করেন না। শুক্তিরূপ্য যদি অত্যন্তাসং পদার্থ হয়, তাহা হইলে সিদ্ধান্তী শুক্তিরূপ্যাদি মিথ্যাপদার্থের অসদ্বৈলক্ষণ্যও স্থাপন করিতে পারিবেন না। এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন, “ননু এবমত্যন্তাসত্ত্বাপাতঃ, প্রতিপন্নোপাধৌ

ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং হ্যন্যত্রাসত্ত্বেন সংপ্রতিপন্নস্য ঘটাদেঃ সর্বত্র
ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং পর্যবসিতম; অন্যথা তেষামন্যত্র সত্ত্বাপাতাৎ, ন হি
তেষামন্যত্র সত্ত্বা সংভবতীতি তদুক্তেশ্চ; তথা চ কথম— সত্বৈলক্ষণাম্, ন হি
প্রপঞ্চাদেরিতোহন্যদসত্ত্বম্।”^{২০} সিদ্ধান্তীর পক্ষে উক্ত আপত্তির সমাধান এই যে
ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব শশশৃঙ্গাদি তুচ্ছ বা অলীক পদার্থ এবং ঘটাদি
ব্যবহারিক প্রপঞ্চ এবং শুক্তিরূপ্যাди প্রাতিভাসিকপ্রপঞ্চে তুল্যরূপে বিদ্যমান।
কিন্তু শশশৃঙ্গাদির সহিত ঘটাদি এবং শুক্তিরূপ্যাদির প্রভেদ এই যে শশশৃঙ্গাদি
কোনও উপাধিতে সক্রমে প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু শুক্তিরূপ্যাদি প্রাতিভাসিকপদার্থ
ঘটাদিব্যবহারিকপদার্থসমূহ প্রতিপন্ন উপাধিতে সক্রমে প্রতীয়মান হইয়া থাকে।
যে সকল পদার্থকে অদ্বৈতবেদান্তী তুচ্ছ বা অলীক বলিয়া থাকেন, তাহারা কুত্রাপি
সক্রমে অপরোক্ষপ্রতীতির বিষয় হয় না, ইহাই প্রাতিভাসিক এবং ব্যবহারিক
প্রপঞ্চে সহিত শশশৃঙ্গাদি অলীক পদার্থের প্রভেদ। দ্বিতীয় লক্ষণের অন্তর্গত
প্রতিপন্নোপাধৌ পদের দ্বারা প্রাতিভাসিক এবং ব্যবহারিক পদার্থসমূহের
এইপ্রকার প্রতীয়মান সত্ত্বাদাত্ব্য বা সক্রপত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অদ্বৈতপক্ষে
পূর্বোক্ত আপত্তির এই প্রকার সমাধান এবং *ন্যায়ামৃত*কারের দ্বারা উত্থাপিত অন্য
কতিপয় আপত্তির সমাধান *অদ্বৈতসিদ্ধির* একই সন্দর্ভে উপস্থাপিত হইয়াছে, “ন
চ নিরূপাখ্যত্বমেব তদসত্ত্বম্, নিরূপাখ্যপদেনৈব ব্যাখ্যায়মানত্বাৎ।
নাপ্যপ্রতীয়মানত্বমসত্ত্বম্, অসতোহপ্রতীতৌ

অসদ্বৈলক্ষণ্যঞ্জানস্যাৎপ্রতীতিনিরাসস্যাৎপদপ্রয়োগস্য চাযোগাৎ । ন
চাপরোক্ষতয়া অপ্রতীয়মানত্বং তৎ, নিত্যাতীন্দ্রিয়েষতিব্যাপ্তেঃ— ইতি চেন্নৈবম্ ;
সর্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং যদ্যপি তুচ্ছানির্বাচ্যয়োঃ সাধারণম্, তথাপি
কচিদপ্যুপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীত্যনর্হত্বমত্যন্তাসত্ত্বম্, তচ্চ শুক্তিরূপে প্রপঞ্চে চ বাধাৎ
নাশ্চ্যেবেতি ন তুচ্ছত্বাপত্তিঃ ।”^{২১} এই সন্দর্ভে অদ্বৈতসিদ্ধিকার স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন
করিয়াছেন যে তাঁহাদের মতে ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্ব শশশৃঙ্গাদি তুচ্ছ পদার্থ
এবং প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক প্রপঞ্চের মধ্যে সাধারণ। কিন্তু
ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বকে তাঁহারা অসত্ত্ব বলেন না। কোনও উপাধিতেই
সদ্রূপে প্রতীতির অযোগ্যত্বই সিদ্ধান্তীর মতে অসত্ত্ব। সুতরাং সিদ্ধান্তী অসত্ত্বই
নিরূপণ করিতে পারেন না। ফলতঃ অসত্ত্বেরই প্রতীতি না হওয়ায় জগতের
অসদ্বৈলক্ষণ্য নিরূপিত হইতে পারিবে না, এবং শশশৃঙ্গাদিতে ‘অসৎ’ পদের
প্রয়োগও অসম্ভব হইবে, *ন্যায়া*মুক্তকারের এই সকল আপত্তিরই কোনও অবকাশ
থাকিবে না। *ন্যায়া*মুক্তকার যে প্রদর্শন করিয়াছেন যে নিরূপাখ্যরূপে,
অপ্রতীয়মানরূপে বা অপরোক্ষরূপে অপ্রতীয়মানত্ববিশিষ্টরূপেও অসত্ত্বের নিরূপণ
করা যায় না, সেই সকল আপত্তিও অদ্বৈতীর বিরুদ্ধে প্রযোজ্যই হইবে না। কারণ
অদ্বৈতী নিরূপাখ্যরূপে, অপ্রতীয়মানত্ববিশিষ্টরূপে বা অপরোক্ষরূপে
অপ্রতীয়মানত্ববিশিষ্টরূপে অসত্ত্বের নিরূপণ করেনই না। কোনও উপাধিতে সদ্রূপে
প্রতীত্যনর্হত্বই তাঁহাদের মতে অসত্ত্ব। এইরূপ ধর্ম শশশৃঙ্গাদিতে বিদ্যমান। কিন্তু

এইরূপ অসত্ত্ব প্রাতিভাসিক এবং ব্যাবহারিক প্রপঞ্চঃ থাকে না। এইজন্য অসৎ পদার্থের নিরূপণও সম্ভব এবং জগতে অসদ্বৈলক্ষণ্য নিরূপণেও কোনও বাধা নাই। সিদ্ধান্তীর অভিমত ঐপ্রকার অসত্ত্বই শশশৃঙ্গাদিতে ‘অসৎ’ পদ প্রয়োগের হেতু হইয়া থাকে।

শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ যে জগত অসৎ নহে বলেন, সেই পক্ষে কিন্তু জগতে অদ্বৈতসম্মত অসত্ত্বের নিষেধ করা হয় না। কারণ শূন্যবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় ভ্রমের অধিষ্ঠানরূপে কোনও সৎ পদার্থই স্বীকার করেন না। ফলতঃ অদ্বৈতমতে যেরূপে অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্যের সত্ত্বাই শুক্তিরূপে এবং ঘটাদি পদার্থে অধ্যস্ত হওয়ায় শুক্তিরূপে এবং ঘটাদি পদার্থে অধ্যস্ত হওয়ায় শুক্তিরূপ্য এবং ঘটাদি ব্যাবহারিক প্রপঞ্চঃ সদ্ধাপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেইরূপে শূন্যবাদীর মত অনুসারে প্রাতিভাসিক এবং ব্যাবহারিক পদার্থসমূহ সদ্ধাপে প্রতীয়মান হইতে পারে না। সুতরাং জগতকে অসদ্বৈলক্ষণ বলা হইলে শূন্যবাদী বৌদ্ধমতই প্রতিষ্ঠিত হইবে, মাধ্বসম্প্রদায়ের এইরূপ আপত্তিও যুক্তিসহ নহে। শূন্যবাদ হইতে অদ্বৈতমতের এইরূপ প্রভেদ উপস্থাপন করিতেই *অদ্বৈতসিদ্ধিকার* বলিয়াছেন, “ব্রহ্মাণ্যঙ্গীকৃতং যৎপ্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বাত্মকাবাধ্যত্বরূপং সত্ত্বম্, তদ্বিরুদ্ধসৈবাসত্ত্বরূপত্বাচ্চ।”

न्यायामृत एवढ अद्वैतसिद्धिते मिथ्यात्वेर द्वितीयलक्षण विषये अन्य बहू
विचार विद्यमान। समयाभाववशतः एह गवेषणानिवक्ते सेह सकल विचारेर
अवतारणा करा संभव हईल ना।

টীকা

১. বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৪/৪/১৯
২. মধুসূদন সরস্বতী, অদ্বৈতসিদ্ধি, ১৯৭১, পৃঃ ৫৫-৫৮
৩. মধুসূদন সরস্বতী, অদ্বৈতসিদ্ধি, ১৯৭১, পৃঃ ৫৮
৪. মধুসূদন সরস্বতী, অদ্বৈতসিদ্ধি, ১৯৭১, পৃঃ ৫৯
৫. মধুসূদন সরস্বতী, অদ্বৈতসিদ্ধি, ১৯৭১, পৃঃ ৬১-৬২
৬. মধুসূদন সরস্বতী, অদ্বৈতসিদ্ধি, ১৯৭১, পৃঃ ৬৩-৬৬
৭. মধুসূদন সরস্বতী, অদ্বৈতসিদ্ধি, ১৯৭১, পৃঃ ৬৫-৬৬
৮. মধুসূদন সরস্বতী, অদ্বৈতসিদ্ধি, ১৯৭১, পৃঃ ৬৭-৬৮
৯. বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৪/৪/১৯
১০. মধুসূদন সরস্বতী, অদ্বৈতসিদ্ধি, ১৯৭১, পৃঃ ৬৮-৬৯
১১. যোগেন্দ্রনাথ বাগচী, ১৯৭১, পৃঃ ৬৯
১২. মধুসূদন সরস্বতী, অদ্বৈতসিদ্ধি, ১৯৭১, পৃঃ ৬৮-৬৯
১৩. তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ২/৫
১৪. মধুসূদন সরস্বতী, অদ্বৈতসিদ্ধি, ১৯৭১, পৃঃ ৭৮-৭৯

১৫. যোগেন্দ্রনাথ বাগচী, ১৯৭১, পৃঃ ৭৮
১৬. মধুসূদন সরস্বতী, অদ্বৈতসিদ্ধি, ১৯৭১, পৃঃ ৭৯-৮০
১৭. তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২/৫
১৮. মধুসূদন সরস্বতী, অদ্বৈতসিদ্ধি, ১৯৭১, পৃঃ ৮০-৮১
১৯. মধুসূদন সরস্বতী, অদ্বৈতসিদ্ধি, ১৯৭১, পৃঃ ৮৩-৮৫
২০. মধুসূদন সরস্বতী, অদ্বৈতসিদ্ধি, ১৯৭১, পৃঃ ৯৩-৯৬
২১. মধুসূদন সরস্বতী, অদ্বৈতসিদ্ধি, ১৯৭১, পৃঃ ৯৬-১০০

উপসংহার

অদ্বৈত বেদান্তী “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” এইরূপ শ্রুতির বলে এবং “বিমতং জগৎ মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ, জড়ত্বাৎ পরিচ্ছিন্নত্বাৎ বা শুক্তিরূপ্যবৎ” এইসকল অনুমানের বলে জগতের এবং জগতের অন্তর্ভুক্ত সকল পদার্থের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ করিয়া থাকে। বস্তুতঃপক্ষে অদ্বৈতসিদ্ধি দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিপূর্বক হওয়ায় দ্বৈতের মিথ্যাত্বই অদ্বৈতী প্রথমে উপপাদন করিয়া থাকেন। জগতপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসিদ্ধি বর্তমান গবেষণানিবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। জগতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ করিতে হইলে ‘মিথ্যাত্ব কী’, ‘কীরূপেই বা মিথ্যাত্বের লক্ষণপ্রদান সম্ভব’, অদ্বৈতীকে প্রথম এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হইবে। ঐরূপ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের নিমিত্তই অদ্বৈতাচার্যগণ মিথ্যাত্বের লক্ষণ বিচার করিয়াছেন।

বর্তমান গবেষণানিবন্ধের ভূমিকায় উল্লিখিত হইয়াছে যে অদ্বৈতসিদ্ধিকার মিথ্যাত্বের পঞ্চবিধ লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ প্রথম লক্ষণটি পঞ্চপাদিকাকারকে অনুসরণ করিয়া প্রদত্ত হইয়াছে। ‘প্রতিপন্থোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্’ এবং ‘জ্ঞানত্বেন সাক্ষাজ্ঞাননিবর্ত্যত্বম্ মিথ্যাত্বম্’, এইরূপ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় লক্ষণ পঞ্চপাদিকাবিবরণকার প্রকাশাত্ম্যতিকে অনুসরণ করিয়া প্রদান করা হইয়াছে। ‘স্বাশ্রয়নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং’ এইরূপ চতুর্থ লক্ষণ চিৎসুখাচার্যকৃত প্রত্যকতত্ত্বপ্রদীপিকা গ্রন্থ হইতে উল্লিখিত হইয়াছে। আনন্দবোধ ভট্টারককে

অনুসরণ করিয়া ‘সদ্বিবিক্তত্বং মিথ্যাভূম্’ এইরূপ মিথ্যাভূতের পঞ্চম লক্ষণ উপন্যস্ত হইয়াছে। এই পঞ্চবিধ লক্ষণের মধ্যে প্রথম দুইটি লক্ষণই বর্তমান গবেষণানিবন্ধে বিশেষরূপে বিচারিত হইল। এম. ফিল. গবেষণানিবন্ধ রচনার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সকল লক্ষণের বিচার সম্ভব হইল না।

গবেষণানিবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে আচার্য শঙ্করকে অনুসরণ করিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে, যে সকল অনুভবে জীব ব্রহ্ম হইতে নিজেকে ভিন্নরূপে অনুভব করিয়া থাকেন, সেই সকল অহং-মমাকার প্রতীতিই মিথ্যা। চৈতন্যরূপ সৎপদার্থে অবিদ্যা এবং অবিদ্যাকার্যরূপ মিথ্যাপদার্থসমূহের অধ্যাসের ফলেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আচার্য শঙ্কর অধ্যাসভাষ্যেই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে অবিদ্যারূপ জগতের মিথ্যা উপাদানকে অবলম্বন করিয়া সকল শাস্ত্রীয় এবং লৌকিক ব্যবহার সম্পাদিত হইয়া থাকে। এইরূপে অধ্যাসভাষ্যেই আচার্য শঙ্কর জগতের মিথ্যা উপাদানকারণরূপে এবং সকল শাস্ত্রীয় এবং লৌকিকব্যবহারের মূলরূপে অবিদ্যারূপ মিথ্যা পদার্থ স্বীকারের সূচনা করিয়াছেন। শঙ্করভাষ্যের অন্যত্রও শঙ্করাচার্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে জগৎ ব্রহ্মের সত্য পরিণাম নহে, মিথ্যা বিবর্তমাত্র। ব্রহ্মসূত্রের আনুমানিকাধিকরণে আচার্য শঙ্কর ‘অব্যক্ত’শব্দ নির্দেশ্যা পরমেশ্বরশ্রয়া অবিদ্যাশক্তিকেই জগতের মূল উপাদানকারণরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চপাদিকায় উক্ত সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাভের প্রথম লক্ষণের বিরুদ্ধে মাধ্বাচার্য ন্যায়ামৃত্কার যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, সেই সকল আপত্তিই উল্লিখিত এবং বিচারিত হইয়াছে। এইস্থলে আচার্য ব্যাসতীর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন যে প্রথম লক্ষণকে তিনপ্রকারে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাবই সদসত্ত্বানধিকরণত্ব, এইরূপে প্রথম লক্ষণ ব্যাখ্যাত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, সত্ত্বাত্যস্তাভাব এবং অসত্ত্বাত্যস্তাভাব, এইরূপ ধর্মদ্বয়কেও মিথ্যাভের দ্বিতীয় লক্ষণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ সত্ত্বাত্যস্তাভাববত্তে সতি অসত্ত্বাত্যস্তাভাব মিথ্যাভের দ্বিতীয় লক্ষণরূপে গৃহীত হইতে পারে। ন্যায়ামৃত্কার এই সকল বিকল্পের বিরুদ্ধেই বহু আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন; এই সকল আপত্তিই গবেষণানিবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধিকার ন্যায়ামৃতে উক্ত বিকল্পত্রয়ের মধ্যে দ্বিতীয় বিকল্প অবলম্বন করিয়াই মিথ্যাভের দ্বিতীয় লক্ষণের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সকল আপত্তির সমাধান করিয়াছেন। ন্যায়ামৃত্কার মিথ্যাভের প্রথম লক্ষণের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ ব্যাহতিদোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ন্যায়ামৃত্কার প্রতিপাদন করিয়াছিলেন যে কোনও অধিকরণেই সত্ত্বাত্যস্তাভাব এবং অসত্ত্বাত্যস্তাভাবরূপ ধর্মদ্বয় স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ সত্ত্বাত্যস্তাভাবই অসত্ত্ব হওয়ায় যে অধিকরণে সত্ত্বের অত্যস্তাভাব থাকে, সেই অধিকরণে অসত্ত্বই থাকিবে। ফলতঃ ঐ অধিকরণে অসত্ত্বেরও অত্যস্তাভাব স্বীকার করা হইলে ব্যাঘাতদোষ অনিবার্য

হইবে। *ন্যায়ামৃত্কার*ের এইরূপ আপত্তির উত্তরে *অদ্বৈতসিদ্ধিকার* অদ্বৈতীর প্রকৃত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে অদ্বৈতী সত্ত্বের অত্যন্তাভাবকেও অসত্ত্ব বলেন না এবং তাঁহাদের মতে অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবও সত্ত্ব নহে। এই কারণে অদ্বৈতমত অনুসারে সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব অত্যন্ত বিরুদ্ধ ধর্মই না হওয়ায় সত্ত্বের অত্যন্তাভাবস্থলে অসত্ত্ব থাকিবে এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবস্থলে সত্ত্ব থাকিবে, এইপ্রকার যুক্তি অদ্বৈতীর বিরুদ্ধে প্রযোজ্যই নহে। সুতরাং অদ্বৈতমত অনুসারে সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ ধর্মদ্বয়কে মিথ্যাভেদে প্রথমলক্ষণরূপে স্বীকার করা হইলে কোনও প্রকার ব্যাহতিদোষ হয় না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে অদ্বৈতমতে কালত্রয়াবাধ্যত্বই সত্ত্ব এবং কোনও উপাধিতে সদ্ভূপে প্রতীতির অযোগ্যত্বই অসত্ত্ব হওয়ায় স্পষ্টতঃই সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্মদ্বয় নহে। এই কারণেই সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব হইতে তৃতীয় প্রকার মিথ্যা বা অনির্বাচনীয় পদার্থস্বীকারে কোনও বাধাই থাকিতে পারে না। *ন্যায়ামৃত্কার* সত্ত্ব এবং অসত্ত্বধর্ম বলিতে অদ্বৈতী কী বুঝিয়া থাকেন ইহা অনুধাবন না করিয়াই প্রথমলক্ষণের বিরুদ্ধে আপত্তিসমূহ উত্থাপন করিয়াছিলেন। কালত্রয়াবাধ্যত্বই সত্ত্ব এবং কোনও উপাধিতে সদ্ভূপে প্রতীতির অনর্হত্বই অসত্ত্ব, ইহা স্মরণ রাখিলে *ন্যায়ামৃত্কার* যে সকল আপত্তি করিয়াছেন, সেই সকল আপত্তিই সমাহিত হইয়া থাকে।

প্রতিপল্লোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাভূতম্, মিথ্যাপদার্থের এইপ্রকার বিবরণাচার্য প্রদত্ত দ্বিতীয় লক্ষণের বিরুদ্ধে *ন্যায়া*মৃতকার যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, সেই সমস্ত আপত্তির মধ্যে প্রধান আক্ষেপসমূহ বর্তমান গবেষণানিবন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। *ন্যায়া*মৃতকার অতিবিস্তৃতরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে অদ্বৈতী মিথ্যাত্বের ঘটক ত্রৈকালিকনিষেধের স্বরূপই প্রতিপাদন করিতে পারেন না। উক্ত নিষেধকে পারমার্থিক বলা হইলে দ্বৈতাপত্তি হইবে, প্রাতিভাসিক বলা হইলে সিদ্ধসাধনতা দোষ হইবে এবং ব্যবহারিক বলা হইলে উক্ত নিষেধ স্বয়ং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা বাধিত হওয়ায় জগতের তাত্ত্বিকত্বের আপত্তি হইবে। শুধু তাহাই নহে “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” প্রভৃতি প্রপঞ্চনিষেধপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ বাধিতার্থবিষয়ক হওয়ায় অপ্রমাণ হইয়া যাইবে। আচার্য মধুসূদন সরস্বতী এই সকল আপত্তির দুইপ্রকার উত্তর প্রদান করিয়াছেন। তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন যে উক্ত নিষেধের পারমার্থিকত্বস্বীকারে কোনও সিদ্ধান্তহানি হয় না। কারণ অদ্বৈতী অভাবকে স্বতন্ত্রপদার্থরূপে স্বীকারই করেন না। ফলতঃ প্রপঞ্চের নাশ ব্রহ্মস্বরূপই হওয়ায় উক্ত নিষেধকে তাত্ত্বিক বলা হইলে অদ্বৈতীর কোনও ক্ষতি নাই। অনন্তর, প্রকৃত অদ্বৈতরহস্য উদ্ঘাটন করিতে *অদ্বৈতসিদ্ধিকার* বলিয়াছেন যে অদ্বৈতমতে উক্ত নিষেধের ব্যবহারিকত্বই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মপ্রমার দ্বারা প্রপঞ্চনিষেধের নিষেধ হইলে জগতের তাত্ত্বিকত্বের আপত্তি হয় না। এইস্থলে *অদ্বৈতসিদ্ধিকার*

বিস্তৃতরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন নিষেধের নিষেধ দুই প্রকার হইতে পারে। যে নিষেধের নিষেধ প্রথম নিষেধের প্রতিযোগীকে সক্রমে প্রতিপাদন করে, সেই নিষেধের নিষেধদ্বারাই প্রতিযোগিসত্ত্ব সিদ্ধ হয়। অপরপক্ষে ঘটধ্বংসরূপ যে নিষেধ ঘট এবং তাহার প্রাগভাবরূপ নিষেধ উভয়কেই প্রতिसিদ্ধ করে, তাহার দ্বারা প্রথম নিষেধের প্রতিযোগিসত্ত্ব ব্যবস্থাপিত হয় না। “নেহ নানাশ্চি শ্ৰুতি” বাধিতার্থবিষয়ক হওয়ায় অপ্রমাণ, এইরূপ আপত্তির উত্তর প্রদানপ্রসঙ্গে অদ্বৈতসিদ্ধিকার অন্য একটি গূঢ় অদ্বৈতরহস্য প্রকাশ করিয়াছেন। অদ্বৈতমতে “তত্ত্বমস্যা”দি ব্রহ্মাত্মৈক্যপ্রতিপাদক শ্ৰুতিওসমূহেরই কালাত্রয়াবাধ্যত্বরূপ তত্ত্ববেদকপ্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। অন্যান্য শ্ৰুতি যথা “স্বর্গকামো যজেত” এইরূপ বিধিবাক্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারপর্যন্তই অবাধিত হওয়ায় উহাদের কেবল সাংব্যাবহারিকপ্রামাণ্যই অদ্বৈতীর অভিমত। “নেহ নানাশ্চি” ইত্যাদি শ্ৰুতিরও কেবল সাংব্যাবহারিকপ্রামাণ্যই অদ্বৈতমতে স্বীকৃত হইয়া থাকে।

এইপ্রকারে অদ্বৈতসিদ্ধিকার মিথ্যাভ্বে লক্ষণবিচার প্রসঙ্গে কেবল ন্যায়ামৃতোক্ত আপত্তিসমূহই পরিহার করেন নাই ; প্রসঙ্গতঃ অদ্বৈতসিদ্ধান্তের বহু গূঢ় রহস্যই উদ্ঘাটন করিয়াছেন। মিথ্যাভ্বে লক্ষণবিষয়ে অদ্বৈতগ্রন্থরাজিতে অন্য বহু বিচার বিদ্যমান। গবেষণানিবন্ধ রচনার জন্য নির্দিষ্ট একবৎসরকালমধ্যে সেইসকল বিষয়ের পর্যালোচনা সম্ভব হইল না।

ग्रन्थपञ्जी

कृष्णद्वैपायन, ब्रह्मसूत्र, शङ्कराचार्य, शारीरकमीमांसाभाष्य, स्वामी विश्वरूपानन्द, वेदान्तदर्शनम्, (अनुवादक), चिद्घनानन्द(सम्पा.), प्रथम अध्याय, चतुर्थ अध्याय, कलकता, उद्बोधन कार्यालय, जुलाई २०११

कृष्णद्वैपायन, ब्रह्मसूत्र, शङ्कराचार्य, शारीरकमीमांसाभाष्य, पद्मपादाचार्य, पद्मपादिका, प्रकाशाश्रयति, विवरण, सर्वज्ञ विष्णुभट्ट, ऋजुविवरण, अखण्डानन्दमुनि, तद्बुद्धीपन, वाचस्पति मिश्र, भामती, अखण्डानन्दमुनि, ऋजुप्रकाशिका, चिन्सुखाचार्य, भाष्यभावप्रकाशिका, नारायण सरस्वती, गव्यवार्तिक, अनन्तकृष्ण शास्त्री, प्रदीप, अनन्तकृष्ण शास्त्री (सम्पा.), २य खण्ड, चतुःसूत्री, मेट्रोपॉलिटान, कलकता, १९७७

गोस्वामी, सीतानाथ, अद्वैतवेदान्तोर सारकथा, कर्णওয়ালिस स्ट्रीट, कोलकता, संस्कृत पुस्तक भाण्डार, २०१६

गोस्वामी, सीतानाथ, ब्रह्मसूत्रेर अध्यासभाष्य, कर्णওয়ালिस स्ट्रीट, कोलकता, संस्कृत पुस्तक भाण्डार, २०१२.

गोस्वामी, सीतानाथ, वेदान्तदर्शने परमार्थतत्त्व-स्वप्रकाशत्वं ओ मिथ्यात्वविचार, कर्णওয়ালिस स्ट्रीट, कोलकता, संस्कृत पुस्तक भाण्डार, १९५१

गुप्ता, संयुक्ता, स्टूडिज इन दि फिल्मजर्नि अफ मधुसूदन सरस्वती, कालकाटा (इण्डिया), संस्कृत पुस्तक भाण्डार, १९७७

चिंतुसुखमुनि, प्रत्यक्तत्त्वप्रदीपिका, प्रत्यक्सवरूप, मानसनयनप्रसादिनी, स्वामी
योगीन्द्रानन्द (सम्पादक), षड्दर्शनप्रकाशन प्रतिष्ठान, उदासीन संस्कृत विद्यालय,
वाराणसी, १९८५

छान्दोग्योपनिषद्, आचार्य शङ्करकृत भाष्य, आनन्दगिरिकृत टीका, दुर्गाचरण
सांख्यवेदान्ततीर्थ (सम्पा.), २ खण्ड, देव साहित्य कुटीर, कलिकता, १९८४

धर्मराजाधररीन्द्र, वेदान्तपरिभाषा, पञ्चगणन शास्त्री, परिभाषासंग्रह, पञ्चगणन शास्त्री
(सम्पा.), कलिकता, १८८७ शकाब्द

नुसिंहश्रम, अद्वैतदीपिका, नारायणश्रम, अद्वैतदीपिकाविवरण, एस. सुब्रह्मण्यशास्त्री
(सम्पा.), तृतीय खण्ड, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, १९८२-१९८९

पद्मपादाचार्य, पञ्चपादिका, आत्मस्वरूप, प्रबोधपरिशोधिनी, विज्ञानात्मा,
तात्पर्यार्थदोतिनी, प्रकाशात्प्रयति, विवरण, चिंतुसुखाचार्य, तात्पर्यदीपिका,
नुसिंहश्रम, विवरणभावप्रकाशिका, एस. श्रीराम शास्त्री ओ एस. आर. कृष्णमूर्ति
(सम्पादक), गभर्गमेन्ट ओरियेन्टल म्यानास्क्रिप्टस् लाइब्रेरि, माद्राज, १९५८

पद्मपादाचार्य, पञ्चपादिका, प्रथम खण्ड, अनन्तकृष्ण शास्त्री (सम्पा.) दिल्ली, चौखम्बा
संस्कृत प्रतिष्ठान, १९९५

बन्द्योपाध्याय, रूपा, विवरणप्रस्थाने अज्ञानसिद्धि-सुषुप्ति, अर्थापत्ति ओ श्रुतिविचार,
कलेज स्ट्रीट, कोलकाता, मित्रम्, २००८

বাস্তীর্থ, *ন্যায়ামৃত*, শ্রীনিবাসাচার্য, *ন্যায়ামৃতপ্রকাশ*, টি. আর. কৃষ্ণাচার্য (সম্পা.),
কুম্ভকোণ, ১৯০৭

বাস্তীর্থ, *ন্যায়ামৃত*, স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পা.), প্রথম খণ্ড, বারাণসী, ষড়দর্শন
প্রকাশন প্রতিষ্ঠান, ১৯৮৪

মধুসূদন সরস্বতী ; *অদ্বৈতসিদ্ধি*, শীতাংশুশেখর বাগচী (সম্পা.), বারাণসী ঃ তারা
পাবলিকেশন্স, ১৯৭১

মধুসূদন সরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, অনন্তকৃষ্ণশাস্ত্রিণা(সম্পা.), দিল্লি (৩৩/১৭ শক্তি
নগর), পরিমল পাবলিকেশন্স, ১৯৮২

মধুসূদন সরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, করুণা ভট্টাচার্য(অনুবাদিকা), নিউ দিল্লি, ইণ্ডিয়ান
কাউন্সিল অফ ফিলজফিক্যাল রিসার্চ, ১৯৯২

মধুসূদন সরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী, *লঘুচন্দ্রিকা*, বলভদ্র, *সিদ্ধিব্যাখ্যা*,
বিঠলেশ উপাধ্যায়, *ব্যাখ্যা*, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পা.), দিল্লী, পরিমল
পাবলিকেশন্স, ১৯৮২

মধুসূদন সরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ন্যায়ামৃতদ্বৈতসিদ্ধির অন্তর্গত, স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ
(সম্পা.), প্রথম ভাগ, বারাণসী, ষড়দর্শনপ্রকাশনপ্রতিষ্ঠানম্, ১৯৮৪

যোগেন্দ্রনাথ বাগ্চী, *অদ্বৈতবাদে অবিদ্যানুমান*, শীতাংশুশেখর বাগ্চী (সম্পা.),
কলিকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৬৯

যোগেন্দ্রনাথবাগ্‌চী, *বালবোধিনী*, মধুসূদন সরস্বতী, অদ্বৈতসিদ্ধি'র অন্তর্গত,
শীতালশেখর বাগ্‌চী (সম্পা.), প্রথম খণ্ড, বারানসী ঃ তারা পাবলিকেশন্স,
১৯৭১

শঙ্করাচার্য, *ব্রহ্মসূত্রশঙ্করভাষ্যম্*, প্রথম খণ্ড, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পা.), দিল্লী,
চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, ১৯৯৫

শঙ্করাচার্য, *ব্রহ্মসূত্রভাষ্যম্*, অনন্তকৃষ্ণশাস্ত্রী (সম্পা.), বারানসী, চৌখম্বা সংস্কৃত
সীরীজ অফিস, ১৯৮২

সর্বজ্ঞানমুনি, *সংক্ষেপশারীরক*, স্বামী যীগীন্দ্রানন্দ (সম্পা.), বারানসী, ষড়্দর্শন
প্রকাশন প্রতিষ্ঠান, উদাসীন সংস্কৃত বিদ্যালয়, ১৯৮৭

সদানন্দ যোগীন্দ্র, *বেদান্তসার*, নৃসিংহ সরস্বতী, *সুবোধিনী*, আপোদেব,
বালবোধিনী, রামতীর্থ যতি, *বিদ্বন্মনোরঞ্জনী*, ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য (সম্পা.),
কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ, ১৯৮০

Pellegrini, Gianni, 'Analysis of the Second and Fourth Definitions
of Mithyätva in the Advaitasiddhi of Madhusüdana Sarasvatī'
Journal of Indian Philosophy, Vol. 39, No. 4/5 (October 2011),
pp. 441-459

Brooks, Richard, 'The meaning of 'real' in Advaita Vedanta',
Philosophy East and West, Vol. 19, No. 4 (Oct., 1969), pp. 385-
398

Philosophical Explorations

UGC-Sponsored, One-Day State Level Seminar

organised by

The Department of Philosophy, Jadavpur University, Kolkata

10th 4th May 2019

This is to certify that Bidyut Mondal of Jadavpur University presented a paper titled “ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ভারতীয় দার্শনিকদের তত্ত্ব” during the One-Day State-level Seminar, “Philosophical Explorations”, organised by the Department of Philosophy, Jadavpur University, held on ^{10th} 4th May, 2019.

P. Sarkar.

Professor Proyash Sarkar

Head of the Department

Maushumi Guha

Dr. Maushumi Guha

Coordinators

Goswami

Dr. Gargi Goswami